ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ● দশ টাকা

# আনন্দমেলা

বিশ্বকাপ ক্রিকেট সংখ্যা

এই বিশ্বকাপই যাঁদের শেষ বিশ্বকাপ

## কে জিতবে বাইশ গজের বিশ্বযুদ্ধ

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ১৬ টি বাহিনী

সম্পূর্ণ ক্রীড়াসূচি

৫০ টি মজাদার জোক্স

বিশ্বকাপ: ইতিহাসের পাতা থেকে

ক্রিকেট বনাম ফুটবল

ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল (দ্বিতীয় কিস্তি)

পাখি এবার বিক্রমগড়ে (দ্বিতীয়াংশ)

সমস্ত নিয়মিত বিভাগ

## পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্টিমাস প্রাইম

# একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

## ডাবর চ্যবনশক্তির অশ্বগন্ধা এবং কেসর শক্তি, দেয় টেনশন থেকে মুক্তি।

আজকের এই ব্যস্তসমস্ত অ্যাকটিভ জীবনযাত্রার নতুন অবদান হল টেনশন। 24 ঘণ্টার মধ্যে অফিস, বাড়ি, বাচ্চা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব সামলানোর চেষ্টা আমাদের শারীরিক এবং মানসিক দু দিক থেকেই নিস্তেজ করে দেয়। ফলে, না অফিস সামলানো যায়, না ঘর।

এই টেনশন যাতে আপনার জন্যে মুশকিল না হয়ে ওঠে তার জন্যে ডাবর রিসার্চ ফাউন্ডেশনের আয়ুর্বেদ এক্সপার্টস্‌গণ বিশেষভাবে আপনার জন্য তৈরী করেছেন 46 টি বাছাবাছা গুণেভরা প্রাকৃতিক উপাদান যুক্ত অশ্বগন্ধা, কেসর সমৃদ্ধ ডাবর চ্যবনশক্তি। প্রতিদিন এর দু চামচ আপনাকে শক্তি দেবে আর করে তুলবে আপনাকে একদম অ্যাকটিভ যাতে টেনশন থাকে দূরে আর আপনি জীবনকে উপভোগ করতে পারেন প্রাণভরে।

**কেসর ঃ** একটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, রুচিকর এবং উদ্দীপক।

**অশ্বগন্ধা ঃ** শারীরিক শক্তি বাড়ায় এবং মানসিক টেনশনকে দূর করে। পিত্ত ও কফ-এর দোষর্কে ভারসাম্য যুক্ত রাখে।

**Dabur® ChyawanShakti™**

টেনশন থাকে দূরে, আপনি বাঁচেন প্রাণভরে।

টেনশন সামলানোর বিশদ তথ্য সূচনার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের **stresscarenaturally@dabur.com** তে ই.মেইল করুন অথবা ডাবর চ্যবনশক্তি, ডাবর ইণ্ডিয়া লি., পো.অ. বক্স নং **3**, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ, **201010** (ইউ.পি) কে লিখুন।

# আনন্দমেলা

৩২ বর্ষ ১০ সংখ্যা মাঘ ১৪১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭


## বিশ্বকাপ ক্রিকেট সংখ্যা

### কে জিতবে বাইশ গজের বিশ্বযুদ্ধ ৬

ধীর গতির এবং কম বৈচিত্রের টেস্ট ক্রিকেট যখন দর্শক হারাচ্ছিল, তেমন সময় শুরু হয় একদিনের ক্রিকেট। তার পরে ৬০ ওভারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সূচনা হয় ইংল্যান্ডে ১৯৭৫ সালে। তার পরে যেমন বেড়েছে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে যোগদানকারী দেশের সংখ্যা, হয়েছে নীতি-নিয়মেরও রদবদল। এবার বিশ্বকাপের আসর বসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ১৬টি দেশের ক্রিকেটাররা নিজেদের উজাড় করে দেবেন নিশ্চয়ই। এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড এবং আয়োজক দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কোন দেশ জিতবে এই বাইশ গজের মহাযুদ্ধ? জানিয়েছেন অভিজিৎ সুকুল ও তনুশঙ্কর চক্রবর্তী।


বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সম্পূর্ণ ক্রীড়াসূচি ১১

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ১৬ টি বাহিনী ১৪

একনজরে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফাইনাল (১৯৭৫-২০০৩) ২৯

এই বিশ্বকাপই যাঁদের শেষ বিশ্বকাপ ৩০ তানাজী সেনগুপ্ত

বিশ্বকাপ ক্রিকেট: ইতিহাসের পাতা থেকে ৩৪ তানাজী সেনগুপ্ত

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের টক, ঝাল, মিষ্টি ৩৬ অভিজিৎ সুকুল

ক্রিকেট বনাম ফুটবল ৩৮ উল্লাস মল্লিক


## অন্যান্য পাতায়


প্রতিযোগিতা ৪

পাঠকের পাতা ৫

কুইজ ১০

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো ৬৪

হাসছি দ্যাখো ৬৪

অর্থ শেখো ৬৫

শব্দসন্ধান ৬৫

নানারঙের রামধনু ৬৬

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস (দ্বিতীয়াংশ)
পাখি এবার বিক্রমগড়ে
প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬



সম্পাদক: **পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার**

## হাসি-মজা

### ৫০টি মজাদার জোক্‌স ৪১

হাসতে ভালবাসে সব্বাই। আর জোক্‌সের মধ্যেই আছে বেদম হাসি, অনাবিল আনন্দ, দারুণ মজা। তাই জোক্‌স পড়তে ভালবাসেন আট থেকে আশি, সকলেই। হাসতে-হাসতে পড়ার মতো ৫০টি জোক্‌স সংগ্রহ করেছেন ভাস্বতী ঘোষ।


এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।


মজাদার গোয়েন্দা কমিক্‌স (দ্বিতীয়াংশ)

### ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল ৪৬

নিতাই পাগলা খুন হয়েছে। প্রোফেসর শম্ভু নাকি তাকে খুন করেছেন। গোপালপুর গ্রামের অখ্যাত কবি ভৈরভ ভূত নিয়ে কয়েকটি কবিতা লিখে থানার দারোগাকে শোনাতে এল। গোবিন্দপুরের ডাকাত ধীরু গায়েন প্রোফেসর শম্ভুর ফরমুলা চুরি করতে আসবে শুনে ছদ্মবেশে হাজির গোয়েন্দা চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তারপর কী ঘটল?

গল্প: সুদীপ্ত নাগ ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

'তুমি যদি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হও, তা হলে কী করবে'? ১০০ শব্দে লিখে পাঠাতে বলা হয়েছিল। অনেকেই লিখে পাঠিয়েছে। খুব সুন্দর আর মজাদার সেই সব লেখা থেকে আমরা তিনটি লেখাকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসেবে বেছে নিয়েছি। যারা নির্বাচিত হয়েছে, তাদের ঠিকানায় আকর্ষক পুরস্কার যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

১

আমি যদি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হই তা হলে প্রথমেই আমি দেশের শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করব। এ ছাড়া আমি যেহেতু বাঙালি রাষ্ট্রপ্রধান, সেই জন্য বাঙালি শিশুরা যাতে কম পয়সায় বই ও পত্রপত্রিকা পড়তে পারে, তার ব্যবস্থা করব। আমার দেশকে 'সকল দেশের সেরা' করে তোলার জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সব দিক থেকেই পারদর্শী করে তোলার চেষ্টা করব। শিশুদের যেন রোজগারের পথ খুঁজতে না হয়। সব শিশুই যেন পড়ার, খেলার সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা করব। আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাইজ উদ্ধার করার বিশেষ ব্যবস্থা করব এবং দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের নোবেল প্রাইজ রক্ষার জন্য বিশেষ প্রহরীর ব্যবস্থা করব।

**সৌম্যদীপ মণ্ডল**

*পঞ্চম শ্রেণি, সেনের ডাঙা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির*

*বর্ধমান-৭১৩ ১২২*

# আনন্দমেলা 'রাষ্ট্রপ্রধান কনটেস্ট'

২

আমি যদি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা রাষ্ট্রপ্রধান হই, তা হলে আমি দেশের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেব এবং তাতেই জীবনকে নিয়োজিত করব আমরণকাল। আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে প্রশাসন ও রাজনীতি থেকে দুর্নীতি দূর করা। নিয়মানুবর্তী, সময়ানুবর্তী এবং পরিশ্রমী হতে বাধ্য করব সমাজের সর্বস্তরের প্রতিটি মানুষকে। কৃষিপ্রধান দেশে সমবায়ভিত্তিতে চাষ করার ব্যবস্থা করব এবং রাষ্ট্রীয় খামার গড়ে তুলব। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করব। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বেঁধে দেব। দেশের জাতীয় সংহতির উপর জোর দিয়ে দেশকে ক্রমবর্ধমান উন্নতির পথে নিয়ে যাব। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করব।

**শৌভিক বসু**

*অষ্টম শ্রেণি, লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠ*

*কলকাতা-৭০০ ০৯৭*

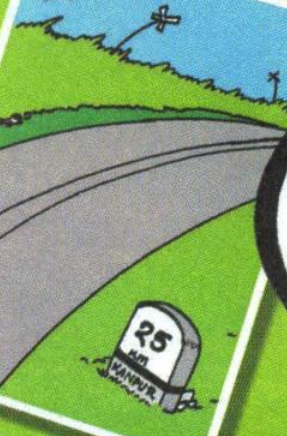


৩

রাষ্ট্র-পরিচালনার সর্বোচ্চ দায়িত্ব যিনি পান, তিনিই হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে প্রথমেই আমি নতুন আইনি সংবিধান রচনা করব। ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড থাকবে না, তার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে তার জীবদ্দশায় সশ্রম কারাবাসে থাকতে হবে। গরিব এবং কোটিপতি, দু' শ্রেণির মানুষই সমান বিচার পাবে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হবে উন্নত। দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সরকার থেকে পাবে বিশেষ অনুদান। পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা পাবেন সমান মর্যাদা। সর্বোপরি আমি নজর দেব দেশের জরাজীর্ণ ও দুর্ঘটনাপ্রবণ রাস্তাগুলো সংস্কারের দিকে, যাতে পথদুর্ঘটনা ও মৃত্যুর সংখ্যা কমে। সব মিলিয়ে গড়ে তুলব শস্যশ্যামলা, শিল্পোন্নত, পরিশীলিত সমাজব্যবস্থাযুক্ত এক স্বপ্নের দেশ, যে দেশে হিংসার কোনও স্থান থাকবে না।

**অনীক নন্দী**

*অষ্টম শ্রেণি, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়*

*কলকাতা-৭০০ ০০৫*

ছবি: সুমিত বড়ুয়া

## 'সরস্বতীকে তোমার মনের কথা' প্রতিযোগিতার ফলাফল।

### ১

মা সরস্বতী, তোমাকে খোলা চিঠি পাঠাচ্ছি বলে যেন রাগ কোরো না। কিছুদিন আগে হঠাৎই জানতে পারলাম যে, তুমি www.masaraswati.swargo.com এই অ্যাড্রেসে একটা ই-মেল আইডি খুলেছ সব ছাত্রছাত্রীদের মনের কথা জানবে বলে। আমি এই সুযোগ একেবারেই হাতছাড়া করতে চাই না। ধরো, অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে দেখা গেল, ক্লাসের সব মেয়ে সমান নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তা হলে কেমন হয়? হ্যাঁ মা, আমি একার জন্য নয়, সকলের জন্য চাইব। মা, তোমার বিদ্যার জাহাজ থেকে সকলকে একটু করে বিদ্যা সমানভাগে ভাগ করে দাও। আর সুমতি দাও, যেন আমরা তোমার দেওয়া বিদ্যার মর্যাদা রাখতে পারি ও লেখাপড়া না জানা আরও পাঁচজনের মধ্যে এই শিক্ষা বিলিয়ে দিতে পারি। আর চাই, আমার কোনও বন্ধু যেন পরীক্ষায় ফেল না করে। কারণ, আমরা সকলে এক সঙ্গেই স্কুলজীবন কাটাতে চাই। কত গরিব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রী অর্থসংকটে মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ওদের একটু সাহায্য কোরো। আর মা, শিক্ষাব্যবস্থায় এক্সপেরিমেন্ট যে ভাবেই হোক, বন্ধ করো।

**দেবারতি ঘোষ**
*সপ্তম শ্রেণি*
*শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি*

### ২

লক্ষ্মীসোনা সরস্বতী, তুমি তো কখনও আমাদের উপর জোরজুলুম করো না। কিন্তু তোমার 'বিদ্যা' নিয়ে কারবারিরা তিন বছর বয়স থেকেই আমাদের কংক্রিটের দালানে চালান করে দিয়েছেন। দৈনিক কারাবাসের সময় প্রতি বছর একটু-একটু করে বাড়ছে, পিঠের বোঝার ওজনও পিঠে ব্যথার সঙ্গে-সঙ্গে। এসব তো সকলেই জানে। তবে তুমি কেন কোনও প্রতিকার করো না মা? 'সুপার-উইম্যান'-ই কীসব কাণ্ড করে, আর তুমি তো 'ডিভাইন'। তোমার দৈবশক্তিতে অন্তত এইগুলো করো মা—

১) শৈশবে কাঁধের ব্যাগ নিষিদ্ধ।
২) বহুতল ইশকুলগুলোকে করে দাও বহুতল উদ্যানের মতো।
৩) সকলকে বিদ্যা দিও, তাদের পছন্দ অনুযায়ী।
৪) যারা তোমায় বাধা দেবে তাদের মগজধোলাই করে দাও। কারণ, তুমি চাইলে সবই পার।

**সোহম সামন্ত**
*চতুর্থ শ্রেণি*
*ক্যালকাটা পাবলিক স্কুল*
*কলকাতা-৭০০ ০৫৯*

### ৩

মা সরস্বতী, জানুয়ারির ২৩ তারিখে তোমার রাজহাঁসটাকে সঙ্গে নিয়ে আসছ তো? তোমার যদি অনিচ্ছাও থাকে তবুও আমরা সকলে মিলে কৈলাসে গাড়িঘোড়া পাঠিয়ে ঠিক নিয়ে আসব তোমায়। সত্যি বলতে কি, দুর্গাপুজো যত বড় আর জাঁকজমকপূর্ণই হোক, তোমার পুজোয় নিজেদের পাড়ায় নিজের হাতে সব কিছু করতে আমাদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ। পুজোর পনেরো দিন আগে যখন চাঁদা তোলা শুরু হয়, তখন থেকেই যেন তোমার পুজোর গন্ধ পেতে শুরু করি। তারপর পুজোর দু'-তিন দিন আগে যখন মাঠে বাঁশ পোঁতা হয় প্যান্ডেল করবার জন্য, তখন পাড়ার সব ছোটদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা, কখন তুমি আসবে। পুজোর ঠিক আগের দিন যখন আমরা রাত এগারোটা পর্যন্ত প্যান্ডেল সাজাই আর বাবা-কাকারা তোমার মূর্তি আনতে যান, তখন আনন্দে আমাদের বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে যায়। আসলে মা, তোমার পুজোটা হল 'ভয়ের জুজু' অ্যানুয়াল পরীক্ষার আগে একটু রিলাক্স করার সময়। কারণ, পুজোর আর তার পরের দিনটি সব পড়া বন্ধ। তুমি আবার রাগ কোরো না মা। তুমি তো জানো, পরীক্ষার আগে পড়ে-পড়ে আমরা প্রায় পাগলই হয়ে যাই। প্লিজ, ম্যাডামদের একটু বলে দেবে, যেন একটাও কঠিন প্রশ্ন না দেন। আমি যে কঠিন প্রশ্ন দেখলে, সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতেও ভুলে যাই।

**কৌশিতকী কর্মকার**
*ষষ্ঠ শ্রেণি*
*দিল্লি পাবলিক স্কুল*
*মুর্শিদাবাদ*

## পাঠকের পাতা

### এবারের প্রতিযোগিতা

আগামী মাসেই রঙের উৎসব দোল। তোমাদের সঙ্গে রং মেখে সেজে ওঠে প্রকৃতিও।আমরা একটি কবিতার চার লাইন লিখে দিলাম— 'রং লেগেছে গাছে-পাতায়/ রং লেগেছে ফুলে/ আবির মেখে মিঠিন-বাবাই/ ছুটির ইশকুলে।'এর পরের আট লাইন লিখে 'দোলের কবিতা' নাম দিয়ে পাঠাও। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো, তারাই শুধু লেখাটি পাঠাবে, ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে কবিতাটি প্রত্যয়িত করিয়ে নিও। সেরা কয়েকটি কবিতা আমরা মার্চ সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।

ঠিকানা:
**পাঠকের পাতা**
আনন্দমেলা
**৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট**
**কলকাতা-৭০০ ০০১**

# কে জিতবে বাইশ গজের বিশ্বযুদ্ধ

ক্রিকেটের এই মহাযুদ্ধে কারা জিতবে, এই দৃশ্য দেখার জন্য বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভাল স্টেডিয়ামের দিকে তাকিয়ে আছে সারা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমী মানুষ। কারা ছিনিয়ে নেবে বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব? জানিয়েছেন **অভিজিৎ সুকুল ও তনুশঙ্কর চক্রবর্তী**

এই কেনসিংটন ওভাল স্টেডিয়ামেই নির্ধারিত হবে বিশ্বকাপের জয় পরাজয়

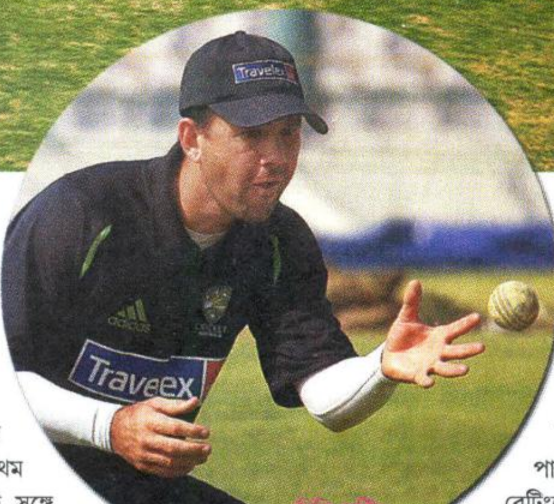


রিকি পন্টিং

'ডাউন দ্য ওয়ে হোয়্যার নাইটস আর গে অ্যান্ড সান শাইনস ডেইলি অন দ্য মাউন্টেন টপ', হ্যারি বেলাফন্তের সেই জামাইকান ফেয়ারওয়েলের দেশে এবার বসছে ক্রিকেট বিশ্বকাপের আসর। সমুদ্র সৈকত, নারকেল গাছের সারি, সান-স্যান্ড আর ক্রিকেট মহাযুদ্ধের দুর্দান্ত কম্বিনেশন এই প্রথম দেখার সুযোগ হবে ক্যারিবিয়ানদের। সেই সঙ্গে আপামর ক্রিকেটপ্রেমী জনতারও। কে না জানে যে, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের কাছে ক্রিকেট নিছক একটা খেলা নয়? ক্রিকেট মানে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ধিকিধিকি জ্বলা ক্ষোভের প্রকাশ। ক্রিকেট মানে ঐতিহ্য। ক্রিকেট মানে পাগলামি, আর অবশ্যই ক্রিকেট মানেই জীবন। লয়েড, রিচার্ডসদের যুগে বিশ্বক্রিকেট শাসন করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন নিজের দেশে বিশ্বকাপ আয়োজনের এই প্রথম সুযোগ পাচ্ছে, তখন সেই সুযোগ হাতছাড়া করবার পাত্র ক্যারিবিয়ানবাসী নন। এই কথাটাই সেদিন একটু ঘুরিয়ে বলছিলেন ওয়ার্ল্ড কাপ প্রজেক্টের চিফ এগ্‌জিকিউটিভ ক্রিস ডেরিং, 'দশ বছর আগেও যদি আপনি বলতেন ন'টা দেশের সরকার এক সঙ্গে মিলে আইন পাশ করবে, তা হলে লোকে নির্ঘাত আপনাকে পাহল ঠাওরাত।'

একমাত্র ক্রিকেট বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। সঙ্গে চলছে আমজনতার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের স্বর্ণযুগের স্মৃতি রোমন্থন। ১৯৭৫ আর ১৯৭৯ বিশ্বকাপের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কি করতে পারবে লারা অ্যান্ড কোং? নাকি ক্রিকেট রেটিংয়ে কয়েক বছর ধরে পয়লা নম্বরে থাকা অস্ট্রেলিয়াই চতুর্থ বারের জন্য পকেটে পুরবে বিশ্ব জয়ের খেতাব? 'ডার্ক হর্স' ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকাও তো প্রতিভা আর অভিজ্ঞতার দিক থেকে পিছিয়ে নেই। সৌরভ ফিরে এসে কি গত বারের হতাশা সুদে-আসলে মিটিয়ে নেবেন? নাকি নতুন কোনও দল, যাদের কোনও ক্রিকেট পণ্ডিত্যই ধর্তব্যের মধ্যে এবার রাখতে রাজি নন ক্রিকেটবোদ্ধারা, বাজিমাত করবে তারাই? এমন হাজারও প্রশ্ন এখন ক্রিকেটপাগলদের মনের মধ্যে। যে খেলার একদিনের সংস্করণে শেষ বলটি পালটে দিতে পারে ম্যাচের ভাগ্য, সেই খেলার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করাটা চূড়ান্ত বোকামি। তবুও ব্যক্তিগত এবং দলগত পারফরম্যান্সের নিরিখে দেখে নেওয়া যাক কোথায় কোন দলের শক্তি আর কোথায় কোন দলের দুর্বলতা।

## সেরা অস্ট্রেলিয়া

আই সি সি-র ক্রিকেট র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানের মধ্যে পয়েন্ট পার্থক্য, ব্যক্তিগত ব্যাটিং এবং বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের প্রাচুর্যই প্রমাণ করে যে, ছিয়াশি বছর পরে অ্যাসেজে ইংল্যান্ডকে ৫-০-তে 'ক্লিন সুইপ' করা অস্ট্রেলিয়াই সব দিক থেকে বিশ্বকাপের ফেভারিট টিম। পন্টিং আর গিলক্রিস্ট তো ছিলেনই, অস্ট্রেলিয়া টিমকে সমৃদ্ধ করবার জন্য ব্যাটিং লাইনআপে ঢুকে পড়েছেন ম্যাথু হেডেনও। দুই মাইকেল হাসি ও ক্লার্ক নিজেদের পজিশনে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাট। যে-কোনও পরিস্থিতিতে দল যেরকম চায়, ঠিক সেরকম ব্যাটিং করেই নিজেকে মাইকেল বিভানের যোগ্য উত্তরসূরি করে তুলেছেন সাইমন্ডস। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান উইকেটে পেসারদের দিয়েই এবার বাজিমাতের পরিকল্পনা কোচ জন বুকাননের। ম্যাকগ্রাকে সঙ্গ দিতে 'বিশ্বকাপ স্পেশ্যাল' স্কোয়াড তৈরি হয়েছে, সেই নামগুলো থেকে সেরা একাদশ বাছাটাই মুশকিল কাজ। ব্রেট লি, মিশেল জনসন, নাথান ব্র্যাকেন আর স্টুয়ার্ট ক্লার্ক এরই মধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন 'পিজিয়ন' (গ্লেন ম্যাকগ্রার নিকনেম) সরে গেলেও, নিরাপদেই থাকবে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট। চোট সারিয়ে শেন ওয়াটসন যদি শেষ মুহূর্তে ঢুকে পড়েন দলে, আরও ব্যালান্সড দেখাবে হলুদ জার্সিধারীদের। এহেন টিমের উপরেই যে সকলে চোখ বন্ধ করে বাজি ধরবে, তা বলাই বাহুল্য। তবে পরপর জিততে থাকা অস্ট্রেলিয়া টিমের উপরে যে 'ল অফ অ্যাভারেজ' খাটবে না, তা তো হলফ করে বলা যায় না? আর সেই সময়টা যদি বিশ্বকাপই হয়? কে না জানে, অস্ট্রেলিয়ান দলটি মানুষ নয়, রোবটে ভরা। অস্ট্রেলিয়ার বিজয় রথ আটকে দেওয়া ইডেন টেস্টেই তো প্রমাণ করে দিয়েছে যে, প্যাশন আর ব্যক্তিগত দক্ষতার কাছে রোবোটিজমও মাঝেমধ্যে মাথা নোয়ায়!

## মেন ইন ব্লু

একশো সামথিং কোটির দেশ জানে, ঠিক এই টুর্নামেন্টটির দিকে তাকিয়েই বছরখানেক ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন গ্রেগ চ্যাপেল। তরুণদের উপর ভরসা করে ক্রিকেট বৈতরণী পার হয়ে যাবেন ভাবলেও, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের তিলতিল করে গড়ে তোলা সাধের ভারতীয় দলের এখনকার পারফরম্যান্স কিন্তু কঠিন হতে বাধ্য করেছে নির্বাচকদের। অগত্যা এই বিশ্বকাপেও ভারতের ভরসা সেই অফে সৌরভের 'ঈশ্বরীয়' কভার-ড্রাইভ, সচিনের স্ট্রেট ড্রাইভ, আর স্কিপার রাহুলের 'রক-সলিড' ডিফেন্সই। এর সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর শ্রীলঙ্কার টুর্নামেন্টে সহবাগ যদি তাঁর ফর্ম ফিরে পান, আর চোট সারিয়ে যুবরাজ যদি ফিরতে পারেন তাঁর নিজস্ব টাচে, ভারতীয় ব্যাটিংকে কিন্তু সমীহ করতেই হবে। বিশ্বকাপেও 'ধোনিধামাকা' দেখা যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বোলিংয়ে কিন্তু এত 'যদি'র উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না ভারতকে। শ্রীশান্ত এবং জাহির তাঁদের এখনকার ফর্ম বিশ্বকাপ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারলে ভুগতে হবেই বিপক্ষকে। চ্যাপেলের এক্সপেরিমেন্টের বলি ইরফান পাঠান প্রথম একাদশে ঢুকতে পারলে আখেরে লাভবান হবেই 'নীল পোশাকিরা'। মুনাফ পটেলের সঙ্গে বোলিং বিভাগে হয়তো ঢুকবেন আগরকরও। সৌরভ জমানার প্লাস-পয়েন্ট ফিল্ডিংই কিন্তু বিশ্বকাপে হয়ে উঠতে পারে টিম ইন্ডিয়ার 'অ্যাচিলিস হিল'। সেই সঙ্গে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, বর্তমান দলের টেম্পারামেন্ট এবং আত্মবিশ্বাস নিয়েও। বিশ্বকাপে সর্বাধিক চারটি সেঞ্চুরি করে মার্ক ও'য়র সঙ্গে একই আসনে থাকা সৌরভ আর তাঁর 'ছোটেবাবু'র রানখিদে যদি এবারেও অব্যাহত থাকে, আর সিনিয়রদের পারফরম্যান্স দেখেই যদি ছটফটিয়ে ওঠেন ধোনি-মুনাফ-শ্রীশান্তরা, অন্যদের ভুগতে হবেই। এত 'যদি' সত্ত্বেও প্রতিভা আর দক্ষতার দিক থেকে বিচার করলে 'ক্যাঙ্গারুর দেশে'র পর টিম ইন্ডিয়াই যে 'বেস্ট বেট' তা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

## ক্রিকেট-রাজপুত্রের দেশ

শেষ ৩৩টি ওয়ান ডে ম্যাচের ১৮টিতে জেতা, দু'- দু'বার অস্ট্রেলিয়াকে হারানো, নিজেদের দেশের চেনা পিচ ও দর্শকের সামনে বিশ্বকাপ, একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার, লারার দেশকে কিন্তু খুব একটা অবহেলা করা যাচ্ছে না এই বিশ্বকাপে। বিধ্বংসী গেইল, ভরসা জোগানো সারওয়ান-চন্দ্রপল, ক্রিকেটের রাজপুত্র লারা ছাড়াও এ টিমে রয়েছেন ডোয়েন স্মিথ, ব্র্যাডশ, জেরোম টেলর, কলিমোর, ব্রাভোর মতো বেশ কিছু 'ইউটিলিটি' ক্রিকেটার। ৩০জনের দলে আছেন কিয়েরন পোলার্ড, গেভিন টং, রেয়াদ এমরিটের মতো চলতি মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল পারফরম্যান্স করা বেশ কিছু ক্রিকেটার। চূড়ান্ত দলে যাঁরাই থাকুন তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, বিশ্বকাপের মতো প্ল্যাটফর্মে একটা ভাল ফলই আমূল বদলে দিতে পারে ধুঁকতে থাকা ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের ভাগ্যকে। ডোয়াইট ইয়র্কের হাত ধরে ফুটবলমুখী হয়ে ওঠা জনতাকে

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

আবার ফিরিয়ে আনতে পারে ক্রিকেট ময়দানে। সবচেয়ে বড় কথা, বর্তমান ক্রিকেটারদের অনেকের কাছেই তাঁদের ক্যাপটেনের জায়গাটা বাবার মতো। ব্রায়ান লারাকে তাঁর শেষ বিশ্বকাপে বিশ্বকাপটাই উপহার দিতে মরিয়া হয়ে ঝাঁপাতেই পারেন টিমমেটরা।

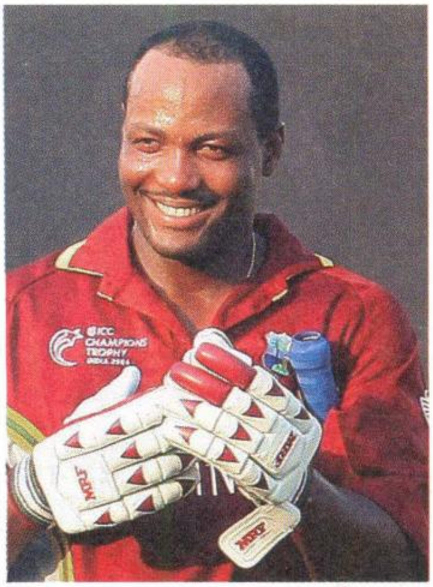

ব্রায়ান চার্লস লারা

## ডার্ক হর্স

বিশ্বকাপ কে জিততে পারে সেই 'প্রোব্যাব্‌ল'দের তালিকা তৈরি করতে বসলে যে দু'টো টিমকে কোনও মতেই এড়ানো যাবে না, তারা হল দক্ষিণ আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কা। জাক কালিস, শন পোলকের মতো দক্ষ অলরাউন্ডার, ফর্মে থাকা অ্যাশওয়েল প্রিন্স, বরাবরের ভরসা বাউচার, 'হার্ড-হিটার' জাস্টিন কেম্প, দক্ষিণ আফ্রিকার বড় ভরসা। ক্যাপটেন গ্রেম স্মিথ আর হার্শেল গিব্‌স সামান্য অফ-ফর্মে থাকলেও, বিশ্বকাপে নিজেদের ছন্দ ফিরে পেলে আটকানো মুশকিল দক্ষিণ আফ্রিকানদের। আন্দ্রে নেল আর মাখায় এনতিনির সঙ্গে পেস আক্রমণের দায়িত্ব সামলাবেন হয়তো মরকেল। গিব্‌স, ডেভিলিয়ার্সদের দু'-তিনটি হাফ চান্স ক্যাচ আর পাঁচ ছ'খানি বাঁচানো বাউন্ডারি যে-কোনও ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে উঠতে পারে এই ধরনের টুর্নামেন্টে। অন্য দিকে শেষ কয়েকটি ম্যাচে শ্রীলঙ্কার পারফরম্যান্সও যথেষ্টই আশাব্যঞ্জক। মধ্য সাঁইত্রিশেও আবার পুরনো ফর্ম ফিরে পেয়েছেন জয়সূর্য। তরুণ উপুল থরঙ্গার সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটিও বেশ সফল। ভরসা দেওয়ার জন্য আছেন কুমারা সঙ্গকারা, তিলকরত্নে দিলশান, আতাপাত্তু এবং স্বয়ং ক্যাপটেন জয়বর্ধনে। বিশ্বকাপের কথা ভেবেই ৩০ জনের দলে ফেরানো হয়েছে বহু যুদ্ধের নায়ক রাসেল আর্নল্ড এবং উপুল চন্দনাকে। স্বয়ং অধিনায়কের মতে বিশ্বকাপে নায়ক হয়ে উঠতে পারেন চামারা কাপুগেদেরা। চামিন্ডা ব্যাসের নেতৃত্বে শেষ কয়েকটি ম্যাচে খুব ভাল বল করেছেন লসিথ মালিঙ্গা, ফারভিজ মাহরুফ, দিলহারা ফার্নান্দো আর রুচিরা পেরেরাকে নিয়ে তৈরি শ্রীলঙ্কান 'পেস ব্যাটারি'। হয়তো এই বিশ্বকাপই হতে পারে মুরলি, ব্যাস আর জয়সূর্যদের শেষ বিশ্বকাপ। শেষ মুহূর্তে জ্বলে ওঠার কোনও খমতি নিশ্চয়ই রাখবেন না তাঁরা। সব মিলিয়ে টমমুডির দলকে গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে।

## হম কিসিসে কম নেহি

চার বারের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালিস্ট, আই সি সি-র মিনি ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন 'কিউয়ি'রা বারেবারেই বেগ দিয়ে এসেছে রথী-মহারথীদের। ক্রিকেটের অন্যতম ধুরন্ধর দলনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিং তাঁর দলকে চেনেন হাতের তালুর মতো। নাথান অ্যাসলে, হামিশ মার্শাল, আন্দ্রে অ্যাডাম্‌স, জেম্‌স ফ্রাঙ্কিলিন, ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের মতো ওয়ান ডে স্পেশ্যালিস্ট ছাড়াও বিশ্বকাপে 'ফ্যাক্টর' হয়ে উঠতে পারেন শেন বন্ড। ৩০ জনের দলে জেকব ওরাম, কাইলি মিল্‌স বা প্রবীণ ক্রিস হ্যারিসের উপস্থিতিই প্রমাণ করে, বিশ্বকাপ জিততে ভারতের মতো নিউজিল্যান্ড নির্বাচকরাও ভরসা করছেন সেই পুরনোদের উপরেই। কোচের নাম বব উলমার আর দলে মহম্মদ হাফিজ, ইমরান ফারহাত, শোয়েব মালিক, কামরান আকমাল, শাহিদ আফ্রিদি, উমর গুল, মহম্মদ আসিফের মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা আছেন বলেই গুরুত্ব দিতে হচ্ছে পাকিস্তানকেও। ইনজি নিজে তো বটেই, মহম্মদ ইউসুফের ব্যাট শেষ মরশুমের মতো কথা বলতে শুরু করলে কিন্তু সব হিসেবই পালটে দিতে পারে পাকিস্তান। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেট মূলত ব্যাটসম্যানদের কথা ভেবে বানানো হলেও, শোয়েব, আসিফ, গুলদের সামলানো মোটেও সহজ হবে না। এ ছাড়াও ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের ভরসা হতে পারেন ইউনিস খান আর আব্দুল রজ্জাকও। তিন বারের ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ডের দশা অবশ্য এই বিশ্বকাপে বেশ হতাশাজনক। অ্যাসেজের 'হোয়াইটওয়াশ' এখনও সেভাবে সামলে উঠতে পারেনি ফ্লিনটফের দল। ব্যাটিংয়ে দলের সেরা বাজি কেভিন পিটারসেন চোট সারিয়ে দলে ফিরবেন। তাঁর ব্যাটিং কতটা কার্যকর হবে তার উপর অনেকটাই নির্ভর করবে ইংল্যান্ডের ভাগ্য। এ ছাড়া কলিংউড, জেমি ড্যালরিম্পল, অ্যান্ড্রু স্ট্রস, আর ভনের ব্যাটের উপরই মূলত এই বিশ্বকাপে নির্ভর করবে ফ্লেচারের শিষ্যরা। তুলনায় ইংল্যান্ডের বোলিং বরং অনেক শক্তিশালী। জেম্‌স অ্যান্ডারসন, লিয়াম প্লাঙ্কেট, ম্যাথু হগার্ড, সাজিদ মাহমুদকে নিয়ে গড়া ইংল্যান্ডের বোলিং বিভাগে ভরসা জোগাতে হয়তো ঢুকে পড়তে পারেন স্পিনার অ্যাশলে জাইলসও। তবে এই ইংল্যান্ড দলটি টিমগেমের চেয়েও বেশি নির্ভরশীল ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর। বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে এক-দু' জনের হঠাৎ

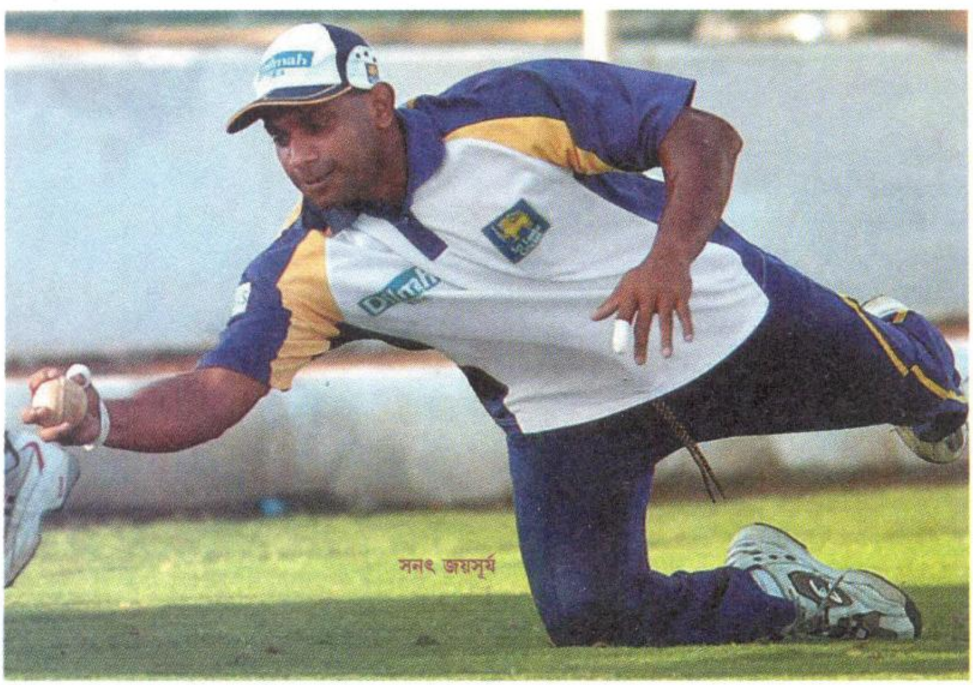

সনৎ জয়সূর্য

করে জ্বলে ওঠা ইংল্যান্ডকে কত দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেটাই দেখার।

ইনজ়ামাম উল হক

## গোলিয়াথ ভার্সাস ডেভিড

আই সি সি-র ওয়ান ডে র‌্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দিকে থাকা দলগুলোর সঙ্গে এদের টক্করটা হয়তো অনেকটা ডেভিড-গোলিয়াথের লড়াইয়ের মতো হয়ে যাবে, এ কথা মাথায় রেখেও বলতে হচ্ছে 'আ গেম অফ গ্লোরিয়াস আনসার্টেন্টিস' বলেই হয়তো ক্রিকেটে প্রতিটি টিমকেই গুরুত্ব দিতে হয়। ঠিক যেভাবে গত বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে পৌঁছে ক্রিকেটবোদ্ধাদের হিসেবনিকেশ গন্ডগোল করে দিয়েছিল কিনিয়া। বাংলাদেশ-কিনিয়া-জিম্বাবোয়ের অভিজ্ঞতার ঝুলি কিছুটা সমৃদ্ধ হলেও, এই বিশ্বকাপের নতুন পাঁচ দল স্কটল্যান্ড, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড আর বারমুডাকে প্রায় 'শিশু'ই বলা চলে। বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচিত ৩০ জনের দল দেখে মনে হয়, কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নন বাংলাদেশ নির্বাচকরা। বি-গ্রুপে প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তাদের ভরসা সেই পুরনো বাশার, খালেদ মামুদ, মহম্মদ রফিক, রাজিন সালেহ, মহম্মদ আশরাফুলরাই। বাংলাদেশ দলে বেশ কিছু প্রতিভাবান খেলোয়াড় থাকলেও গ্রুপ ম্যাচের গণ্ডি পেরিয়ে পরের পর্বে যাওয়া বেশ শক্ত হবে তাদের।

গত কয়েক বছর ধরে অন্তর্কলহে ধুঁকতে থাকা জিম্বাবোয়ে দলের অবস্থা এই মুহূর্তে সত্যিই খারাপ। যাদের নিয়ে আগের বিশ্বকাপগুলোতে আশায় বুক বাঁধত আফ্রিকার এই দেশ, সেই ফ্লাওয়ার-ভাইয়েরা এবং হিথ স্ট্রিক অবসর নিয়েছেন। নেই তাতেন্দা তাইবুও। ক্যাপটেন স্পিনার প্রসপার উতসেয়ার নেতৃত্বে জিম্বাবোয়ে দলে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রিকেটার বলতে গ্যারি ব্রেন্ট, চার্লস কোভেন্ট্রি, এনকালা আর সিবান্দাদের মতো হাতে গোনা কয়েকজন। তথৈবচ অবস্থা আয়ারল্যান্ডেরও। কোয়ালিফাইং পর্বে তাদের হয়ে খেলা এড জয়েস ডাক পেয়েছেন ইংল্যান্ডের ৩০ জনের দলে। তিনি না থাকলে আয়ারল্যান্ডের ভরসা এওইন মর্গ্যান, নিয়াল ও'ব্রায়ান, বয়েড র‌্যানকিনের মতো কাউন্টি খেলা গুটিকয়েক প্লেয়ার। ডি-গ্রুপে প্রতিপক্ষ পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে এই দু' দল সুপার এইটে উঠবে, ভাবতে কষ্ট হচ্ছে বইকি! তবে কপাল বোধ হয় আরও মন্দ স্কটল্যান্ড আর নেদারল্যান্ডসের। গ্রুপ লিগের ম্যাচেই তারা মোকাবিলা করবে এমন দুই টিমের, যারা বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম দাবিদার। অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকাকে সামাল দেওয়ার রসদ এদের নেই বললেই চলে। অধিনায়ক লুক ভ্যান ট্রুস্ট, এসেক্সের হয়ে খেলা রায়ান টেন ডাসচাতে, আলেক্সি কারভেজি, সোয়ার জিনিস্কির মতো ব্যাট্‌সম্যান

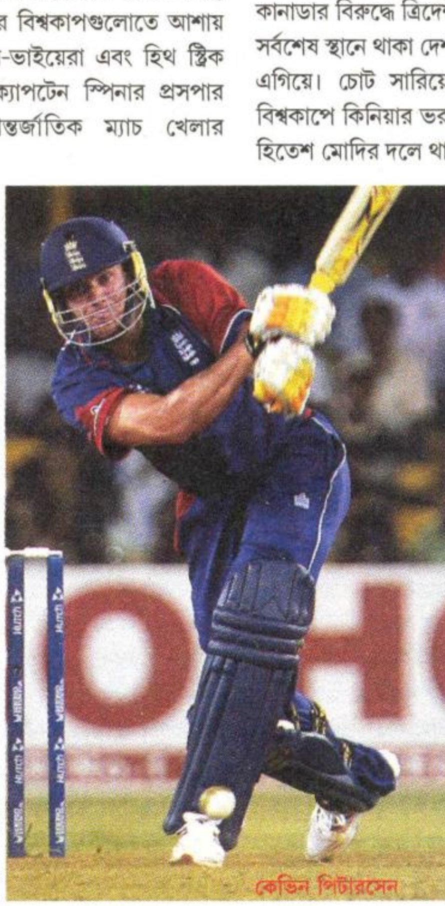
কেভিন পিটারসেন

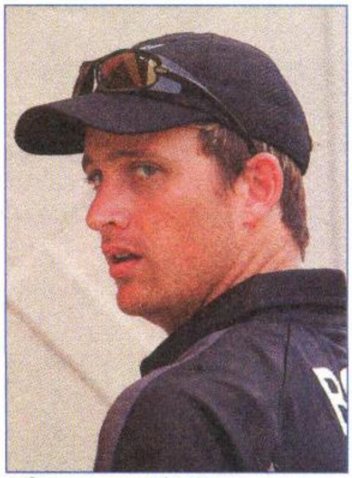
শেন বন্ড

বা পুরনো আদিল রাজারাই আয়ারল্যান্ডের ভরসা। অন্য দিকে ক্রেগ হোয়াইটের নেতৃত্বে মাঠে নামবে স্কটল্যান্ড। দলের গাভিন হ্যামিল্টন আর জন ব্লেইনের গত বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাকিরা প্রায় প্রত্যেকেই আনকোরা। বিশ্বকাপের জন্য এখনও দল নির্বাচনই হয়নি কানাডা-বারমুডার। ডিসেম্বরে কিনিয়া সফরে যাওয়া কানাডা দলে প্রায় ১২ জন এশিয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় ছিলেন। কোচ অ্যান্ডি পিক জানিয়েছেন, কিছু রদবদল হতে পারে সেই টিমে। তবে তাতে বিশেষ কিছু সুবিধে হবে, এ আশা নিশ্চয়ই কানাডার অতি বড় সমর্থকও করছেন না। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে বারমুডার ১৯ জনের দল এখন ত্রিনিদাদ এবং টোবাগোতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার গাস লোগি এই দলের কোচ। টিম বাছাই করতে লোগির সমস্যা অন্য জায়গায়। চোট-আঘাতে জর্জরিত বারমুডা বিশ্বকাপের দল নির্বাচনই পিছিয়ে দিয়েছে। তবে ব্যাটসম্যান আরভিং রোমেইনের অধিনায়ক হওয়া, উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ডিন মাইনরসের সহ-অধিনায়ক হওয়া প্রায় পাকা। বোলিং অ্যাকশন সংক্রান্ত বিতর্কের জেরে দলে ডাক পাচ্ছেন না হাসান ডারহামের মতো অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান স্পিনার। বারমুডাকে ভোগাতে পারে এই ব্যাপারটা।

সব শেষে আসা যাক কিনিয়ার কথায়, ম্যান্ডেলার দেশে ২০০৩ সালে চমকে দিয়েছিল তারা। জানুয়ারিতে নিজেদের দেশে স্কটল্যান্ড আর কানাডার বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে বেশ ভাল খেলে আই সি সি র‌্যাঙ্কিংয়ে সর্বশেষ স্থানে থাকা দেশটি প্রমাণ করেছে অন্যদের চেয়ে তারা কিছুটা হলেও এগিয়ে। চোট সারিয়ে বেশ কিছুদিন পরে দলে ফিরেছেন রবি শাহ। বিশ্বকাপে কিনিয়ার ভরসা হতে পারতেন যাঁরা, সেই কেনেডি ওটিয়েনো বা হিতেশ মোদির দলে থাকাই নিশ্চিত নয়। স্টিভ টিকলোর চওড়া ব্যাট ছাড়াও নতুনদের মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তন্ময় মিশ্রর দিকে থাকবে অনেকের নজর। তবে টনি সুজি, ডেভিড উবুয়া আর মরিস আইমার সাম্প্রতিক ফর্ম ভোগাতে পারে তাদের। অতিমানবিক কিছু পারফরম্যান্স না হলে কিনিয়ার এবার কিন্তু বেশি দূর এগোনো শক্ত।

অর্থাৎ, সামগ্রিক বিচারে দেখা যাচ্ছে, গত বিশ্বকাপগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়া মোট পাঁচটি দলের যে কারওর হাতেই বিশ্বকাপ ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। এদের কাছাকাছিই থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপে হঠাৎ করে মারকাটারি পারফরম্যান্স ছাড়া বাকিদের কাছে এবারও বিশ্বকাপ অধরা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ভারতবাসী হিসেবে আমরা অবশ্যই চাইব লর্ডসের ব্যালকনির দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হোক কেনসিংটন ওভালেও। কার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে 'জামাইকার ফেয়ার ওয়েল', জানতে অপেক্ষা করতে হবে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত।

# কুইজ়

অনেক মজার-মজার ঘটনায় ভরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর। এরকম বেশ কিছু মজাদার ঘটনা এই সংখ্যার কুইজ়ের বিষয়।

১ বলিউডের কোন সিনেমায় ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সমস্ত সদস্যকে অতিথিশিল্পীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল?

২ ১৯৭৯ সালের বিশ্বকাপে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ তিন দিন ধরে হয়েছিল। ১৬ জুন শনিবার খারাপ আবহাওয়ার জন্য দেরিতে খেলা শুরু হয়। শেষ না হওয়ায় বাকি খেলাটি হয় সোমবার। রবিবার খেলা হয়নি কেন?

৩ গত বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ের স্বৈরাচারী সরকারের শাসনের প্রতিবাদে জিম্বাবোয়ের দুই খেলোয়াড়, তাঁদের প্রথম ম্যাচে কালো রঙের আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামেন। তাঁদের নাম কী?

৪ ১৯৯৬ সালে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার প্রায় দু' সপ্তাহ পরে পাকিস্তান তাদের প্রথম ম্যাচ খেলে। কী কারণে?

৫ কেপলার ওয়েসেলস বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ১২টি ম্যাচ খেলেছেন, যার মধ্যে তিনটি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। বাকি ন'টি ম্যাচ তিনি কোন দেশের হয়ে খেলেন?

৬ বিশ্বকাপে প্রথম বাবা-ছেলের খেলার নজির কোনটি?

৭ ১৯৭৯ বিশ্বকাপে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন যিনি, পরবর্তীকালে এক সফল আম্পায়ার হয়েছিলেন তিনিই। কে?

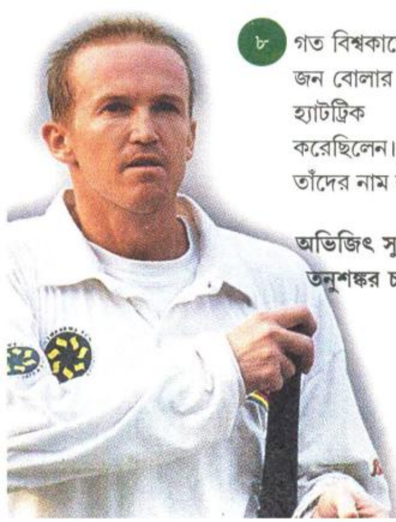

৮ গত বিশ্বকাপে দু' জন বোলার হ্যাটট্রিক করেছিলেন। তাঁদের নাম কী?

**অভিজিৎ সুকুল ও তনুশঙ্কর চক্রবর্তী**

## গত সংখ্যার উত্তর

১. প্রথম পাতাল রেল চালু হয়।
২. চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি।
৩. ব্লেইজ পাস্কাল।
৪.জেরক্স অলটো।
৫. প্রথম ভিডিও গেম।
৬. রেনহোল্ড মেসনার (ইতালি)।
৭. আনাউশে আনসারি।
৮. প্যারিস।

## জবাব চাই

১. দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আর কোন দু'টি দেশে ২০০৩ সালে বিশ্বকাপের খেলা হয়েছিল?
২. গত বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলায় ভারতের হয়ে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন কোন ফাস্ট বোলার?
৩. পাকিস্তানের কোন ক্রিকেটার ছ'টি বিশ্বকাপে খেলেছেন?

*(উত্তর আগামী সংখ্যায়)*

## গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. সুস্মিতা সেন। ২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. ডলি।

## সঠিক উত্তরদাতা

**অভ্র পাত্র,** হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, হুগলি; **অভিজিৎ সান্যাল,** দ্বাদশ শ্রেণি, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল, মুর্শিদাবাদ; **আত্রেয়ী সামন্ত,** চতুর্থ শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স প্রাইমারি স্কুল (আই ও সি ইউনিট), হলদিয়া পূর্ব মেদিনীপুর; **অরিন্দম সূত্রধর,** নবম শ্রেণি, বাগদহ উচ্চতর বিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা; **স্নেহাশিস সিংহ, শুভদীপ দুয়া, দেবনীল সরকার, শঙ্খদীপ সাহা, সৌরভ সরদার ও চন্দ্রচূড় পাল,** পঞ্চম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **রোমি মণ্ডল,** পঞ্চম শ্রেণি, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা; **সুদীপ্ত সামন্ত,** পঞ্চম শ্রেণি, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা; **সৌম্যদীপ্ত দাস,** নবম শ্রেণি, ভাগলদিঘি হাই স্কুল, বীরভূম; **সন্দীপন লাটু,** নবম শ্রেণি, বজবজ পি কে হাই স্কুল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা; **রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়,** অষ্টম শ্রেণি, **পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়,** দশম শ্রেণি, অষ্টম শ্রেণি, রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম; **নীলাক্ষী মাইতি,** রাজকুমারী সান্ত্বনাময়ী বালিকা বিদ্যালয়, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর; **তনুশ্রী দে সরকার,** নবম শ্রেণি, **নন্দিনী সাহা,** ষষ্ঠ শ্রেণি, সুনীতি অ্যাকাডেমি, কোচবিহার; **কুন্তল লাহিড়ী,** ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **রমিত দত্ত, অর্ণব দাস, দীপন দাস, শুভ্রনীল নন্দী, সায়ন মল্লিক, শাশ্বত মণ্ডল, সন্দীপন মাঝি,** ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **রাজসী সামন্ত,** একাদশ শ্রেণি, বাগনান আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া; **শুভজ্যোতি মুখার্জি, অর্ণব পাত্র, বিকিরণ সেন, অনুভব রায়, সৌরভ মণ্ডল, সুতনু সরদার,** পঞ্চম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **কৌস্তভ নন্দী, শুভেচ্ছা বৈদ্য, প্রাণেশচন্দ্র মাহাতো, সাগ্নিকদীপ্ত পাঁজা, আকাশ নাথ, সন্দীপ টুডু, অম্বর ঘোষ, মঞ্জিল মণ্ডল, দেবজিৎ দত্ত, সৌম্যজিৎ ভট্টাচার্য, শিলাদিত্য চন্দ্র, অর্ণব মাহাতো, সুময় ঘোষ, তারাশঙ্কর মাজি, শুভ্রজ্যোতি চৌধুরী, অংশু রায়,** ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

# বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০০৭ সম্পূর্ণ ক্রীড়াসূচি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: রবিবার ১১ মার্চ

| গ্রুপ এ | গ্রুপ বি | গ্রুপ সি | গ্রুপ ডি |
|---|---|---|---|
| ১. অস্ট্রেলিয়া | ১. শ্রীলঙ্কা | ১. নিউজিল্যান্ড | ১. পাকিস্তান |
| ২. দক্ষিণ আফ্রিকা | ২. ভারত | ২. ইংল্যান্ড | ২. ওয়েস্ট ইন্ডিজ় |
| ৩. স্কটল্যান্ড | ৩. বাংলাদেশ | ৩. কিনিয়া | ৩. জ়িম্বাবোয়ে |
| ৪. দ্য নেদারল্যান্ডস | ৪. বারমুডা | ৪. কানাডা | ৪. আয়ারল্যান্ড |

গ্রুপ স্টেজ

| দিন | গ্রুপ এ | গ্রুপ বি | গ্রুপ সি | গ্রুপ ডি |
|---|---|---|---|---|
| | সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস | ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো | সেন্ট লুইস | জামাইকা |
| মঙ্গল ১৩ মার্চ | বিশ্রাম | বিশ্রাম | বিশ্রাম | ওয়েস্ট ইন্ডিজ় বনাম পাকিস্তান |
| বুধ ১৪ মার্চ | অস্ট্রেলিয়া বনাম স্কটল্যান্ড | বিশ্রাম | কিনিয়া বনাম কানাডা | বিশ্রাম |
| বৃহঃ ১৫ মার্চ | বিশ্রাম | শ্রীলঙ্কা বনাম বারমুডা | বিশ্রাম | জ়িম্বাবোয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড |
| শুক্র ১৬ মার্চ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম দ্য নেদারল্যান্ডস | বিশ্রাম | ইংল্যান্ড বনাম নিউজ়িল্যান্ড | বিশ্রাম |
| শনি ১৭ মার্চ | বিশ্রাম | ভারত বনাম বাংলাদেশ | বিশ্রাম | আয়ারল্যান্ড বনাম পাকিস্তান |
| রবি ১৮ মার্চ | অস্ট্রেলিয়া বনাম দ্য নেদারল্যান্ডস | বিশ্রাম | ইংল্যান্ড বনাম কানাডা | বিশ্রাম |
| সোম ১৯ মার্চ | বিশ্রাম | ভারত বনাম বারমুডা | বিশ্রাম | ওয়েস্ট ইন্ডিজ় বনাম জ়িম্বাবোয়ে |
| মঙ্গল ২০ মার্চ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম স্কটল্যান্ড | বিশ্রাম | নিউজ়িল্যান্ড বনাম কিনিয়া | বিশ্রাম |
| বুধ ২১ মার্চ | বিশ্রাম | শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ | বিশ্রাম | জ়িম্বাবোয়ে বনাম পাকিস্তান |
| বৃহঃ ২২ মার্চ | স্কটল্যান্ড বনাম দ্য নেদারল্যান্ডস | বিশ্রাম | নিউজ়িল্যান্ড বনাম কানাডা | বিশ্রাম |
| শুক্র ২৩ মার্চ | বিশ্রাম | ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা | বিশ্রাম | ওয়েস্ট ইন্ডিজ় বনাম আয়ারল্যান্ড |
| শনি ২৪ মার্চ | অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | বিশ্রাম | ইংল্যান্ড বনাম কিনিয়া | বিশ্রাম |
| রবি ২৫ মার্চ | বিশ্রাম | বারমুডা বনাম বাংলাদেশ | বিশ্রাম | বিশ্রাম |

সেকেন্ড স্টেজ: সুপার এইট

| দিন | অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা | গ্রেনাডা | গায়ানা | বার্বাডোজ় |
|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল ২৭ মার্চ | গ্রুপ ডি-র ২য় বনাম গ্রুপ এ-র ১ম | | | |
| বুধ ২৮ মার্চ | | | গ্রুপ এ-র ২য় বনাম গ্রুপ বি-র ১ম | |
| বৃহঃ ২৯ মার্চ | গ্রুপ ডি-র ২য় বনাম গ্রুপ সি-র ১ম | | | |
| শুক্র ৩০ মার্চ | | | গ্রুপ ডি-র ১ম বনাম গ্রুপ সি-র ২য় | |
| শনি ৩১ মার্চ | গ্রুপ এ-র ১ম বনাম গ্রুপ বি-র ২য় | | | |
| রবি ১ এপ্রিল | | | গ্রুপ ডি-র ২য় বনাম গ্রুপ বি-র ১ম | |
| সোম ২ এপ্রিল | গ্রুপ বি-র ২য় বনাম গ্রুপ সি-র ১ম | | | |
| মঙ্গল ৩ এপ্রিল | | | গ্রুপ ডি-র ১ম বনাম গ্রুপ এ-র ২য় | |
| বুধ ৪ এপ্রিল | গ্রুপ সি-র ২য় বনাম গ্রুপ বি-র ১ম | | | |
| শনি ৭ এপ্রিল | | | গ্রুপ বি-র ২য় বনাম গ্রুপ এ-র ২য় | |
| রবি ৮ এপ্রিল | গ্রুপ এ-র ১ম বনাম গ্রুপ সি-র ২য় | | | |
| সোম ৯ এপ্রিল | | | গ্রুপ ডি-র ২য় বনাম গ্রুপ সি-র ১ম | |
| মঙ্গল ১০ এপ্রিল | | গ্রুপ ডি-র ২য় বনাম গ্রুপ এ-র ২য় | | |
| বুধ ১১ এপ্রিল | | | | গ্রুপ সি-র ২য় বনাম গ্রুপ বি-র ২য় |
| বৃহঃ ১২ এপ্রিল | | গ্রুপ বি-র ১ম বনাম গ্রুপ সি-র ১ম | | |
| শুক্র ১৩ এপ্রিল | | | | গ্রুপ এ-র ১ম বনাম গ্রুপ ডি-র ১ম |
| শনি ১৪ এপ্রিল | | গ্রুপ এ-র ২য় বনাম গ্রুপ সি-র ১ম | | |
| রবি ১৫ এপ্রিল | | | | গ্রুপ বি-র ২য় বনাম গ্রুপ ডি-র ১ম |
| সোম ১৬ এপ্রিল | | গ্রুপ এ-র ১ম বনাম গ্রুপ বি-র ১ম | | |
| মঙ্গল ১৭ এপ্রিল | | | | গ্রুপ এ-র ২য় বনাম গ্রুপ সি-র ২য় |
| বুধ ১৮ এপ্রিল | | গ্রুপ ডি-র ১ম বনাম গ্রুপ বি-র ১ম | | |
| বৃহঃ ১৯ এপ্রিল | | | | গ্রুপ ডি-র ২য় বনাম গ্রুপ বি-র ২য় |
| শুক্র ২০ এপ্রিল | | গ্রুপ এ-র ১ম বনাম গ্রুপ সি-র ১ম | | |
| শনি ২১ এপ্রিল | | | | গ্রুপ ডি-র ২য় বনাম গ্রুপ সি-র ২য় |

## সেমিফাইনাল রাউন্ড

| | |
|---|---|
| মঙ্গল ২৪এপ্রিল (প্রথম সেমিফাইনাল, জামাইকা) দ্বিতীয় বনাম তৃতীয় | বুধ ২৫এপ্রিল (দ্বিতীয় সেমিফাইনাল, সেন্ট লুইস) প্রথম বনাম চতুর্থ |

## ফাইনাল

শনি ২৮ এপ্রিল (বার্বাডোজ়) ফাইনাল

Swirl
Sundancer
Spark
Blaze
Octane
Cyclone
WAGON
Rotor BMX
Street Racer
Miss India
Ruby
এসে গেল
HERO
OTB
বেরিয়ে আসুন বদ্ধ অবস্থা থেকে

HERO CYCLES
10 Crore Cycles | Glorious Years

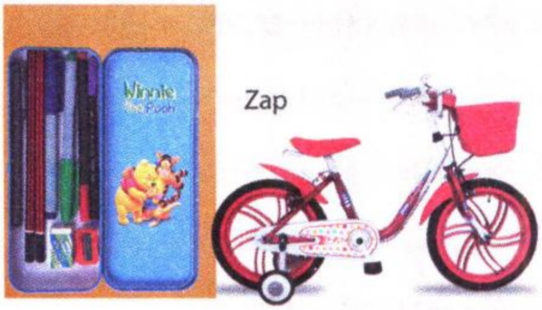

চান বা না চান, জীবন এক বাক্স থেকে অন্য বাক্সের আশে পাশেই ঘুরতে থাকে। আপনি আপনার জীবন কে এমনই কোন বাক্সে বন্দী করে রেখে দিতে পারেন অথবা মেয়েদের, ছেলেদের এবং বাচ্চাদের জন্যে তৈরী হীরো-র নতুন ও টি বি (OTB) সাইকেলের রেঞ্জ থেকে উপভোগ করতে পারেন জীবনের ভরপুর আনন্দ কে। তাহলে, তৈরী হয়ে যান, হাজার হোক - এ তো আপনারই ব্যাপার।

# বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ১৬টি বাহিনী

**গ্রুপ এ: অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্কটল্যান্ড, দ্য নেদারল্যান্ডস**

অস্ট্রেলিয়া

বর্তমানে সবচেয়ে ধারাবাহিক ও শক্তিশালী ক্রিকেট দল এবং একইসঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ হল অস্ট্রেলিয়া। প্রায় ১৩০ বছর আগে ১৮৭৭ সালে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া এবং এখনও পর্যন্ত ৬৮২টি টেস্ট ম্যাচ ও ৬২৫টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে এই দল। অস্ট্রেলিয়া দলের পারফরম্যান্স চিরকালই লক্ষ করার মতো। টেস্ট কিংবা একদিনের ক্রিকেট, দু' ধরনের খেলাতেই অস্ট্রেলিয়া এখন র‍্যাঙ্কিংয়ে সবার প্রথমে। এই কিছুদিন আগেই তারা অ্যাসেজ সিরিজে ইংল্যান্ডকে ৫-০ তে হারিয়ে বিশ্বরেকর্ড করল। একই সঙ্গে বিশ্বের সেরা লেগস্পিনার শেন ওয়ার্ন ও সেরা ফাস্ট বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রা এই বিশ্বকাপের আগেই অবসর ঘোষণা করেছেন। শেন ওয়ার্ন অনেকদিন আগেই একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন, কিন্তু ম্যাকগ্রার অবসরের ঘটনার প্রভাব অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্সে দেখা যেতে পারে। যদিও অস্ট্রেলিয়ান দলের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল, তাদের রিজার্ভ বেঞ্চ।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্বকাপেই তারা ফাইনালে খেললেও, রানার্স আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পরের বিশ্বকাপে (১৯৭৯) গ্রুপ এ-তে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায়। ১৯৮৩ সালে গ্রু বি-তে ভারতের কাছে হেরে যায়। অর্থাৎ বিশ্বকাপ জেতার জন্য তাদের ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এর পরে তারা ১৯৯২ সালে আবার পাকিস্তানের কাছে হেরে গিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায়। ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠলেও, শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যায়। কিন্তু পরের দুই বিশ্বকাপে, অর্থাৎ ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালে পরপর দু' বার বিশ্বকাপ জেতে তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজও পরপর দু' বার বিশ্বকাপ জিতেছিল। তাদের রেকর্ড ভেঙে ফেলার সুযোগ রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার।

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

**রিকি পন্টিং** (ব্যাটসম্যান)

বিশ্বকাপে তিনি ২৭টি ম্যাচ খেলে রান করেছেন ৯৯৮। যার মধ্যে

শতরান করেছেন তিনটি এবং অর্ধ শতরান দু'টি। তাঁর ম্যাচ প্রতি গড় প্রায় ৪২ এবং একটি ম্যাচে সর্বাধিক রান হল ১৪০। ২৬৩ টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে রান করেছেন ৯,৫০৩, যার মধ্যে শতরান আছে ২০টি এবং অর্ধশতরান আছে ৫৬টি এবং তাঁর একটি ম্যাচে সর্বাধিক রান হল ১৬৪। তাঁর ম্যাচ প্রতি রানের গড় হল প্রায় ৪২। এমনকী তিনি একদিনের ক্রিকেটে হাত ঘুরিয়ে তিনটি উইকেটও পেয়েছেন। সম্প্রতি তিনি দুর্দান্ত ফর্মে আছেন। একদিনের আন্তর্জাতিক বা টেস্ট ম্যাচ, দু' ধরনের খেলাতেই তিনি জীবনের সবচেয়ে ভাল ফর্মে আছেন। অতএব এবারের বিশ্বকাপও যে তাঁর হাতে দেখা যাবে না, এ কথা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না।

**অ্যাডাম গিলক্রিস্ট** (ব্যাটসম্যান/উইকেটরক্ষক)

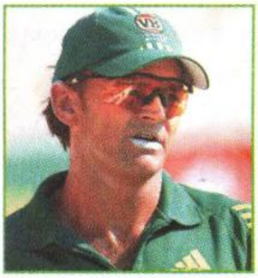

২০০৩ বিশ্বকাপে তার পারফরম্যান্স ছিল উল্লেখযোগ্য। মাত্র ১০টি ম্যাচ খেলে তিনি ৪০৮ রান করেন। ম্যাচপ্রতি গড় ছিল প্রায় ৪১। বিশ্বের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানদের মধ্যে গিলক্রিস্টকে অনায়াসেই অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। একদিনের ক্রিকেটে তিনিই বিশ্বের সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও উইকেট কিপার। শুরুতে তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিং যে-কোনও শক্তিশালী দলের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে। অতএব এবারের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার সেরা 'বাজি' অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

**নাথান ব্র্যাকেন** (বোলার)

ব্রেট লি ও গ্লেন ম্যাকগ্রার অনুপস্থিতিতে মাঝেমধ্যেই তাঁকে দেখা যেত, কিন্তু খুব একটা নিয়মিত নন দলে। কিন্তু মাত্র ৩৪টি ম্যাচে ৭১ উইকেট নিয়ে তিনি এর মধ্যেই সাড়া জাগিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট উইকেটে বাঁ-হাতি এই বোলার বিপক্ষ টিমের জন্য ত্রাস হয়ে উঠতে পারেন।

**স্টুয়ার্ট ম্যাকগিল** (বোলার)

কোনওদিনই অস্ট্রেলিয়ান দলে নিয়মিত ছিলেন না। কিন্তু শেন ওয়ার্নের অবসরের ঘটনা তাঁকে বিশ্বকাপে দুর্দান্ত একটা সুযোগ করে দিয়েছে। অদ্ভুত অ্যাকশনের এই লেগস্পিনারের বল ওয়েস্ট ইন্ডিজেও কাজে লাগতে পারে।

## দক্ষিণ আফ্রিকা

সম্প্রতি বিশেষ কোনও কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও, দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল'-এর র‍্যাঙ্কিংয়ে দু' নম্বরে। এই দলটির ক্ষমতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু 'এলাম, দেখলাম এবং জয় করলাম'-এর চমকটা দক্ষিণ আফ্রিকা দলের নেই! সবক'টি টুর্নামেন্টেই এই টিম বেশ অনেক দূর উঠে শেষমেশ হেরে যায়। '২০০৬ আই সি সি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফিতে'ও দিব্যি খেলে সেমি ফাইনাল পর্যন্ত উঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে গেল। তবে বিশ্বকাপে কোনও দলই হাল্কাভাবে নিতে পারবে না দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে এখনও অধরা। যথেষ্ট ভাল পারফর্ম করে থাকলেও, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। ১৯৯২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম বিশ্বকাপ খেলে। আবার ১৯৯৬ সালেই তারা অনুপস্থিত! ১৯৯৯-এর বিশ্বকাপে তারা সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল এবং ২০০৩-এ বিশ্বকাপের 'হোস্ট নেশন' হলেও ফার্স্ট রাউন্ডও টপকাতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা! দেখা যাক এই বিশ্বকাপে তারা কতটা এগোতে পারে!

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

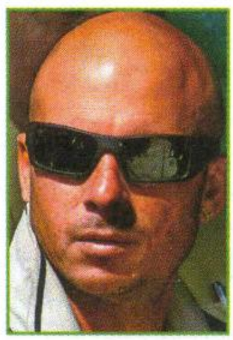

**হার্শেল গিব্‌স** (ব্যাটসম্যান)

অ্যাটাকিং ব্যাটসম্যান হিসেবে এঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। গত বছর জোহানেসবার্গে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গিব্‌সের ১১১ বলে ১৭৫ রানের দুরন্ত ইনিংসই তার প্রমাণ! তার উপরে ফিল্ডিংয়েও গিব্‌স অসাধারণ। এই বিশ্বকাপেও সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন তিনি। ১৯৪ ম্যাচে ৬,৩৪২ রান; ১৬টি সেঞ্চুরি এবং ২৭টি হাফ-সেঞ্চুরি। অর্ধেকের উপর রানই চার (৭৩৪টি) এবং ছক্কা (৮৮টি) হাঁকিয়ে। মারকুটে ব্যাটসম্যান কথাটি যে গিবসের ক্ষেত্রে একদম ঠিকঠাক খাটে, তার অন্যতম প্রমাণ এই স্ট্যাটিসটিক্স! হার্শেল গিব্‌স অল টাইম ফেভারিট খেলোয়াড়। তাই ২০০৭-এর বিশ্বকাপেও তাঁর দিকে নজর থাকবে।

**জ্যাক কালিস** (অলরাউন্ডার)

এই অলরাউন্ডার একাই একটা খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। ১৪টি সেঞ্চুরি এবং ৫৭টি হাফ-সেঞ্চুরির অধিকারী কালিস এবারের বিশ্বকাপেও দক্ষিণ আফ্রিকার বড় ভরসা। ২৪২টি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৮,৩২৭ রান। কালিসের সর্বোচ্চ রান ১৩৯।

শুধু ব্যাটিংয়ে নয়, পারফেক্ট অলরাউন্ডারের মতোই কালিসের বোলিং পারফরম্যান্সও বেশ ভাল! তিনি একদিনের ক্রিকেটে ২১৮টি উইকেট পেয়েছেন এবং বেস্ট বোলিং: ৫/৩০। ফিল্ডিংয়েও কালিস বেশ দড়, তাঁর হাতে ক্যাচ দিয়ে মাঠ ছেড়েছেন, এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা বড় কম নয়! ২০০৬-এ টেস্টে সেঞ্চুরি, দু'টি ম্যাচে অধিনায়কত্ব জ্যাক কালিসকে বেশ এগিয়ে রেখেছে। সুতরাং বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বড় ভরসা তিনি।

**শন পোলক** (বোলার)

সম্প্রতি এই বোলার দু'-দু'টি পুরস্কার পেয়েছেন — দক্ষিণ আফ্রিকার 'প্লেয়ার্স প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড' এবং 'ও ডি আই প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড'। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সেরা বোলারদের তালিকায় পোলকের নাম ১২ নম্বরে। বিশ্বকাপে নজর কাড়ার লিস্টেও তাঁর নাম বেশ উপরের দিকেই থাকবে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী পোলক ২৬৯টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। মূলত বোলার হলেও রানসংখ্যা নেহাত কম নয়, ২,৯৩৫। ১১টি অর্ধ-শতরানও আছে তাঁর। পোলকের ঝুলিতে একদিনের ম্যাচে উইকেটসংখ্যা আপাতত ৩৬৪। বেস্ট বোলিং: ৬/৩৫। শন পোলকের কাছে বোলার হিসেবে প্রত্যাশা অনেক। তাই এই ৩৪ বছর বয়সেও বিশ্বকাপে কাঁপিয়ে দিতে পারেন তিনি।

## স্কটল্যান্ড

ডগলাস জার্ডিনের নাম কে না শুনেছে! বিখ্যাত (অনেকে অবশ্য বলেন 'কুখ্যাত') বডিলাইন সিরিজের যুগে ইংল্যান্ড দলের এই খেলোয়াড় আদতে স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা ছিলেন। ইংল্যান্ডের এক সময়ের অধিনায়ক মাইক ডেনেসও স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন। এরকম আরও অনেকে স্কটল্যান্ডের খেলোয়াড়, ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে খেলেছেন। ২০০৬ সালে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স আপ হয় স্কটল্যান্ড। ২০০৫ সালে আই সি সি ট্রোফিও জেতে তারা। ২০০৬-এ স্কটল্যান্ড সফরে যায় পাকিস্তান। পাকিস্তানের সঙ্গেও বেশ কয়েকটি একদিনের ম্যাচ খেলে তারা, একটি ম্যাচে তো প্রায় পাকিস্তান হারতে-হারতে জিতে যায়। স্কটল্যান্ডের করা ৫০ ওভারে ২০৩ রান তাড়া করতে গিয়ে একসময় পাকিস্তান মাত্র ৯৩ রানের মধ্যে পাঁচটি উইকেট খুইয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মহম্মদ ইউসুফ এবং আবদুল রজ্জাক ম্যাচ বের করেন।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

এখনও পর্যন্ত মাত্র একবারই বিশ্বকাপের মাঠে নামার সুযোগ হয়েছিল স্কটল্যান্ডের ক্রিকেটারদের। ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপে গ্রুপ বি-তে ছিল স্কটল্যান্ড। গ্রুপ লিগের পাঁচটি ম্যাচের সবক'টিতে হেরে 'সুপার হেরো' তকমা নিয়েই ফিরতে হয়েছিল তাদের।

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

**রায়ান ওয়াটসন** (ব্যাটসম্যান)

স্কটিশ সাইডের সেরা ব্যাটসম্যান বললে ভুল বলা হবে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে তাঁর করা ৮০ রানের ঝোড়ো ইনিংসটি অনবদ্য। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট এবং তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁর ব্যাটিং গড় যথাক্রমে ৪৫.৬৬ এবং ৪৭।

**দুজেই ব্রাউন** (অলরাউন্ডার)

নিঃসন্দেহে দলের সেরা অলরাউন্ডার। ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে একসময় খেলেছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ৮,৫০০ রান এবং ৫৬০টি উইকেট। বিশ্বকাপে এঁর উপর ভরসা করা ছাড়া স্কটল্যান্ডের আর কোনও উপায় দেখা যাচ্ছে না।

**পল হফম্যান** (বোলার)

পাকিস্তানকে প্রায় একাই হারিয়ে দিচ্ছিলেন! ১০ ওভারে ২২ রান দিয়ে ৩টি উইকেট পেয়ে পাক ক্রিকেটারদের ত্রাস হয়ে ওঠেন হফম্যান। স্বাভাবিকভাবেই স্কটল্যান্ডবাসী এঁর পারফরম্যান্স দেখার জন্য অপেক্ষা করবেন অধীর আগ্রহে।

## দ্য নেদারল্যান্ডস

বিশ্বকাপের আসরে দ্য নেদারল্যান্ডস একেবারে আনকোরা নয়। বিশ্বকাপের বাইরে এই দলকে খুব বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে দেখা যায়নি। তবে সম্ভাবনাময় দল হিসেবে দ্য নেদারল্যান্ডসের নাম তালিকার প্রথম দিকেই থাকবে।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

এর মধ্যে মাত্র দু'টি বিশ্বকাপ খেলেছে এই দেশ, ১৯৯৬ এবং ২০০৩-এ। ১৯৯৬-এ দ্য নেদারল্যান্ডস হেরে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে এবং ২০০৩-এ হেরে গিয়েছিল জিম্বাবোয়ের কাছে।

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

গত দু'টি বিশ্বকাপের বেশ কিছু তারকা এবারের বিশ্বকাপেও খেলছেন। তবে নতুন খেলোয়াড়ও আছেন প্রচুর। যেহেতু খুব বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ এই দেশ খেলেনি, তাই কারা এবার নজর কাড়বেন, তা এখনই বলা মুশকিল!

## গ্রুপ বি: ভারত, বারমুডা, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা

ভারত

২০০৬ সালে দু'টো বিদেশ সফরে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। প্রথম সফরে জুন-জুলাই মাসে এবারের বিশ্বকাপের দেশে, মানে ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবং অগস্ট মাসে প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কায়। প্রথম সফরের ফলাফল ভারতভক্তদের প্রত্যাশার বেলুন চুপসে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট! একদিনের সিরিজে দুর্বল, প্রায় নতুনদের নিয়ে তৈরি বিপক্ষকে পেয়েও পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে চারটিতেই হারে ভারতীয়রা। টেস্ট সিরিজ ১-০ ফলে জিতলেও, একদিনের সিরিজ খোয়ানোর ব্যথায় তা একটুও মলম লাগাতে পারেনি। অন্যদিকে বোমা বিস্ফোরণ এবং খারাপ আবহাওয়ার জেরে শ্রীলঙ্কার সিরিজ তো বাতিলই হয়ে যায়। এ বছরের গোড়ার দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও ভারতীয় দল মোটেও ভাল খেলতে পারেনি। টপ অর্ডারের ব্যাটসম্যানরা প্রায় কেউই নিজেদের ভাল ফর্মে ছিলেন না। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভাল, আই সি সি ক্রিকেট র‍্যাঙ্কিংয়ে একদিনের আন্তর্জাতিকে ভারতীয় দলের বর্তমান র‍্যাঙ্ক পাঁচ।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারত বিশ্বকাপ জেতে ১৯৮৩ সালে।প্রায় নতুনদের নিয়ে তৈরি ২০০৩ সালের ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড যে অনেক দূর যাবে, এমনটা অনেক ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীই টুর্নামেন্টের শুরুতে ভাবেননি। কিন্তু আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে টুর্নামেন্টের ফাইনালে যায় ভারত। যদিও ফাইনালে প্রায় বিনা লড়াইয়ে টিম ইন্ডিয়া আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল অজিদের কাছে।

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

**সচিন তেন্ডুলকর** (ব্যাটসম্যান)

গত বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান করেছিলেন সচিন। ১১টি ম্যাচে ৬৭৩ রান (ছ'টি অর্ধশতরান এবং একটি শতরান সহ) করেছিলেন তিনি। এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ছিল ১৫২, নামিবিয়ার বিরুদ্ধে। গড় ছিল ৬১.১৮। স্ট্রাইক রেট ৮৯.২৬।

যতদিন খেলবেন, ততদিন পর্যন্ত সচিন তেন্ডুলকরের কাছে ম্যাচ জেতানো ইনিংসই চাইবেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। ২০০৭-এর পরের বিশ্বকাপের সময় সচিন হয়তো অবসর নিয়েই নেবেন। সুতরাং তার আগে একবার চ্যাম্পিয়ন টিমের সদস্য হওয়ার সুযোগ নিশ্চয়ই পেতে চাইবেন মাস্টার ব্লাস্টার। একথা ঠিক যে, সচিন আর পুরনো দিনের মতো ভয়ানক হতে পারেন না। তাঁর খেলার ধরনও এখন অনেকটাই অন্যরকম। কিন্তু ব্যাট হাতে তিনি নামছেন, এটা দেখলেই যে বিপক্ষের বোলারদের বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে যায়, সেকথাও স্বীকার করতে হবে! সচিন থাকা মানেই অন্য ব্যাটসম্যানরা চাপমুক্ত হয়ে খেলেন, তা-ও ঠিক।

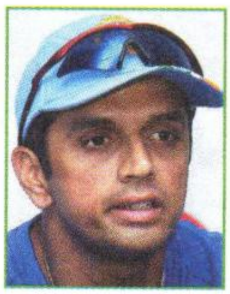

**রাহুল দ্রাবিড়** (ব্যাটসম্যান)

দক্ষিণ আফ্রিকায় গতবার ১১ ম্যাচের ১০টি ইনিংস খেলেছিলেন দ্রাবিড়। এর মধ্যে নিজের সুনাম বজায় রেখে পাঁচটায় নট আউটও ছিলেন তখনকার সহ-অধিনায়ক। ১০টি ইনিংসে মোট সংগ্রহ ছিল ৩১৮ রান। সর্বোচ্চ রান ৬২, গড় ৬৩.৬০ এবং স্ট্রাইক রেট ছিল ৬৪.১১। একে তো রাহুল অধিনায়ক, দল পরিচালনার গুরুদায়িত্ব তাঁরই কাঁধে। তার উপর বিশ্বকাপে ভাল ফল করতে গেলে বড় রান চাই তাঁর ব্যাট থেকেও। ইদানীং অধিনায়কের ফর্ম খুব একটা ভাল নেই। তবুও বিশ্বকাপে তিনি জ্বলে উঠে বিপক্ষকেও জ্বালাবেন, এমনটাই চাই আমরা।

# বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০০৭

**সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়** (ব্যাটসম্যান)

দাদা দলে ফিরেছেন। ফিরেই ভাইদের নিয়ে বিপক্ষ টিমকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছেন। হ্যাঁ বেশ অন্যায় ভাবেই তাঁকে বাদ দিয়েছিলেন নির্বাচকরা। আন্তর্জাতিক একদিনের ও টেস্ট ম্যাচ যাঁর ১৫ হাজারেরও বেশি রান, তাঁকে ছাড়া বিশ্বকাপ অসম্ভব। দাদার অভিজ্ঞতা ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারতকে একটা ভাল জায়গা করে দেবে বলেই মনে হয়।

**মহেন্দ্র সিংহ ধোনি** (উইকেটকিপার/ব্যাটসম্যান)

অজিদের গিলক্রিস্ট আছে, দক্ষিণ আফ্রিকানদের বাউচার আছে আর আমাদের কোনও চালিয়ে খেলার মতো উইকেটকিপার নেই — এই দুঃখে ফুলস্টপ দিয়ে দিয়েছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। অনেক দিন পরে এমন একজন উইকেটকিপার পেয়েছে ভারত, যিনি কিপিং এবং ব্যাটিং, দু'টো কাজই সমানতালে করতে পারেন। বিশ্বকাপেও ধোনি-ধুন্ধুমার বজায় থাকলে, কাপ এবার ঘরে আসতেও পারে।

**শ্রীশান্ত** (বোলার)

ইরফান পাঠান বা জাহির খান নন, চ্যাপেলের প্রিয়পাত্র শ্রীশান্তের উপরই বিপক্ষের বাঘা-বাঘা ব্যাট্‌সম্যানদের আউট করার ভার থাকবে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যথেষ্ট ভাল বোলিং করেছেন শ্রীশান্ত। তার উপর এবারের বিশ্বকাপে বিপক্ষের অনেকেই প্রথমবারের জন্য তাঁর মুখোমুখি হবেন। শ্রীশান্তও নিশ্চয়ই মুখিয়ে থাকবেন জীবনের প্রথম বিশ্বকাপে ভাল কিছু করে দেখাতে।

## বারমুডা

বারমুডা দেশটির জাতীয় খেলা ক্রিকেট। ১৯৬৬ সাল থেকেই বারমুডা আই সি সি-র অ্যাসোসিয়েট মেম্বার। গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকে দলটি আন্তর্জাতিক স্তরে একদিনের ম্যাচ খেলার স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এবারের বিশ্বকাপে ১৫ মার্চ শ্রীলঙ্কার সঙ্গেই এই দেশকে প্রথম খেলতে দেখা যাবে। বারমুডা দলে দেখা যাবে ক্লে জেমস স্মিথ (ক্যাপটেন), জেনেরিও টাকার, ও এল পিচার, ডি সি বর্ডেন, এস মুকুন্দেম, আ এইচ রোমানি, সি আর ফোগো, এ বি স্টিড, ডি এ মাইনরস, এল ও ক্যান, ডি এম লিভারক, আর ডি স্টিড, জর্জ ওব্রায়েন, স্টিফেন আউটব্রিজ, রডনি ট্রট।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

এই বছরই প্রথম বিশ্বকাপে খেলবে বারমুডা।

## এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

ক্রিকেট দুনিয়ায় বারমুডা একেবারে নতুন বলে এখনই এই দলের কোন খেলোয়াড় নজর কাড়বেন, তা বলা যাচ্ছে না। এটা জানার জন্য আর-একটু অপেক্ষা তো করতেই হবে!

## বাংলাদেশ

একেবারে হতাশাব্যঞ্জক নয়। বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নিতে দলের সবাই আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছেন। গত দু' বছরে দলের পারফরম্যান্সে যে অনেকটাই পেশাদারিত্ব এসেছে, তা স্বীকার করছেন দুনিয়ার তাবৎ ক্রিকেটবোদ্ধারা। কোচ ডেভ হোয়াটমোরের কৃতিত্ব যে এক্ষেত্রে ষোলো আনা!

২০০৬ ভালভাবেই শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে ক্রিকেট দলের। বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে একদিনের সিরিজে হোয়াটমোরের ছেলেদের প্রদর্শন 'সুপার্ব' বলতে অসুবিধে নেই। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচের প্রথম জয়ও আসে এই মরশুমেই। এই মরশুমে কিনিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামে বাংলাদেশ। চার ম্যাচের সিরিজের সবক'টিতেই জয়ী হয় বাংলাদেশ। কিনিয়াকে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রাখতেন যেসব ক্রিকেটীয় পণ্ডিত, তাঁরা অবশ্য কিনিয়া সিরিজের পর থেকেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। জুলাই মাসে জিম্বাবোয়ে সফর শেষে শূন্য হাতে ফিরতে হয় বাংলাদেশকে। ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে প্রথম টেস্ট জয়ের মুখ দ্যাখে বাংলাদেশ। এর আগে টানা ৩৪টি টেস্ট খেলেও একটিতে জিততে পারেনি বাংলাদেশ। সেই সফরে প্রথম একদিনের সিরিজেও জয় আদায় করে বাংলাদেশ। ২০০৫ সালেই একদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারায় বাংলাদেশে, তারিখটা ছিল ১৮ জুন ২০০৫।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

বিশ্বকাপে খেলার প্রথম সুযোগ আসে ১৯৯৯-এ। ১৯৭৯-১৯৯৬, এই সময়ে কোনও বারই টুর্নামেন্টের জন্য কোয়ালিফাই করতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথম বিশ্বকাপ অর্থাৎ, ১৯৭৫ সালে অবশ্য বাংলাদেশ আই সি সি-র সদস্যই ছিল না। ১৯৯৭ সালে আই সি সি ট্রোফি জেতে তারা। এরপর ১৯৯৯ সালে প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ হয়। ১৯৯৯-এর বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে লিগ ম্যাচে হারিয়ে ক্রিকেটমহলে হইচই ফেলে দেন ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-পাবনার তারকারা। এ ছাড়া স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধেও একটি ম্যাচে জয়ী হয় বাংলাদেশ। ২০০৩-এর বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা অবশ্য মোটেও সুখকর ছিল না। গ্রুপ লিগের সবক'টি ম্যাচে হেরে সেবারের মতো বিশ্বকাপের আসর থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। উজ্জ্বল আশার আলো না দেখলেও বিশেষজ্ঞরা দলের অনুশীলন এবং নিষ্ঠার তারিফ না করে পারছেন না।

দলে ওয়াসিম আক্রম বা সচিন তেন্ডুলকরের মতো দু'-একজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন অনেকেই। কোচ হোয়াটমোরের গাইডেন্স বাংলাদেশ কীভাবে কাজে লাগায়, এটাই এখন দেখার।

## এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

**খালেদ মামুদ** (অলরাউন্ডার)

অভিজ্ঞ মামুদের কথা বলতেই হচ্ছে। দলের মধ্যে বেস্ট অলরাউন্ডারের তকমা আদায় করে নিয়েছেন অনেক আগেই। তবে ধারাবাহিকতা রাখতে পারছেন না, এ কথা বলছেন সমালোচকরা। ১২টি টেস্ট এবং ৭৭টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন মামুদ।

**মাসার্ফে মোর্তাজা** (বোলার)

দলের নির্ভরযোগ্য এবং সেরা ফাস্ট বোলার। ২০টি টেস্ট এবং ৪১টি একদিনের ম্যাচ মিলিয়ে তাঁর পাওয়া উইকেটের সংখ্যা একশো ছাড়িয়েছে। ব্যাট হাতেও সফল মোর্তাজা, বিশেষ করে, বাউন্ডারি আর ওভার বাউন্ডারি হাঁকাতেও ওস্তাদ ইনি!

**খালেদ মাসুদ** (ব্যাটসম্যান)

৪০টিরও বেশি টেস্ট এবং ১২০টিরও বেশি একদিনের ম্যাচ খেলা বাংলাদেশের এই ব্যাটসম্যানকে 'প্রবীণ' বলা যেতেই পারে। ব্যাট হাতে নামা ছাড়াও উইকেটের পিছনে দাঁড়ানোর দায়িত্ব এঁরই। মিড্‌ল অর্ডারের এই ব্যাটসম্যানের ইনিংসের উপর বাংলাদেশকে ভরসা করতেই হবে।

**হাবিবুল বাশার** (ব্যাটসম্যান)

আশা করা যায়, বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেবেন ইনিই। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ২,০০০ রান করার রেকর্ড রয়েছে বাশারের ঝুলিতে।

## শ্রীলঙ্কা

১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করলেও প্রথম ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক টেস্টে অংশগ্রহণ করার ছাড়পত্র পায় এই দল। ২০০৬ সালটি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের অন্যতম স্মরণীয় বছর। মে ২০০৬-এ ন্যাটওয়েস্ট সিরিজে (৫-০) ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়ে সিরিজ জিতে নেয় তাঁরা। দলের সকলের দুর্দান্ত ফর্ম ২০০৭ বিশ্বকাপে তাঁদের অন্যতম ফেভারিট দল হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৯২ সালের অষ্টম স্থান অধিকার করার আগে পর্যন্ত প্রতিটি বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডেই আটকে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল। ১৯৯৬ সালে সকলকে চমকে দিয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে বিজয়ীর পদক জিতে নেয় তারা। ১৯৯৯ সালে আবার প্রথম রাউন্ড থেকে বাদ পড়ে গেলেও ২০০৩ সালে সেমিফাইনাল অবধি তারা পৌঁছে যায়।

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

**সনৎ জয়সূর্য** (ব্যাটসম্যান)

পৃথিবীর বিধ্বংসী ব্যাটসম্যানদের মধ্যে জয়সূর্যকে ধরা হয়। ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কার জয়ের পিছনে জয়সূর্যের অবদান অনেকখানি। আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে ১১,০০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছেন জয়সূর্য। জয়সূর্যের বর্তমান ফর্ম শ্রীলঙ্কা দলের পক্ষে একস্ট্রা প্লাস পয়েন্ট।

**মুথাইয়া মুরলীধরন** (বোলার)

শ্রীলঙ্কার এই ম্যাচউইনারের ঝুলিতে তাঁর সমসাময়িক পৃথিবীর প্রায় সব বড় ব্যাটসম্যানের উইকেট মজুত আছে। ২০০৬-এর প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে ২৪টি উইকেট নিয়েছেন। ২৮৭টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁর শিকারসংখ্যা ৪৩২টি, বোলিং অ্যাভারেজ ২৩.০৭, পাঁচ উইকেট আটটি। ২০০৭ বিশ্বকাপে মুরলীধরন তাঁর হাতের জাদু কতটা দেখাতে পারে ন, এখন তারই অপেক্ষা।

**কুমার সাঙ্গাকারা** (উইকেটকিপার/ব্যাটসম্যান)

তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান কুমার সাঙ্গাকারাকে বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম সেরা স্পেশ্যালিস্ট উইকেটকিপার হিসেবে ধরা হচ্ছে। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর রান ৫,০০০ পেরিয়ে গিয়েছে। ১৮০টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁর নেওয়া ক্যাচের সংখ্যা ১৫৯টি এবং স্টাম্প ৪৭টি। বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার অন্যতম অস্ত্র কুমার সাঙ্গাকারা।

## গ্রুপ সি: নিউজ়িল্যান্ড, ইংল্যান্ড, কিনিয়া, কানাডা

নিউজ়িল্যান্ড

'ব্ল্যাক ক্যাপস' হিসেবেই সবচেয়ে বেশি পরিচিত এই দল।। ১৯৩০ সালে ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেলে নিউজ়িল্যান্ড। প্রথম ম্যাচ খেললেও জয়ের স্বাদ পাওয়ার জন্য বেশ কয়েক বছর তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল, সেই ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। এ তো গেল তাদের টেস্ট ম্যাচের ইতিহাস। কিন্তু তারা একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে আরও কয়েক বছর পরে, ১৯৭২-৭৩ সাল নাগাদ। বর্তমান অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিং হলেন নিউজ়িল্যান্ডের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক। ওয়েস্ট ইন্ডিজ়কে ৪-১-এ হারিয়ে তাদের ফর্ম এই মুহূর্তে বেশ তুঙ্গে।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

নিউজ়িল্যান্ড ক্রিকেট দলের সমস্যা হল, তারা প্রচুর সম্ভাবনার সঙ্গে শুরু করলেও, শেষ পর্যন্ত ভাল খেলতে পারে না। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্বকাপেই তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের কাছে সেমিফাইনালে হেরে যায়। ১৯৭৯ সালে আবার তারা সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যায়। কিন্তু পরের বিশ্বকাপে (১৯৮৩) প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে যায়। ১৯৮৭ সালে ভারত তাদের প্রথম রাউন্ডেই হারিয়ে দেয়। ১৯৯২ সালে সেমিফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হেরে ফের সকলকে নিরাশ করে। ১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যায়। পরের বিশ্বকাপে (১৯৯৯) ভাল শুরু করলেও সেমিফাইনালে হেরে যায় তারা। এমনকী ২০০৩ সালেও তারা নিরাশ করে সকলকে। সুপার সিক্সে ভারতের কাছে হেরে যায়।

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

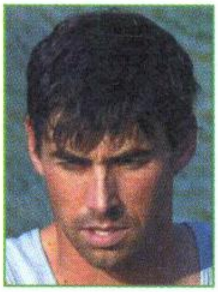

**স্টিফেন ফ্লেমিং** (ব্যাটসম্যান)

মাত্র আটটি ম্যাচে ৩২৩ রান করেন এবং গড় ছিল ৪৬। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটি দুর্দান্ত ১৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংসও খেলেন। এখনও তিনি দলের প্রধান ভরসা। যখনই দল কোনওরকম সমস্যায় পড়েছে, ফ্লেমিং তখনই ব্যাট হাতে পরিত্রাতা হয়ে উঠেছেন। সমগ্র নিউজ়িল্যান্ডবাসীরা এবারের বিশ্বকাপে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন।

**শেন বন্ড** (বোলার)

আটটি ম্যাচে ১৭টি উইকেট নিয়েছিলেন। একটি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে প্রায় একাই হারিয়ে দিচ্ছিলেন। চোটের কারণে প্রায়ই তিনি দলের বাইরে থাকেন। গত বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা এবারে তিনি কাজে লাগাতে পারেন। মাত্র ৪৫টি ম্যাচ খেলে এর মধ্যেই তিনি ৮৭টি উইকেট পেয়েছেন। অর্থাৎ পরিসংখ্যানই বলে দিতে পারে এবারের বিশ্বকাপে তিনি কতটা ভয়ানক হয়ে উঠতে পারেন!

# ইংল্যান্ড

**নাথাল অ্যাসলে** (অলরাউন্ডার)

সাতটি ম্যাচে ২১৩ রান করেন। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত একটি শতরানও করেন। অ্যাসলের বহুদিনের অভিজ্ঞতা দলের কাজে লাগতে পারে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে এখনও তিনি মাঝেমধ্যেই ভাল শুরু করেন এবং প্রয়োজনে ভাল বলও করতে পারেন।

সম্প্রতি অ্যাসেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেলেও ২০০৬-এ ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্স খুব খারাপ ছিল না। যদিও অধিকাংশ সাফল্যই এসেছে টেস্ট ক্রিকেট থেকে। যেমন, পাকিস্তানকে দেশের মাটিতে ২-০তে হারানো। একদিনের ম্যাচে এই দেশটি বিশেষ কিছু করে দেখাতে পারেনি এর মধ্যে। তার উপর অনেক খেলোয়াড়েরই চোটআঘাত ছিল। সেসব কাটিয়ে উঠে ২০০৭-এর বিশ্বকাপের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা ইংল্যান্ড দল।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

প্রথম বিশ্বকাপ হয় এই দেশেই এবং তখন ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল। ১৯৭৯ সালেও ইংল্যান্ডেই বিশ্বকাপ হয়েছিল, এবং সেবার দল ফাইনালে উঠেও হেরে যায়। তিনবার ক্রিকেট বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড রানার্স আপ হয়েছে। কিন্তু গত ওয়ার্ল্ড কাপে তারা প্রথম রাউন্ডও পেরোতে পারেনি। যদিও এবার ইংল্যান্ডের কাছ থেকে অন্যরকম পারফরম্যান্স আশা করা যেতেই পারে!

## এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

**অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ** (অলরাউন্ডার)

বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। অধিনায়ক হিসেবেও ফ্লিনটফ অসাধারণ। অনেক ম্যাচই একা জিতিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব আছে তাঁর। ১০৭ ম্যাচে ২, ৮২২ রান। সর্বোচ্চ রান ১২৩। উইকেটের সংখ্যা ১১২। ফ্লিনটফের ঝুলিতে তিনটি সেঞ্চুরি এবং ১৬টি হাফ সেঞ্চুরিও রয়েছে। ফ্লিনটফ দলের বড় ভরসা। তিনি ফর্মে থাকলে ইংল্যান্ড অনেক দূরই যেতে পারবে এই ওয়ার্ল্ড কাপে।

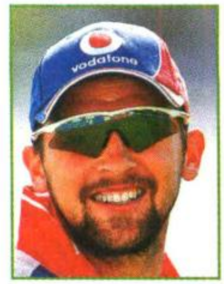

**স্টিভ হার্মিসন** (বোলার)

দুরন্ত গতি, দারুণ স্ট্রাইক রেট-এর জন্য স্টিভ এর মধ্যেই সকলের প্রিয় বোলার। তাঁকে পেস বোলিংয়ের জন্য কার্টলে অ্যামব্রোসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ২৯ বছর বয়সি এই খেলোয়াড়ের সংগ্রহে আছে ৬৭টি উইকেট (৪৬টি ম্যাচে)। সেরা বোলিং: ৫/৩৩। এঁকে ইংল্যান্ড দলের তুরুপের তাস বললে অত্যুক্তি হবে না। উইকেটের খিদে হার্মিসনকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে।

**কেভিন পিটারসেন** (ব্যাটসম্যান)

পিটারসেন ইংল্যান্ডের অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। মাঠের যে-কোনও দিকে খেলতেই তিনি স্বচ্ছন্দ। ৪২ ম্যাচে ১,৫৮২ রান। এর মধ্যে আছে তিনটি সেঞ্চুরি এবং ১১টি হাফ সেঞ্চুরি। হায়েস্ট স্কোর ১১৬। পিটারসেনের 'পাওয়ার প্লে' যে-কোনও দলের বোলারকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে।

## কেনিয়া

কিনিয়া ক্রিকেট টিম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রবেশ করে ১৯৬৬ সালে 'ইস্ট আফ্রিকান ক্রিকেট টিমে'র অংশ হিসেবে। এর পর অবশ্য ১৯৮১ সালে কিনিয়া একটি আলাদা টিম হিসেবে আই সি সি-তে স্বীকৃতি পায়। ১৯৮৬ সালে কিনিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম ফার্স্ট-ক্লাস ম্যাচ খেলে। ১৯৯৪ সালে আই সি সি ট্রোফিতে কেনিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৯৮ সালে কিনিয়া ৬৯ রানে হারায় ভারতকে। ২০০৪ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কিনিয়াকে খেলতে দেখা যায়। তবে এর পরে প্রায় ১৮ মাস কিনিয়াকে কোনও একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে দেখা যায়নি। ২০০৬-এ কিনিয়া আবার খেলার সুযোগ পায়। জিম্বাবোয়ের সঙ্গে খেলে এই সিরিজটি পুরো ড্র হয়ে যায়। এর পর ওই বছরই দু'টি একদিনের ম্যাচে কানাডাকে হারায় কিনিয়া। বারমুডাকেও হোমসিরিজের তিনটি ম্যাচেই পরাজিত করে।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

১৯৯৬ সালে কিনিয়া বিশ্বকাপে বেশি দূর এগোতে না পারলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৩ রানে পরাজিত করে। ১৯৯৯ সালের ওয়ার্ল্ড কাপে কিনিয়া একেবারেই ভাল খেলেনি। তবে সকলকে চমক লাগিয়ে ২০০৩ বিশ্বকাপে কিনিয়া শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, জিম্বাবোয়ে ও নিউজিল্যান্ডকে হারায়।

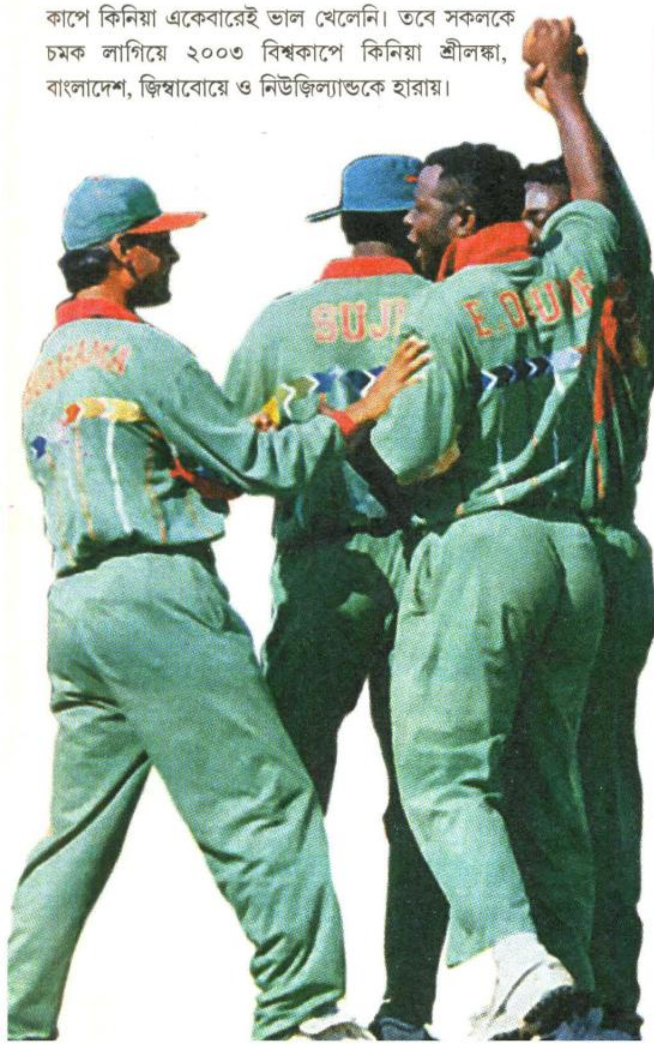

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

**স্টিভ টিকোলো** (ব্যাটসম্যান)

৮২টি ম্যাচ খেলেছেন টিকোলো। এখনও পর্যন্ত একদিনের ম্যাচে দু'টো সেঞ্চুরি ও ১৮টি হাফ সেঞ্চুরি সহ ২,৩৩৪ রান করেছেন তিনি। টিকোলো ন'টি ম্যাচ খেলে ২০৬ রান করেছিলেন, যার মধ্যে ৫৬ ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি রান। তাঁর রানের গড় ছিল মোটামুটি ২২.৮৯ রান। দু'টি অর্ধশত রান করে দেশবাসীকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন টিকোলো। নামী খেলোয়ারদের মধ্যে টিকোলোর নাম থাকবেই, তাই আমরা তাঁর কাছে চমকদার খেলা আশা করতেই পারি।

**মার্টিন সুজি** (বোলার)

সুজি ৬৪টি ম্যাচ খেলে ৪৩টি উইকেট নিয়েছেন। ন'টি ম্যাচ খেলে ৪০৮ বলে আট'টি উইকেট নিয়েছিলেন সুজি। এর মধ্যে ১০ ওভার তিনি মেডেনও পেয়েছিলেন। তবে তাঁর সেরা পারফরম্যান্স ছিল ১৯ বলে তিনটি উইকেট নেওয়া। গত বিশ্বকাপে তাঁর মোটামুটি গড় ছিল ৩৪.৬৩। সুজির সাহায্যে কিনিয়া এই বিশ্বকাপে অনেক উইকেট নেওয়ার আশা রাখতেই পারে।

## কানাডা

নর্থ আমেরিকান ক্রিকেট টিমগুলোর মধ্যে কানাডাকে বেস্ট বলা যেতে পারে। ১৯৮৯ সাল এবং ২০০৩ সালে এই দল ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলেছিল। ২০০৭ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে আরও পরিণত কানাডিয়ান ক্রিকেট টিমকে দেখা যাবে বলেই আশা করা যাচ্ছে। এবারের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং কিনিয়ার সঙ্গে এই দলও গ্রুপ সি-তে রয়েছে। এবার খেলতে পারেন জে এম ড্যাভিসন, আই এস বিলক্লিফ, ডি আর চামনে, নিকোলাস আলেকজান্ডার ডি গ্রুট, আশিস বাগাই, অস্টিন কডরিঙ্গটন, ও হেনরি, জি আর কডরিঙ্গটন, নিকোলাস আইফিল, ডেভিস জোসেফ, আবদুল ফজিল সাত্তার, সঞ্জয়ন তুরাউসিভাগ্‌ম, সুনীল ধনিরাম, কেটি সান্ধার, ডি ই এস ম্যাক্সওয়েল, পিবি দশনায়ক, এইচ এস ধিলন, উমর ভারতী।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

২০০৩ সালে এই দল কোনও উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স দেখায়নি।

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

**জে এম ডেভিসন** (অলরাউন্ডার)

ডেভিসন গত বিশ্বকাপে ছ'টি ম্যাচ খেলে মোট ২২৬ রান করেছিলেন। গত বিশ্বকাপে তিনি একটি সেঞ্চুরি এবং একটি হাফ সেঞ্চুরিও করেন। বোলার হিসেবে তাঁর বেস্ট পারফরম্যান্স ১৫ রানে তিন উইকেট। বিশ্বের চতুর্থ দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড এই তারকার দখলে। বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরি করেও রেকর্ড গড়েছেন এই তারকা। ডেভিসন এবারও যে সেই ফর্ম ধরে রাখবেন এমন আশা করা যেতেই পারে।

## গ্রুপ ডি: পাকিস্তান, জিম্বাবোয়ে, আয়ারল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ়

# পাকিস্তান

গত বছরের দু'টি বিদেশ সফরেই ভাল খেলেছে পাকিস্তান। জুন মাসে ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট সিরিজ়ে হারলেও একদিনের সিরিজ়ে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে জয় কেড়ে নেয় পাকিস্তান। এর পর শ্রীলঙ্কা সফরে টেস্ট এবং একদিনের সিরিজ়, দু'টোই জেতে পাকিস্তান। যদিও এর মধ্যে বলের বিকৃতি করা নিয়ে পাকিস্তান দলকে প্রচুর বিতর্কে জড়াতে হয়েছে, শোয়েব আখতার এবং মহম্মদ আসিফকে আই সি সি-র সামনেও জবাবদিহি করতে হয়েছে, তবুও অকুতোভয় পাকিস্তানিদের কাবু করা যায়নি!

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

এককথায় বলতে গেলে জঘন্য! গতবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল, গ্রুপ 'এ' এবং গ্রুপ 'বি'। ভারতের সঙ্গে একই গ্রুপে ছিল পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং ভারত, তিনটি দলের সঙ্গে সাক্ষাতেই পাকিস্তান পরাজিত হয়। জিম্বাবোয়ের সঙ্গে খেলাটি বৃষ্টির কারণে শেষ হয়নি। দ্য নেদারল্যান্ডস এবং নামিবিয়াকে অবশ্য পাকিস্তান হারিয়েছিল। যাই হোক, এই গ্রুপ থেকে সেরা তিনটি দল পরের রাউন্ড, মানে সুপার সিক্সে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে পাকিস্তানের ঠাঁই হয়নি।

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

**ইনজ়ামাম-উল-হক** (ব্যাটসম্যান)

অধিনায়কের কাছে এমনিতেই প্রত্যাশা বেশি থাকে, তার উপর ইনজ়ামাম দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানও বটে। এবারের বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচেই তাঁর ব্যাট থেকে বড় রান চাইবে সকলে।

**মহম্মদ ইউসুফ** (ব্যাটসম্যান)

মোট ছ'টি ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিলেন ইউসুফ। ছ'টি ইনিংসে খেলে তাঁর মোট সংগ্রহ ১৭০ রান। সর্বোচ্চ রান ছিল ৫৮। গড় ২৮.৩৩। ভারতের যেমন রাহুল দ্রাবিড়, পাকিস্তানে তেমন মহম্মদ ইউসুফ। মিঃ ডিপেন্ডেব্‌লই বটে! আর কেউ রান পাক না পাক, ইউসুফের ব্যাট থেকে সাধারণত ভদ্রসভ্য ইনিংসই বেরোয়। ইনজ়ামামের সঙ্গে তাঁর ব্যাট থেকেও প্রতি ম্যাচেই বড় রান আশা করছে তাঁর টিম। তা হলে পাকিস্তানের সাফল্য অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যাবে।

**শোয়েব আখতার** (বোলার)

ছ'টি ম্যাচে মোট ৪৪ ওভার বল করে ১১টি উইকেট নিয়েছিলেন শোয়েব। সেরা পারফরম্যান্স ৪৬ রানে ৪ উইকেট।

বিতর্ক এই বোলারের পিছু ছাড়তে চায় না। বেশিরভাগ মরশুমের অর্ধেক ম্যাচেই হয় চোট-আঘাতে ঘায়েল থাকেন, নয়তো খারাপ ফর্মের জন্য অথবা বিতর্কজনিত কারণে বাদ পড়েন! তবুও রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের গতি একটুও কমেনি। পাকিস্তান টিমের বোলিং অ্যাটাকের নেতৃত্ব এবারও শোয়েবের কাঁধেই থাকছে। তুমুল জোরে বল করে ব্যাটসম্যানদের নাস্তানাবুদ করা ছাড়া, তাঁদের প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠানোর দায়িত্ব শোয়েবেরই উপর থাকবে।

## জিম্বাবোয়ে

জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান মহাদেশের দ্বিতীয় সেরা টিম হিসেবে পরিচিত। ১৯৮৩ সালে প্রথম বিশ্বকাপ খেলে জিম্বাবোয়ে। ঠিক এর আগে ১৯৮১ সালে আই সি সি-র কাছে মেম্বার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এই দল। ১৯৯২ সাল থেকে জিম্বাবোয়ে টেস্ট ক্রিকেটও খেলতে শুরু করে এবং বিশ্বে নবম স্থান অধিকার করে। যদিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এদের পারফরম্যান্স তেমন ভাল নয়, আই সি সি ট্রোফি ম্যাচগুলোতে এরা দারুণ খেলেছে, এবং ১৯৮২, ১৯৮৬ ও ১৯৯০তে ট্রোফিও জিতেছে। ২০০৭ আই সি সি বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ে গ্রুপ ডি-র অংশ এবং ৬ মার্চ ২০০৭-এ প্রথম প্র্যাক্টিস ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। অবশ্য এদের প্রথম খেলা ১৫ মার্চ ২০০৭-এ, আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

### বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

১৯৮৩ সালে জিম্বাবোয়ে প্রথম বিশ্বকাপ খেলে এবং প্রথম রাউন্ডেই আউট হয়ে যায়। ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপেও প্রথম রাউন্ড পর্যন্তই খেলতে পারে জিম্বাবোয়ে। এর পর অবশ্য ১৯৯২ বিশ্বকাপে দারুণ খেলে নবম স্থান অধিকার করে জিম্বাবোয়ে। তবে ১৯৯৬ ওয়ার্ল্ড কাপ

আবার জিম্বাবোয়েকে তার পুরনো জায়গায় ফিরিয়ে দেয়, অর্থাৎ প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে যায় এই দল। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে কিন্তু জিম্বাবোয়ে রুখে দাঁড়ায় এবং পঞ্চম স্থান অধিকার করে। গত বিশ্বকাপেও জিম্বাবোয়ে দেশকে গর্বিত করে তোলে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

**টেরি ডাফিন** (ব্যাটসম্যান)

মাত্র ২৩ বছর বয়সেই তাঁর দক্ষতার কারণে জিম্বাবোয়ের ক্যাপ্টেন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ২০০৬-এ। ২০০৬ ফেব্রুয়ারিতে ডাফিন প্রথম একদিনের ম্যাচ খেলেন কিনিয়ার বিরুদ্ধে এবং এই খেলাটি ড্র হয়। ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচেই যিনি ৫৬ রান করেছিলেন, সেই ওপেনিং ব্যাটসম্যানের কাছে ভাল খেলা আশা করাই যায়।

## আয়ারল্যান্ড

১৯৯৩ সালে প্রথম আই সি সি-র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে এই দল। সেজন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত দলের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। তবুও আগের কিছু পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজেদেরকে ক্রিকেট মহলে পরিচিত করতে পেরেছে এই দল। ২০০৫ সালে আই সি সি ট্রোফি টুর্নামেন্টে আয়ারল্যান্ড রানার্স আপ ছিল। নামিবিয়ায় কিনিয়া ক্রিকেট টিমকে ৬ উইকেটে হারিয়ে এই দল আই সি সি ইন্টারন্যাশনাল কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়। এবারের বিশ্বকাপে খেলতে পারেন ডিটি জনসন, কে ম্যাককালান, জেপি ব্রে, এ সি বোথা, কে ক্যারল, ইজেজি মরগ্যান, পিজি গিলেসপি, কে ও ব্রায়ান, এন ও ব্রায়ান, পি মুনি, জে মুনি, ডব্লিউ পর্টারফিল্ড, বি র‍্যাঙ্কিন, ডি ল্যাঙফোর্ড স্মিথ, এ হোয়াইট।

### বিগত বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট টিম এবারই প্রথম বিশ্বকাপ খেলবে।

### এবার নজর কাড়বেন যাঁরা

প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ খেলবে এই দল। এখনই বলা সম্ভব নয়, কোন তারকার হাত ধরে এই টিমের সাফল্য আসবে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে কে হচ্ছেন এই টিমের তারকা, তা আন্দাজ করা যাবে।

## ওয়েস্ট ইন্ডিজ

'দ্য উইন্ডিজ' নামে পরিচিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলে। ১৯৭৫ সালে ওয়ান ডে ক্রিকেটের মহোৎসব 'ওয়ার্ল্ড কাপ' শুরু হলে তারাই ছিল প্রথম বিজয়ী দল। (*উপরের পতাকাটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের* ) এবার বিশ্বকাপে সম্ভাব্য দলে আছেন ব্রায়ান লারা (অধিনায়ক), ক্রিস গেইল, শিবনারায়ণ চন্দ্রপল, রামনরেশ সরওয়ান, পেড্রো কলিন্স, করি কলিমোর, ডেরেন গঙ্গা, ওয়েভেল হিন্ডস, ডোয়েন ব্রাভো,

# আনন্দ'র কিশোর গ্রন্থ

**জয়দীপ চক্রবর্তী**
নতুন স্কুলে গঙ্গাপদ ৬০.০০

**প্রচেত গুপ্ত**
রুপোর খাঁচা
১৫০.০০

**সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়**
অদৃশ্য নজরদার

**সুচিত্রা ভট্টাচার্য**
ঝাও ঝিয়েন
হত্যারহস্য
৮০.০০

**বিমান নাথ**
নক্ষত্রের গান
১০০.০০

**মণি ভৌমিক**
বিশ্বজীবনী ১২৫.০০

**রমা চক্রবর্তী**
স্বজনসভায় পশুরাজ সিংহ
৬০.০০

**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**
এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ
৮০.০০

**শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়**
ডাকাতের ভাইপো
৬০.০০

**শৈলেন ঘোষ**
গল্পসংগ্রহ

**ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়**
দশটি কিশোর উপন্যাস ৩০০.০০

**সমরেশ মজুমদার**
মানুষ পাচার ৮০.০০

**সুপ্রিয় ঠাকুর**
বুদি ৮০.০০

## কমিক্স

**অ্যার্জে**
কঙ্গোয় টিনটিন
৭৫.০০

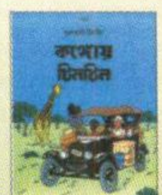


গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য
অ্যাডভেঞ্চার
দার্জিলিং জমজমাট
১০০.০০
**কাহিনি:** সত্যজিৎ রায়
**ছবি:** অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

## প্রিয়জনকে গিফ্‌ট কুপন আনন্দ উপহার

১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা, ৫০০ টাকা, ও ১,০০০ টাকা মূল্যের এই কুপনের বিনিময়ে পাবেন পছন্দের বই। কুপন কেনার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বই সংগ্রহ করতে হবে। গিফট কুপন পাওয়া যাবে ৬৭ এ, মহাত্মা গাঁধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯-এ অবস্থিত আমাদের বিপণন কেন্দ্র থেকে।

দক্ষিণ কলকাতায়
আনন্দ-র বই
১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা ৭০০ ০২৯
ফোন-২৪৬৪৬২১২
এখানে পাবেন
আনন্দ-প্রকাশিত সমস্ত বই।
নিজের হাতে দেখে পছন্দ
করে বই কেনার সুযোগ।
রবিবারেও খোলা থাকছে।

আনন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭, ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

দীনেশ রামদিন, মারলন স্যামুয়েলস, জেরোমে টেলর, ডিভন স্মিথ, ফিডেল এডওয়ার্ডস, জারমেইন লসন, ড্যারেন পাওয়েল, ইয়ান ব্র্যাডশ, রাওয়েল লুইস, রুনাকো মর্টন।

নিউজিল্যান্ড সফর (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০৬): একটি টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, পাঁচটি ওয়ান ডে আর তিনটি টেস্ট, এই ছিল এবার নিউজিল্যান্ড টুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফর। তবে এই সফর তাদের জন্য খুব একটা সুখের হয়নি। টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি টাই, চারটি ওয়ান ডে এবং দু'টি টেস্টে পরাজয় ওবং একটি টেস্টে ড্র।

জিম্বাবোয়ে সফর (এপ্রিল-মে ২০০৬): সাতটি ওয়ান ডে ম্যাচের প্রতিটি দুর্দান্তভাবে জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ভারত সফর (মে-জুন ২০০৬): ভারতে পাঁচটি ওয়ান ডে ম্যাচ সিরিজ (৪-১) জিতে নিলেও। টেস্ট সিরিজটি (১-০) হেরে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

## বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল

১৯৭৫ সালে প্রথম ও ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বকাপের বিজয়ী। ১৯৮৩ সালে রানার আপ। কিন্তু ১৯৮৭-তে প্রথম রাউন্ড থেকেই বাদ চলে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই সময় থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমে একটা টালমাটাল অবস্থা শুরু হয়। ১৯৯২ সালে ষষ্ঠ স্থান পায়। ১৯৯৬ সালে আবার সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছলেও ১৯৯৯ আর ২০০৩-এ আবার প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০০৭ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের দেশের মাটিতে কেমন খেলে এখন সেটার অপেক্ষা।

## এবার যাঁরা নজর কাড়বেন

**ব্রায়ান চার্লস লারা** (ব্যাটসম্যান)

'দ্য প্রিন্স' নামে পরিচিত ব্রায়ান চার্লস লারা পৃথিবীর অন্যতম সেরা

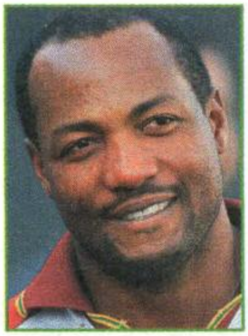

ব্যাটসম্যান। টেস্টে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের বিশ্বরেকর্ড ২০০৬-এর ডিসেম্বরেই তাঁর ঝুলিতে ভরে নিয়েছেন। একদিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের অধিকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক লারা ইতিমধ্যে একদিনের ক্রিকেটে ১০,০০০ রান অতিক্রম করে গিয়েছেন। নিজের দেশে কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আশা করা যেতেই পারে।

**শিবনারায়ণ চন্দ্রপল** (ব্যাটসম্যান)

১৪টি টেস্ট এবং ১৬টি একদিনের ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নেতৃত্ব দিয়েছেন শিবনারায়ণ চন্দ্রপল। এর মধ্যেই তিনি ১০০টি টেস্ট ক্রিকেট খেলে ফেলেছেন। এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানের একদিনের ক্রিকেটে রান প্রায় ৬,৩০০। চারটি শতরান এবং অর্ধশতরান প্রায় ৪৩টি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট মহলে বেশ জনপ্রিয়।

**ফিডেল এডওয়ার্ডস** (বোলার)

২৫ বছর বয়সি ডানহাতি ফাস্ট বোলার ফিডেল হেন্ডারসন এডওয়ার্ডস ২৩টি আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে ২৬টি উইকেট নিয়েছেন। নিজের দেশের মাটিতে তাঁর হাতের কামাল দেখা যাবে এই বিশ্বকাপে।

# বইমেলায় দীপ প্রকাশনের

**স্টল নং ৩২২**

**পার্ক স্ট্রীট গেট**

রবীন্দ্ররচনাবলী-বিধৃত প্রতিটি গ্রন্থ ও রচনার আনুপূর্বিক বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা-সম্ভার

**অনুত্তম ভট্টাচার্য** রচিত

**রবীন্দ্ররচনাভিধান** (আঠারো খণ্ডে সমাপ্য)

প্রথম থেকে সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত প্রতিটি খণ্ড ৩০০

### সাহিত্যের সাত স্মরণীয় ৬০

**অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য** প্রণীত

রবীন্দ্রনাথ ও আরো ছয় স্রষ্টা ও তাঁদের সৃষ্টি নিয়ে যুক্তিবাদী মননশীল লেখকের অন্য মাত্রার অবিস্মরণীয় গ্রন্থ।

দেশ ও বিদেশে অভিনন্দিত রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার অভূতপূর্ব ইতিহাস। মনোহর ভাষায়, মানপত্র ও বিপুল অজ্ঞাত নথিপত্র সহযোগে রচিত। এই প্রথম খণ্ডে ভারতে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা গ্রন্থিত। দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্বসংবর্ধনার কথা।

**বারিদবরণ ঘোষ**

### দেশে বিদেশে রবীন্দ্রসংবর্ধনা

### ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগের এক বাঙালি লেখককে পুনরুদ্ধার করে বাঙালিকে এ-বছরের বইমেলায় শ্রেষ্ঠ উপহার দিলেন **রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।** তাঁর সম্পাদনায় ইন্দ্রনাথের বহুমুখী সাহিত্যচর্চায় থাকছে উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ, টক-ঝাল হাসি, তিক্ত বিদ্রূপ, কঠিন সামাজিক সমালোচনা। ইন্দ্রনাথ ফিরে এসে বুঝিয়ে দিলেন তিনি সেকালের হয়েও সমকালের।

### ছদ্মনামের অভিধান ৪০০

**হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ**

বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-খেলাধূলা ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় যুক্ত প্রায় দু' হাজার ব্যক্তির ছদ্মনাম বা ভিন্ন নামে এ যাবত প্রকাশিত বৃহত্তম চরিতাভিধান।

### অনিল বিশ্বাস ঃ অনুভবে অনুচিন্তনে ১৫০

সম্পাদনা

**সুদিন চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ জানা ও মধুময় পাল**

বাংলার এই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে যিনি ইতিহাসের শাশ্বত পৃষ্ঠায় ঠাঁই করে নিয়েছেন, সেই অনিল বিশ্বাসকে নিয়ে মহার্ঘ সংকলন। লিখেছেন ৮১ জন কৃতবিদ্য—যাঁদের মধ্যে আছেন মার্কসবাদী রাজনীতির কিংবদন্তী মানুষ, প্রায় সব দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিল্পী ও কবি। সংকলনটি প্রয়োজনীয় থাকবে ৫০ বছর পরেও।

### ১০ নং মিন্টো লেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

হারিয়ে যাওয়া অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জীবন ও প্রেম, সেইসব মস্তানদের উষ্ণ রক্তপাত, মধ্য কলকাতার সাবেক জীবনের নানা রঙের দিনগুলি নিয়ে বিস্ময়কর সব গল্প, কাহিনী ও উপন্যাস দুই মলাটে আবদ্ধ—এক মহাকাব্য বিশেষ। ২১টি গল্প, ৩টি কাহিনী ও ৪টি উপন্যাসে ধরা।

### নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা

**শ্যামলী গুপ্ত**

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আজ নারী আন্দোলন বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত। বিশ্বায়নের নয়া অর্থনীতি মেয়েদের বর্তমানে আরও প্রান্তিক করে তুলছে। রাষ্ট্র সংঘের অভিমত, "দারিদ্র্যের মুখ আজ নারী"। সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িক শক্তি, বর্ণবিদ্বেষবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নারী অধিকার খর্ব করতে উদ্যত। আশার কথা এই যে এর বিরুদ্ধে বিশ্বনারী আন্দোলন প্রতিবাদে মুখর।

## এ-বছরের জবর-খবর

# শ ং ক র-এর

**বিস্ময়কর পটভূমিকায় নতুন উপন্যাস**

# খবর এখন ৭৫

চৌরঙ্গী, জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ, সম্রাট ও সুন্দরী ঃ নতুন নতুন পটভূমিকায় আশ্চর্য সব উপন্যাসের স্রষ্টা শংকর এবার এমন এক পেশার অবগুণ্ঠন মুক্ত করবেন যার খবর এদেশে কারও জানা ছিল না। এই উপন্যাস আর একবার প্রমাণ করলো শংকর কেন তুলনাহীন, কেন তিনি একালের সবচেয়ে প্রিয় কথা সাহিত্যিক?

ফ্রি হোম ডেলিভারি

## শংকর এর বিখ্যাত বই

চৌরঙ্গী ১০০, তিন ভুবনের কথা ১০০, অচেনা অজানা বিবেকানন্দ ৮০, অনেকদিন আগে ১২০

### কালীমায়ের বোমা ও অন্যান্য রচনা

**অশোককুমার মুখোপাধ্যায়**

নন্দকুমারের ফাঁসির প্রেক্ষাপট থেকে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে বোমার আবির্ভাবের ঘটনা, পুলিশ রিপোর্টে স্বদেশি গান থেকে শহরাঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের পক্ষে প্রচারের বিবরণী, ষাট-সত্তরের পশ্চিমবাংলায় এক সাধারণ কেরানীর কুড়ি বছরের সাংসারিক হিসাবের খাতা থেকে বিহারের দুর্ধর্ষ বাঙালি 'পানিদার' মহাশয় মহেশ ঘোষের জীবনচিত্র-সহ মোট ১৪টি গবেষণামূলক নিবন্ধের এই আকর্ষক সংগ্রহ ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক তথা যে কোনও অনুভূতিপ্রবণ পাঠককে নাড়া দেবে। ভাবাবেই।

### প্রথম পছন্দ

সম্পাদনা ঃ **প্রসাদরঞ্জন রায় ও কল্যাণ মৈত্র**

কোন্ গল্পটি প্রথম পছন্দের? সমকালীন লেখকরা নিজেরাই দিয়েছেন তাঁদের প্রথম পছন্দের গল্পটি। এই সংকলনে আছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রফুল্ল রায় থেকে অমর মিত্র। এছাড়াও রয়েছেন তরুণ প্রজন্মের লেখক-লেখিকারা।

### সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি

**অনুনয় চট্টোপাধ্যায়**

বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিচেতনায় সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি আলোচনার অনন্য গদ্যসম্ভার

তারাপীঠের তারা মাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে ধনী-দরিদ্র হিন্দু আমজনতা। শুধু বাংলা নয়, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই তন্ত্রপীঠ আজও মহাসাধক বামাক্ষ্যাপার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এই তারাপীঠ ও তারা মাকে নিয়েই প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক **সুমন গুপ্ত-র** অন্য আঙ্গিকের অসাধারণ গ্রন্থ **'তারাপীঠের তারা মা।'**

### ছোটোদের জন্য ব্রততী

বইটিতে ব্রততী ছড়া বেছে দিয়েছেন ছোটোদের আবৃত্তির জন্য। কেমনভাবে বলতে হবে, পড়তে হবে, উচ্চারণ করতে হবে—ছড়াটির মধ্যে লুকিয়ে আছে কী অর্থ—জানানো আছে এই বইটিতে। ছোটোদের মতো করে।

### এবং ব্রততী

সম্পাদনা ঃ

**অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়**

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়-কে নিয়ে বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ কলম ধরেছেন। বিষয় কবিতা এবং ব্রততী, চেনা-অচেনা ব্রততী, মানুষ ব্রততী, শিক্ষিকা ব্রততী—ইত্যাদি। সঙ্গে দুর্লভ সব ছবি। ব্রততীর সংগ্রহের।

**শতাব্দী রায়ের** সাড়া জাগানো নতুন উপন্যাস **সম্পর্ক**

### হাসি পঞ্চাশ ১৫০

সম্পাদনা ঃ **প্রসাদরঞ্জন রায় ও কল্যাণ মৈত্র**

এই সঙ্কলনে আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকে নবনীতা দেব সেন পর্যন্ত পঞ্চাশজন লেখকের পঞ্চাশটি হাসির গল্প উপস্থিত করেছি। এই সঙ্কলনের মূল উদ্দেশ্য হল কিছু পুরোনো গল্পকে সকলের দৃষ্টিতে আনা আর সবাইকে হাসানো। নির্মল হাসি নাকি অনেক রোগের উপশম করে।

### সাহিত্যের সেরা গল্প (প্রতিটি ৬০ টাকা)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় • বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় • আশাপূর্ণা দেবী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় • বিমল কর • রমলা চক্রবর্তী
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় • সমরেশ বসু • শক্তিপদ রাজগুরু
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় • দিব্যেন্দু পালিত
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ • প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

### ক বি তা র ব ই

প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল জানা **এক ঠিকানায়**

সুবোধ সরকার **প্রতিবাদের কবিতা**

মল্লিকা সেনগুপ্ত **পুরুষের জন্য একশোটি কবিতা**

চিন্ময়ী দে **শুধু কটা সিঁড়ি**

## দীপ প্রকাশন

২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬, ফোন ঃ ২২৪১ ২৫৩৮

**কলেজস্ট্রিটে পাবেন ঃ ৮ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩**

# একনজরে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফাইনাল
## (১৯৭৫-২০০৩)

| কোন বছর | কোথায় খেলা হয়েছিল | কোন-কোন দেশ যোগ দিয়েছিল | বিজয়ী দল | বিজয়ী দলের ক্যাপটেন | বিজিত দল | ম্যান অফ দ্য ম্যাচ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৭৫ | ইংল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব আফ্রিকা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ক্লাইভ লয়েড | অস্ট্রেলিয়া | ক্লাইভ লয়েড |
| ১৯৭৯ | ইংল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, কানাডা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ক্লাইভ লয়েড | ইংল্যান্ড | ভিভ রিচার্ডস |
| ১৯৮৩ | ইংল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে | ভারত | কপিলদেব নিখাঞ্জ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | মহিন্দর অমরনাথ |
| ১৯৮৭ | ভারত<br>পাকিস্তান | অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে | অস্ট্রেলিয়া | অ্যালান বর্ডার | ইংল্যান্ড | ডেভিড বুন |
| ১৯৯২ | অস্ট্রেলিয়া<br>নিউজিল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা | পাকিস্তান | ইমরান খান | ইংল্যান্ড | ওয়াসিম আক্রম |
| ১৯৯৬ | ভারত<br>পাকিস্তান<br>শ্রীলঙ্কা | অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, সংযুক্ত আরব আমিশাহী, দ্য নেদারল্যান্ডস, কিনিয়া | শ্রীলঙ্কা | অর্জুন রনতুঙ্গা | অস্ট্রেলিয়া | অরবিন্দ ডি সিলভা |
| ১৯৯৯ | ইংল্যান্ড<br>দ্য নেদারল্যান্ডস<br>স্কটল্যান্ড<br>আয়ারল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, কিনিয়া, স্কটল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া | স্টিভ ওয় | পাকিস্তান | শেন ওয়ার্ন |
| ২০০৩ | দক্ষিণ আফ্রিকা<br>জিম্বাবোয়ে<br>কিনিয়া | অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, কিনিয়া, দ্য নেদারল্যান্ডস, কানাডা, নামিবিয়া | অস্ট্রেলিয়া | রিকি পন্টিং | ভারত | রিকি পন্টিং |

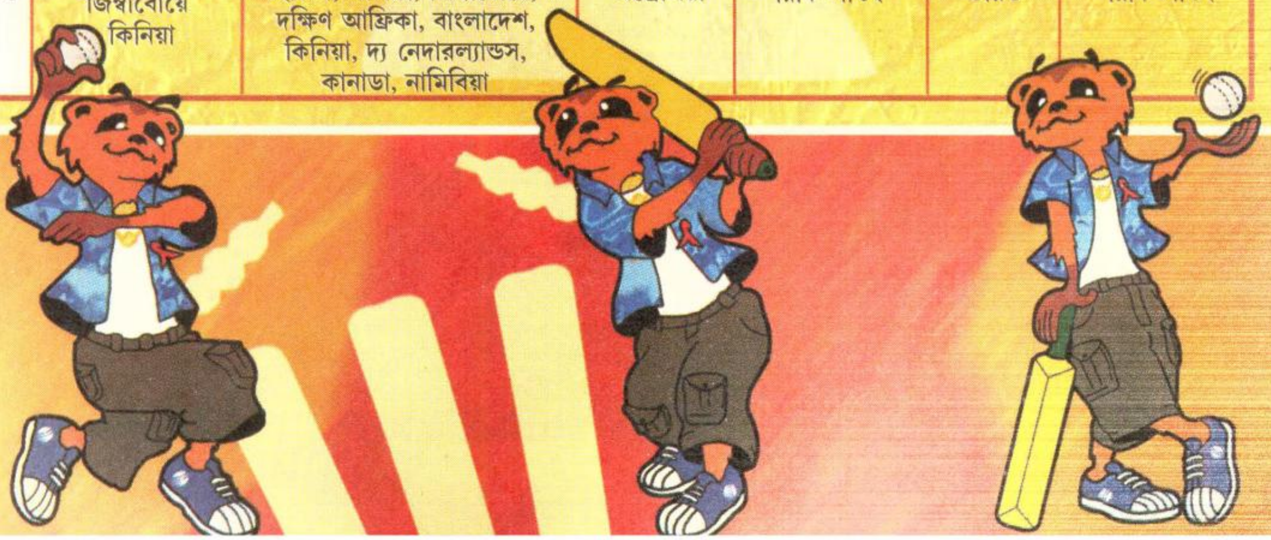

যাঁরা বেশ কয়েকটি ক্রিকেট বিশ্বকাপ মাতিয়েছেন তাঁদের অসাধারণ ব্যাটিং-বোলিং দক্ষতায়, এটাই হয়তো তাঁদের অনেকেরই শেষ বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপ নিশ্চয়ই বর্ণময় হয়ে উঠবে তাঁদের শেষ ঝলকে।

লিখেছেন **তানাজী সেনগুপ্ত**

অ্যান্ড্রু ফ্লিন্টফ

মুথাইয়া মুরলীধরন

# এই বিশ্বকাপই যাঁদের শেষ বিশ্বকাপ

প্রত্যেক বিশ্বকাপে নতুন-নতুন তারকা উঠে আসেন, কোনও-কোনও নায়ক অস্তমিত হন। শেষ বিশ্বকাপ খেলে বিদায় নেন অনেকেই। বর্তমানে ফর্মে থাকলেও চার বছর পর তাঁর বয়সের কথা ভেবে অনেকেই বিশ্বকাপ থেকে আগাম অবসরের কথা ঘোষণা করেন। যেমন ইতিমধ্যেই আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন ভারতের দুই ক্রিকেট সুপারস্টার সচিন তেন্ডুলকর এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বেশ কিছুদিন আগে সরাসরিই বলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ব্রায়ান চার্লস লারা। শুধু এই তিনজনেরই নয়, খুব সম্ভবত ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আসন্ন বিশ্বকাপই শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে বিশ্বের আরও কয়েকজন বিখ্যাত ক্রিকেটারের। তালিকায় আছেন, পাকিস্তানের ইনজামাম উল হক, শ্রীলঙ্কার সনৎ জয়সূর্য, মুথাইয়া মুরলীধরন; দক্ষিণ আফ্রিকার শন পোলক এবং অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং ও গ্লেন ম্যাকগ্রা।

আধুনিক ক্রিকেটের 'ডন' সচিন তেন্ডুলকর এবারের বিশ্বকাপেও ভারতের বড় ভরসা। অর্থাৎ তাঁর শেষ বিশ্বকাপেও তিনি হতে চলেছেন ভারতের সেরা 'অস্ত্র', একশো কোটির বেশি মানুষের স্বপ্নের জাদুকর। তাঁরা জানেন, সচিন সফল হওয়া মানেই ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অনেকটাই পূরণ হওয়া। যদিও একথা ঠিক, নানা চোট-আঘাতে বিব্রত সচিন এখন আর সেরকম ফর্মে নেই, আগামী ২৪ এপ্রিল, বিশ্বকাপ চলাকালীনই তাঁর বয়স হবে ৩৫ বছর। ভারতীয়

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও সচিন তেন্ডুলকরের দিকে তাকিয়ে ভারত

ইনজামাম উল হক

দলের পরিকল্পনা অনুযায়ী, তাঁকে খুব সম্ভবত খেলানো হতে পারে চার বা পাঁচ নম্বরে, মিড্ল-অর্ডারকে শক্তিশালী করার জন্য। এখন পর্যন্ত ওয়ান ডে-তে ৪০টি শতরান সহ ১৪,০০০-এর বেশি রান করা সচিন বিশ্বকাপেও ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, ৩৩টি ম্যাচে তাঁর রান ১,৭৩২, শতরান চারটি, দুর্দান্ত গড় ৫৯.৭২। প্রথম বিশ্বকাপ খেলেন ১৯৯২ সালে। ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে করেন অসাধারণ ১৩৬ রান। ১৯৯৯ সালে কিনিয়ার বোলারদের উড়িয়ে দেন ১৪০ রানের অপরাজিত একটি ইনিংস খেলে। গত বিশ্বকাপে সচিনের পারফরম্যান্স ছিল সবচেয়ে ভাল। মোট রান করেন ৬৭৩। এর মধ্যে নামিবিয়ার সঙ্গে ১৫২, পাকিস্তানের বিপক্ষে ৯৮, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৯৭ এবং সেমিফাইনালে কিনিয়ার বিপক্ষে ৮৩ রান উল্লেখযোগ্য। গত বিশ্বকাপে 'প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট'ও হন সচিন। বিশ্বকাপে সচিনের পারফরম্যান্স উজ্জ্বল ঠিকই, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি ভারতকে বিশ্বকাপ জেতাতে পারেননি। শেষ সুযোগ এবারের বিশ্বকাপ। তাঁর অধরা স্বপ্ন পূরণ করে বিশ্বকাপ থেকে চিরবিদায় নেওয়ার জন্য আপ্রাণ লড়াই নিশ্চয়ই করবেন সচিন তেন্ডুলকর।

এ বারের বিশ্বকাপ শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে ভারতের আর-এক দক্ষ ও প্রতিভাবান ব্যাট্‌সম্যান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও। বাঁ-হাতি সৌরভ দীর্ঘ ১৬ মাস ওয়ান ডে ক্রিকেটের বাইরে থাকার পর আবার স্বমহিমায় ফিরে আসেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজে। প্রথম ম্যাচেই তাঁর ৯৮ রান প্রমাণ করে সৌরভ দীর্ঘ অনুশীলনে নিজেকে আরও শাণিত করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজে তিনি যেমন রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, একদিনের ম্যাচেও সেই ভূমিকাই তিনি নিচ্ছেন।

গত বিশ্বকাপে সৌরভ অধিনায়ক হিসেবে যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন, দলকে ফাইনালেও তোলেন। ব্যাট্‌সম্যান হিসেবেও সাফল্য পেয়েছিলেন। ১১টি ম্যাচে সৌরভের রান ৪৬৫, সর্বোচ্চ ১২২ নট আউট, নামিবিয়ার বিপক্ষে। তিনটি শতরান করেছিলেন তিনি। বাঁ-হাতি সৌরভের ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে সফল না হওয়ার কারণ নেই। তাঁর শেষ পরীক্ষা এবারই। কারণ, সৌরভ নিজেই জানিয়েছেন, আগামী বিশ্বকাপে তাঁর বয়স ৩৮ হবে, এবং সেখানে তাঁর অংশ নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যে প্রতিকূলতা জয় করে আবার ভারতীয় দলে ফিরে এসেছেন সৌরভ, সেই দৃঢ় মানসিকতা নিয়েই এবারে নায়ক হয়ে বিশ্বকাপ ছাড়বেন, এ আশা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে করা যেতেই পারে।

বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাট্‌সম্যান ব্রায়ান চার্লস লারার পক্ষেও এই বিশ্বকাপ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একটা বড় আসর হতে চলেছে। কারণ, ১৯৯২ থেকে তিনি বিশ্বকাপে অংশ নিলেও বলার মতো পারফরম্যান্স দেখাতে পারেননি। পারেননি দেশকে জেতাতেও। যা পেরেছিলেন তাঁর আগের দুই বিখ্যাত ব্যাট্‌সম্যান ক্লাইভ লয়েড এবং ভিভ রিচার্ডস। গত বিশ্বকাপে ছ' টি ম্যাচে লারা করেছিলেন মাত্র ২৪৮ রান, সর্বোচ্চ রান ১১৬। গত বিশ্বকাপের পর থেকে লারার ফর্ম বেশ ভালই যাচ্ছে। ত্রিনিদাদের রাজকুমার ব্রায়ান লারা টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে দু'টি বিশ্বরেকর্ড করেছেন অসাধারণ দক্ষতায়। একটি টেস্ট ক্রিকেটের একশো বছরেরও বেশি সময়ের ইতিহাসে এই গ্রহের প্রথম ব্যাট্‌সম্যান হিসেবে এক ইনিংসে ৪০০ রান করার অনন্য রেকর্ড এবং অন্যটি টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের বিশ্বরেকর্ড। অ্যালান বর্ডারের রেকর্ড ভেঙে তিনিই এখন টেস্টে রানের দিক দিয়ে সকলের আগে। লারার বৈশিষ্ট্য, যেদিন তিনি ফর্মে থাকেন, সেদিন বিপক্ষের বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেন। ব্যাটিং করেন আক্রমণাত্মক মেজাজে, বিধ্বংসী ফর্মে। শেন ওয়ার্নের মতো বিশ্বসেরা বোলারও স্বীকার করেছেন, লারাকে আউট করা সবচেয়ে শক্ত। লারার ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, টেকনিক অত্যন্ত উচ্চমানের এবং খুব দ্রুত বলের লাইনে আসতে পারেন

শন পোলক

তিনি। শেষবারের মতো বিশ্বকাপে নামবেন ব্রায়ান চার্লস লারা। ৩৮ বছরের ক্যারিবিয়ান রাজপুত্র ক্যালিপসো সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে ক্রিকেটকে কতটা মেশাতে পারেন সেটাই এখন দেখার।

শ্রীলঙ্কার সনৎ জয়সূর্য অত্যন্ত অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। এবারের বিশ্বকাপও তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। ১৯৯৬ সালে তাঁর দেশ বিশ্বকাপ জেতে। তিনি হয়েছিলেন 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার'। তারপর গত দু'টি বিশ্বকাপে তেমন বড় ভূমিকা নিতে পারেননি জয়সূর্য। গত বিশ্বকাপে তাঁর পারফরম্যান্স মাঝারি মানের। গতবার অধিনায়ক ছিলেন জয়সূর্য। ১০টি ম্যাচে তিনি করেন ৩২১ রান, সর্বোচ্চ ১২০ রান, গড় ৪০.১৩। এবারে অবশ্য তাঁর কাঁধে আর অধিনায়কত্বের বোঝা নেই। অনেক খোলা মনে তিনি ব্যাটিং করতে পারবেন, তা করছেনও জয়সূর্য। মাঝে-মাঝেই ক্রিকেট মাঠে ঝড় তুলেছেন তিনি। ওই ঝড়েই নেদারল্যান্ডসের মতো দলের বিপক্ষে ১০৪ বলে ১৫৭ রান তোলেন জয়সূর্য। শ্রীলঙ্কা ৫০ ওভারে তোলে ৪৪৩ রান, যা একটি বিশ্বরেকর্ড। জয়সূর্য সাম্প্রতিক সময়ে যা খেলছেন তা অত্যন্ত কার্যকর। জয়সূর্যর আক্রমণাত্মক বাঁ-হাতি ব্যাটিং দক্ষতা তাঁর দেশের বহু জয় এনে দিচ্ছে। তাঁর মতো আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান আর দ্বিতীয় কেউ নেই। দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে শ্রীলঙ্কার প্রধান ভরসা সনৎ জয়সূর্যকে ভাল খেলতেই হবে। তাঁর শেষ বিশ্বকাপে সেরা খেলার জন্য নিশ্চয়ই সনৎ জয়সূর্য অপেক্ষা করছেন।

বিশ্বক্রিকেটে এই সময় সবচেয়ে সমীহ জাগানো বোলার হলেন মুথাইয়া মুরলীধরন। টেস্ট এবং ওয়ান ডে মিলিয়ে ১,১০০-র উপর উইকেট তাঁর। যে-কোনও পিচে বল ঘোরাতে পারেন এই অফস্পিনার। অনেক সময়ই তাঁকে খেলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের পক্ষেও। তাঁর বলের অ্যাকশন নিয়ে নানা সময়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁকে থামানো যায়নি। বিশ্বকাপে এবার নিয়ে চতুর্থবার অংশ নেবেন মুরলী এবং খুব সম্ভবত এবারই শেষ বিশ্বকাপ খেলে ফেলবেন তিনিও। ১৯৯৬ সালে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেন মুরলীধরন। প্রথমবার খেলেই বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পান তিনি। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সেবার বিশ্বকাপ জেতে শ্রীলঙ্কা। গত বিশ্বকাপে ১০টি ম্যাচে মুরলীধরন ১৭টি উইকেট নিয়েছিলেন। কিন্তু দলকে একক কৃতিত্বে সেরকম কোনও বড় জয় এনে দিতে পারেননি। এই কারণে শ্রীলঙ্কা সেমিফাইনাল পর্যন্ত গেলেও দুর্দান্ত কিছু খেলতে পারেনি। এখন শ্রীলঙ্কা দলে মুরলী-নির্ভরতা এতটাই যে, তিনি অসাধারণ বল করলেই শ্রীলঙ্কা জয় পায়। শ্রীলঙ্কার জয়ের প্রাধান কারিগর তিনিই। গত কয়েক মরশুমের পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাবে কথাটা কতখানি সত্যি। স্বাভাবিকভাবেই এই বিশ্বকাপও শ্রীলঙ্কার কাছে মুরলীময়। মুরলীধরনও জানেন, এর পর আর তাঁর পক্ষে সুনাম নিয়ে বিশ্বকাপ খেলা সম্ভব নয়। এখন যেরকম ফর্মে আছেন, একের পর-এক উইকেট পাচ্ছেন, তাতে বিশ্বকাপেও তাঁর পক্ষে বলের ভেল্‌কি দেখানো সম্ভব। এবং তা দেখিয়েই শ্রীলঙ্কাকে আবার শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন মুরলীধরন শেষবারের মতো।

পাকিস্তানের অধিনায়ক ইনজামাম উল হকের কাছে এবারের বিশ্বকাপ শেষ চ্যালেঞ্জ। গত বিশ্বকাপে জঘন্য খেলেছিলেন ইনজামাম। উল্লেখযোগ্য কোনও অবদানই রাখতে পারেননি তিনি। অথচ বিশ্বের অন্যতম সেরা

ব্রায়ান চার্লস লারা

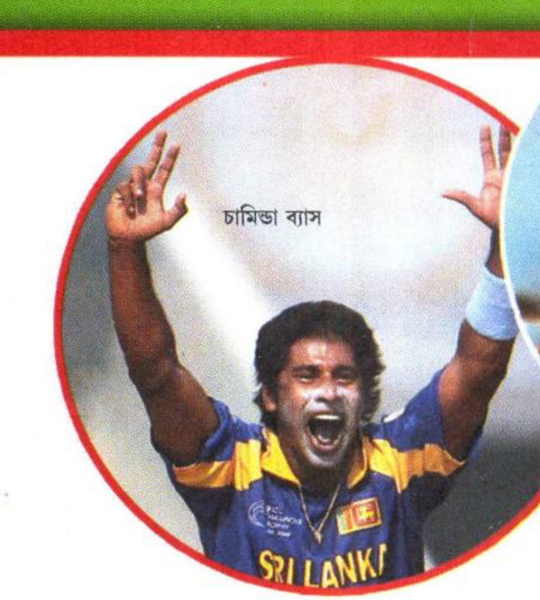
চামিন্ডা ব্যাস

সনৎ জ

ব্যাটসম্যান তিনিই। ওয়ান ডে-তে তাঁর রান ১১,০০০-এর বেশি। যখন ফর্মে থাকেন, তখন তাঁর আক্রমণের সামনে তাল সামলাতে পারেন না বিশ্বের সেরা বোলাররাও। অতি সহজ ভঙ্গিতে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন ইনজামাম। পাকিস্তানের হয়ে কত যে মনে রাখার মতো ম্যাচ খেলেছেন ইনজামাম, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। পেস এবং স্পিন দু'টো বলই চমৎকার খেলেন ইনজামাম। ১৯৯২ সালে পাকিস্তান যে বিশ্বকাপ জেতে, তাতে বড় অবদান ছিল তাঁর। তরুণ ইনজামাম নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে দলকে বিশ্বকাপ জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। এবারও তাঁর অভিজ্ঞতা ও ব্যাটিং দক্ষতার উপর অনেকটা নির্ভর করবে পাকিস্তান। তাঁর প্রথম বিশ্বকাপে জিতেছিল পাকিস্তান, শেষটিতেও কি পারবে? আশা করা যায়, ৩৭ বছরের ইনজামাম উল হক তাঁর সমস্ত দক্ষতা উজাড় করে দেবেন এবার।

অস্ট্রেলিয় ঐতিহ্য মেনে খুব সম্ভবত এটাই শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে সে দেশের অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়েরও। সাফল্যের শীর্ষে থাকতে-থাকতেই অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা ক্রিকেট ছাড়েন। সর্বশেষ উদাহরণ শেন ওয়ার্ন এবং গ্লেন ম্যাকগ্রা। এই বিশ্বকাপের পরই অবসর নেবেন ম্যাকগ্রা। পন্টিং তো এখন সাফল্যের চূড়ায় অবস্থান করছেন, যেমন সাফল্য অধিনায়ক হিসেবে, তেমন ব্যাটসম্যান হিসেবেও। সদ্য অ্যাসেজ সিরিজে ইংল্যান্ডকে ৫-০ ম্যাচে গুঁড়িয়ে দিয়েছে পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়া। আর পন্টিং নিজে গত মরশুমের পারফরম্যান্সের জোরে আই সি সি-র বিচারে 'প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার' এবং 'বেস্ট টেস্ট প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার' হয়েছেন। তাঁর একটি স্মরণীয় ইনিংস দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১০৫ বলে ১৬৪ রান। বিশ্বকাপেও তাঁর এরকম কিছু স্মরণীয় ইনিংস আছে। গত বিশ্বকাপেই ভারতকে ফাইনালে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন ১২১ বলে ১৪০ রানের একটি ঝকঝকে ইনিংস খেলে। গত বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন অবশ্যই রিকি পন্টিং। ১১ ম্যাচে তাঁর রান ছিল ৪১৫। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং পছন্দ করেন পন্টিং, কভার ড্রাইভ মারায় অসম্ভব দক্ষ। এই বিশ্বকাপেও অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের সম্ভাবনা অনেকটাই নির্ভর করছে তাঁর দক্ষতার উপর। ব্যাটসম্যান এবং অধিনায়ক হিসেবে পরপর দু'বার বিশ্বকাপ জয়ের তৃপ্তির চেয়ে আর বড় কী হতে পারে! ৩৪ বছরের পন্টিং সেই তৃপ্তি নিয়েই বিশ্বকাপ ছাড়তে চাইবেন।

বিশ্বকাপ ছাড়ার কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন পন্টিংয়ের সতীর্থ গ্লেন ম্যাকগ্রা। ক্যারিবিয়ান মাঠেই দেখা যাবে তাঁর নিয়ন্ত্রিত পেস

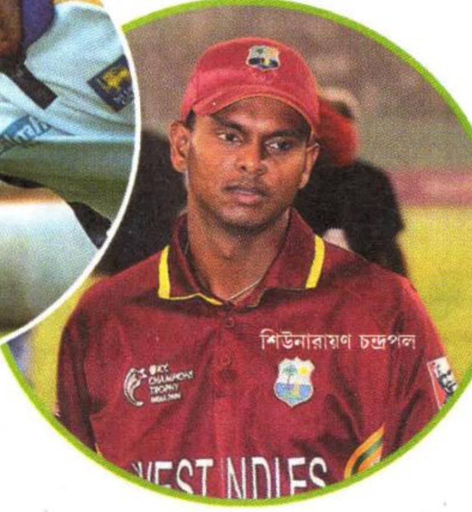


শিউনারায়ণ চন্দ্রপল

বোলিংয়ের শেষ নমুনা। গত বিশ্বকাপে অসম্ভব ভাল বল করেছিলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা পেসার ম্যাকগ্রা। ১১টি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ছিল ২১টি উইকেট, নামিবিয়ার বিপক্ষে করেন বিশ্বকাপের সেরা বোলিং, ১৫ রানে পান সাত উইকেট, যা এখন পর্যন্ত কোনও বোলার পাননি। ফাইনালেও তুলে নেন ভারতের তিনটি উইকেট। মিডিয়াম পেস বল করেন ম্যাকগ্রা, কিন্তু নিশানা এবং সুইং এত চমৎকার যে, বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানরাও তাঁর বল খেলেন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে। বলের এই দক্ষতার জোরেই ম্যাকগ্রা পেস বোলারদের মধ্যে সেরা হয়ে টেস্টজীবন শেষ করেছেন, পেয়েছেন ৫৫৭টি উইকেট, ওয়ান ডে-তে এখন পর্যন্ত তাঁর সংগ্রহ ৩৪২টি উইকেট। শেষ বিশ্বকাপে উইকেট তো অবশ্যই বাড়বে, কিন্তু শুধু তো দুর্দান্ত বোলিংয়ের ঝলক দেখিয়ে নিশ্চয়ই বিশ্বকাপকে বিদায় জানাবেন না ৩৭ বছরের গ্লেন ম্যাকগ্রা।

শেষ বিশ্বকাপ খেলছেন শন পোলকও। দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার পোলকের বয়স এখন ৩৩, এ ছাড়া চোট-আঘাতে প্রায়ই তিনি কাবু হচ্ছেন, ফর্মও বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। সুতরাং এই বিশ্বকাপেই শেষবার জ্বলে উঠবার সুযোগ পাবেন পোলক। অলরাউন্ডার পোলক দক্ষিণ আফ্রিকার একমাত্র ক্রিকেটার, যিনি টেস্টে ৪০০-রও বেশি উইকেট (৪১২টি) নিয়েছেন, রান করেছেন ৩,৭৪১। ওয়ান ডে-তেও পোলকের দক্ষতা কম নয়, উইকেট সংখ্যা ৩৬৪, রান ২,৯৩৫। দ্রুত, সঠিক নিশানায় বল করা এবং আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করার জন্য বিখ্যাত শন পোলকের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু ১৯৯৬ সালে। গত বিশ্বকাপে তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক। কিন্তু গতবার ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এবং দলগতভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার পারফরম্যান্স একেবারেই ভাল ছিল না। পোলকের শেষ বিশ্বকাপ নিশ্চয়ই সাফল্য দিয়েই শেষ হবে, কেননা, প্রতিভাবানরা শেষ মুহূর্তেও জ্বলে উঠবার ক্ষমতা রাখেন।

শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে ইংল্যান্ডের অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিউনারায়ণ চন্দ্রপল এবং শ্রীলঙ্কার চামিন্ডা ব্যাসেরও। অলরাউন্ডার ফ্লিনটফের সাফল্যের উপর বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের দৌড় কতটা তা নির্ভর করছে। ফ্লিনটফের সাম্প্রতিক ফর্ম অবশ্য মোটেই ভাল নয়, অ্যাসেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রায় দর্শকের। হাঁটুর চোটেও বিব্রত ফ্লিনটফ নিশ্চয়ই তাঁর শেষ বিশ্বকাপে জ্বলে ওঠার চেষ্টা করবেন। ফর্মের বিচারে ভাল জায়গায় আছেন চন্দ্রপল। নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে অনেক দিনই খেলছেন তিনি। লারার সঙ্গে তিনি যদি যোগ্য সঙ্গত করতে পারেন তবেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবারের বিশ্বকাপে ভাল ফল করবে। চন্দ্রপলের মতো এবারই শেষ বিশ্বকাপ খেলবেন ৩৩ বছরের পেসার ও অলরাউন্ডার চামিন্ডা ব্যাসও। ওয়ান ডে-তে ৩৬৩ টি উইকেট ও ১,৮৬২ রান করা ব্যাস শ্রীলঙ্কার অন্যতম সেরা অস্ত্র।

এই জ্বলে ওঠা দেখার আনন্দই আলাদা। বিশ্বসেরা তারকাদের বিদায়ক্ষণ দক্ষতার বিচ্ছুরণে উজ্জ্বল হলে ক্রিকেট সমৃদ্ধ হবে, বিশ্বকাপ হয়ে উঠবে আবার রঙিন।

রিকি পন্টিং

# বিশ্বকাপ ইতিহাসের পাতা থেকে

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। এখন তা ক্রিকেটের মহাযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে আগের আটটি বিশ্বকাপের কথা লিখেছেন তানাজী সেনগুপ্ত

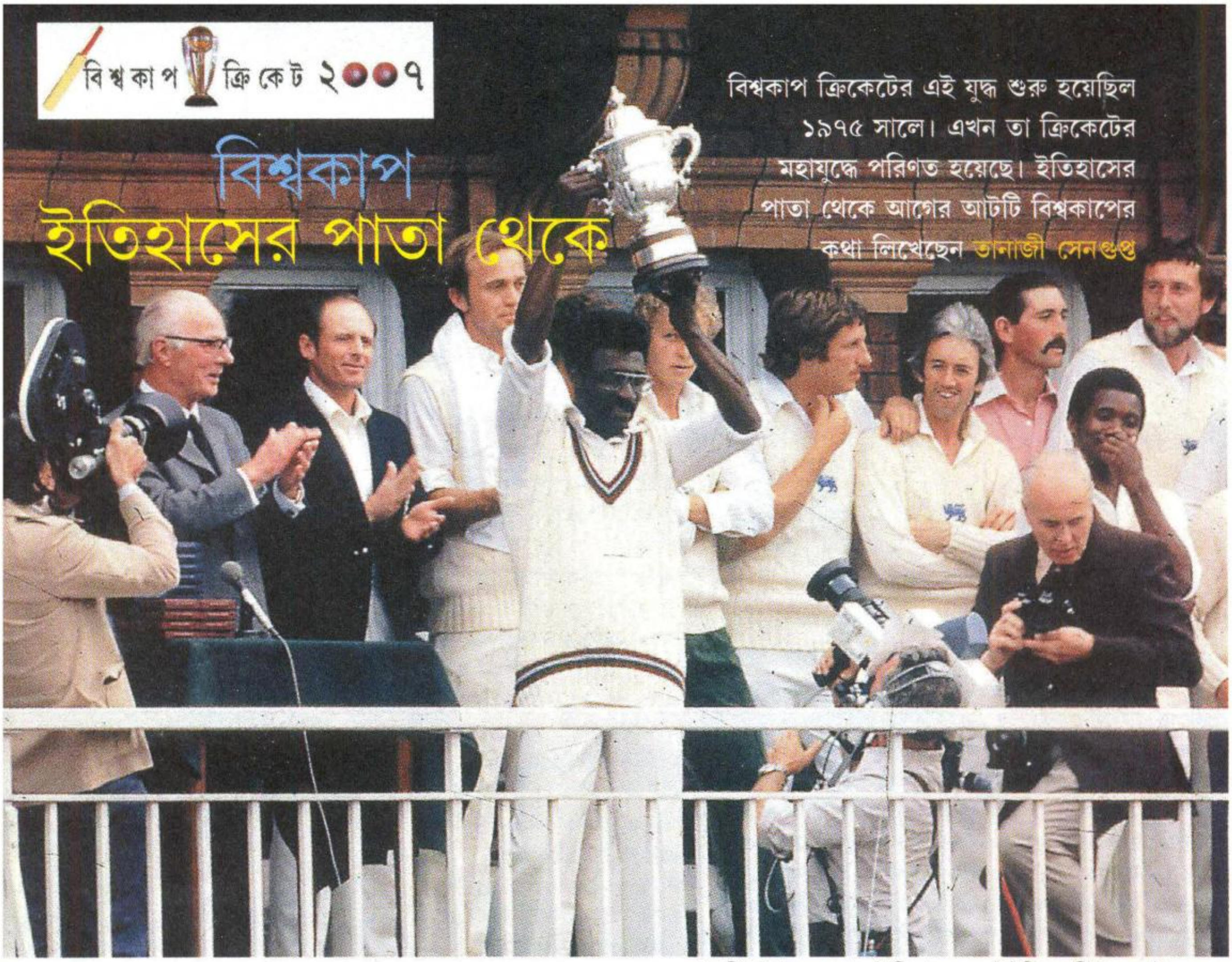

প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের পর ট্রোফি হাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড

বিশ্বকাপ শুরুর ইতিহাসের সঙ্গে এমন দু'টি ভারতীয় 'কীর্তি' জড়িয়ে আছে, যা কেউ কোনও দিন ভাঙতে পারবেন না। এক, বিশ্বকাপের প্রথম বলটি করার কৃতিত্ব ভারতীয় বোলার মদনলালের। দুই, ওই প্রথম ম্যাচেই ভারতীয় ওপেনার সুনীল গাওস্করের পুরো ৬০ ওভার ব্যাটিং করে ৩৬ রানে নট আউট থাকার 'কৃতিত্ব'। গাওস্কর জীবনে দ্বিতীয়বার এরকম শ্লথ ও জঘন্য ইনিংস খেলেননি।

আগে থেকে চলা এই ধরনের শ্লথ ও বৈচিত্র্যহীন ক্রিকেটকে পালটাবার জন্যই টেস্ট ক্রিকেটের পাশাপাশি প্রথমে ওয়ান ডে ম্যাচ এবং পরে বিশ্বকাপের পরিকল্পনা। ছ'য়ের দশকে ক্রিকেট মাঠে দর্শকসংখ্যা কমতে থাকায় সারা বিশ্বের ক্রিকেট সংগঠকরাই বিচলিত হয়ে পড়েন। উত্তেজনা ও জনপ্রিয়তা আনার লক্ষ্যে ইংল্যান্ডে শুরু হয় জিলেট কাপ, পরে ওয়ান ডে ম্যাচ। এবং এরই সংগঠিত ও সম্প্রসারিত রূপ চার বছর অন্তর অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।

প্রথম বিশ্বকাপের আয়োজন করে ইংল্যান্ড ১৯৭৫ সালে। এই বিশ্বকাপে অংশ নেয় ৮টি দেশ—ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব আফ্রিকা এবং আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড। আটটি দেশকে ভাগ করা হয় দু'টি গ্রুপে। লিগ ভিত্তিতে খেলা হয় এবং প্রত্যেক গ্রুপের প্রথম দু'টি দল সেমিফাইনালে যায়। ৭ থেকে ২১ জুন—এই দু' সপ্তাহ ধরে চলে ১৫টি ম্যাচ, প্রতিটি ইনিংস ৬০ ওভারের। ভারত প্রথম ম্যাচেই বিশ্রীভাবে হারে ইংল্যান্ডের কাছে, সেবার ভারত গ্রুপের সীমাও অতিক্রম করতে পারেনি। ফাইনালে যায় অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দু' দলই দারুণ ব্যাটিং করে, সারাদিনে সংগৃহীত হয় ৫৬৫ রান। বছরের দীর্ঘতম দিন, ২১ জুন লর্ডসে খেলা শুরু হয় ১১টায়, শেষ হয় ৮টা ৪২ মিনিটে। মাত্র ৮২ বলে ঝড়ের গতিতে শতরান করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড, 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' তিনিই। শেষ পর্যন্ত লড়ে গেলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৮ উইকেটে ২৯১-এর জবাবে অস্ট্রেলিয়া করে ২৭৪, হেরে যায় ১৭ রানে। দুর্দান্ত ব্যাটিং লাইন আপ, দুর্ধর্ষ বোলিং শক্তি এবং অসাধারণ ফিল্ডিংয়ের জোরে যোগ্য দল হিসেবেই প্রথম বিশ্বকাপ বা প্রুডেনশিয়াল কাপ জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রচুর দর্শকসংখ্যা ও অর্থ উপার্জন, দু' দিক দিয়েই সাফল্য পান নির্বাচকরা।

১৯৭৯ সালে আয়োজিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপেও অংশ নেয় ৮টি দেশ—ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও কানাডা। এবারও ইংল্যান্ডেই আয়োজিত হয় বিশ্বকাপ, ৯-২১ জুন। তবে অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবের কেরি প্যাকারের 'ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেট'-এর জন্য কিছুটা বিঘ্নিত হয় এবারের বিশ্বকাপ। এবারও ভারত প্রথম ম্যাচ খেলে এবং শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে যায়। লর্ডসে ফাইনালে ক্যারিবিয়ানদের সামনে পড়ে ইংল্যান্ড। ভিভিয়ান রিচার্ডস করেন আক্রমণাত্মক ১৩৮ রান। তিনি নট আউট থেকে হন 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৯ উইকেটে ২৮৬ রানের জবাবে

ইংল্যান্ড করে ১৯৪। ৯২ রানে জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বে। এটি তাদের দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়।

তৃতীয় বিশ্বকাপের আসর বসে ইংল্যান্ডেই ১৯৮৩ সালে। যোগদানকারী দেশের সংখ্যাও এক, শুধু কানাডার বদলে আই সি সি ট্রোফিতে চ্যাম্পিয়ন জিম্বাবোয়ে অংশ নেয়। ৮টি দল দু'টি গ্রুপে একবারের বদলে দু'বার মিলিত হয়। ফলে ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭টি। ভারত দুর্দান্ত শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দেয় । ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই প্রথম বিশ্বকাপে হারল। ভারত দারুণ জয় পায় জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে। কপিলদেব অসাধারণ খেলেন, তাঁর ১৭৫ রানের নট আউট ইনিংসটি সাজানো ছিল ছ'টি ছক্কা ও ১৬টি চার-এ। ভারত হারায় অস্ট্রেলিয়াকে, জয়ের ধারা অব্যাহত থাকে সেমিফাইনালেও, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। লর্ডসে ২৫ জুন ক্যারিবিয়ান সমর্থকরা জয়ের হ্যাটট্রিক পালন করার জন্য হাজির হলেন। উৎসব পালন শুরু হল, যখন ভারত ৬০ ওভারও খেলতে ব্যর্থ হয়ে মাত্র ১৮৩ রানে অল আউট হয়ে যায়। কিন্তু এরপরই শুরু হয় ক্রিকেটের আসল অনিশ্চয়তার খেলা। রিচার্ডসকে দুরন্ত ক্যাচে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান কপিলদেব। বলে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন মহিন্দর অমরনাথ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষ হয়ে যায় মাত্র ১৪০ রানে। ভারতের জয় ৪৩ রানে। 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' মহিন্দর অমরনাথ। রাতের ভারতে তখন আনন্দ ও উচ্ছ্বাস, আলোর রোশনাইয়ে দিনের ঔজ্জ্বল্য— কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে ওটিই সবচেয়ে স্মরণীয় দিন।

১৯৮৭ সালে বসে চতুর্থ বিশ্বকাপের আসর ভারত ও পাকিস্তান দু'টি দেশ মিলিয়ে। বিশ্বকাপের জায়গা যেমন বদল হয়, স্পনসরও পরিবর্তন হয়, নিয়মেও আসে কিছু রদবদল। এবার বিশ্বকাপ স্পনসর করে রিলায়েন্স কোম্পানি। খেলা হয় ৬০ ওভারের বদলে ৫০ ওভারের। খেলা চলে ৮ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর। গত বিশ্বকাপের ৮টি দেশই এবারও প্রতিদ্বন্দ্বী। দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই বিশ্বকাপে গ্রুপের বাধাই পেরোতে ব্যর্থ হয়। ভারত সেমিফাইনালে হারে। এরই মধ্যে ব্যক্তিগত উজ্জ্বল পারফরম্যান্স, ভারতের বোলার চেতন শর্মা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন। ফাইনালে ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডকে হারাল অস্ট্রেলিয়া, প্রথমবার ফাইনালে উঠেই বিশ্বকাপ জিতল অস্ট্রেলিয়া অ্যালান বর্ডারের নেতৃত্বে।

পঞ্চম বিশ্বকাপের আসর বসে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ১৯৯২ সালে। শুরু হয় ২২ ফেব্রুয়ারি, শেষ হয় ২৫ মার্চ। এই বিশ্বকাপে অংশ নেয় ৯টি দেশ। এবারই প্রথম যোগ দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। সব দেশ 'রাউন্ড রবিন লিগে' পরস্পরের বিপক্ষে খেলে। এই বিশ্বকাপে নতুনত্ব আরও আছে—এই প্রথম শুরু হয় দিন-রাতের ম্যাচ, রঙিন পোশাক, সাদা বল, কালো রঙের সাইট স্ক্রিন—সব শুরু হয় এই বিশ্বকাপে। শেষ চারে যেতে ব্যর্থ হল আগের তিন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন—ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে ইংল্যান্ড এবারও হারল, জিতল ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান। নায়ক হলেন তরুণ ব্যাটসম্যান ইনজামাম উল হক এবং 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হন বোলার ওয়াসিম আক্রম।

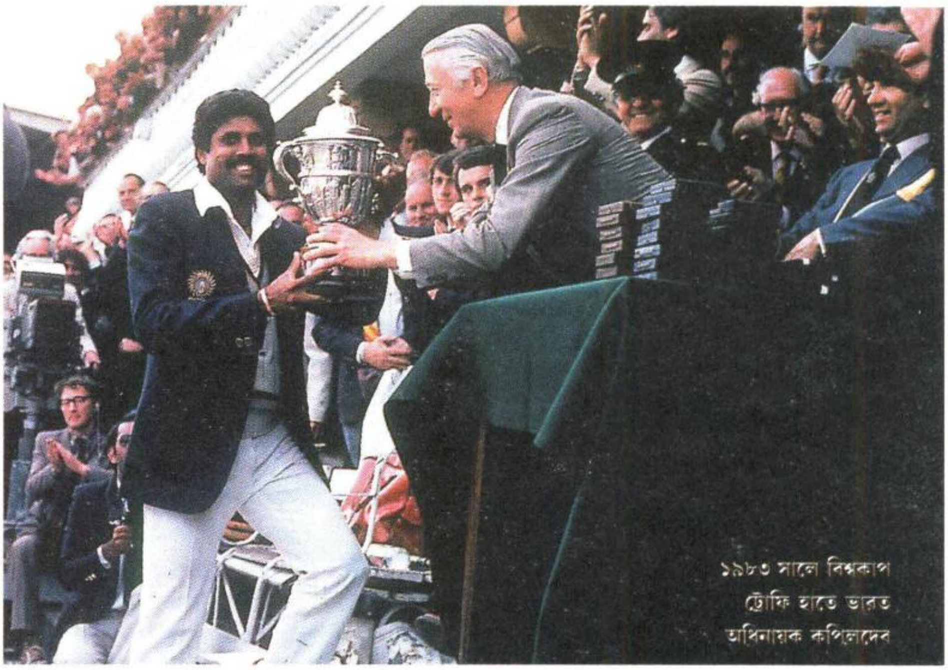
১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ ট্রৌফি হাতে ভারত অধিনায়ক কপিলদেব

ষষ্ঠ বিশ্বকাপের আসর বসে এই উপমহাদেশে ১৯৯৬ সালে। খেলা হয় ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা জুড়ে। যোগ দেওয়া দেশের সংখ্যা বেড়ে হয় ১২টি। অতিরিক্ত তিনটি দেশ নেদারল্যান্ডস, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও কিনিয়া। ম্যাচ বেড়ে হল ৩৭টি। অর্জুন রণতুঙ্গা, অরবিন্দ ডি সিলভার দাপটে অস্ট্রেলিয়াকে সাত উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতে নিল শ্রীলঙ্কা অর্জুন রণতুঙ্গার নেতৃত্বে। এই প্রথম শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ জয়। এই বিশ্বকাপে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হন অরবিন্দ ডি সিলভা।

১৯৯৯ সালে সপ্তম বিশ্বকাপের আসর বসল ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ড, এই চারটি দেশ মিলিয়ে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম থেকেই চ্যাম্পিয়নের মতো খেলছিল, 'সুপার সিক্স' পর্যায়ে তারা দুর্দান্ত খেলল। ফাইনালে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিল ১৩২ রানে, ২০ ওভারের কমেই তুলে নিল জয়ের প্রয়োজনীয় রান। ১৯৮৭ সালের পর এই নিয়ে দ্বিতীয় বার স্টিভ ওয়'র নেতৃত্বে তারা জিতে নিল বিশ্বকাপ।

দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও কিনিয়ায় অষ্টম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হল ২০০৩ সালে। এই বিশ্বকাপে দেশের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪টি। চমক দেখাল কিনিয়া। তবে সেমিফাইনালে তারা হারল ভারতের কাছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারত চমৎকার খেলে ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছলেও, হারল অস্ট্রেলিয়ার পেশাদারি ব্যাটিংশক্তির কাছে। বিশ্বকাপ ফাইনালে সর্বোচ্চ ২ উইকেটে ৩৫৯ রান করল অস্ট্রেলিয়া। ভারত হারল ১২৫ রানে। 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হলেন অধিনায়ক রিকি পন্টিং। বিশ্বকাপ তিনবার জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। এ পর্যন্ত তারাই একমাত্র দেশ, যারা তিন বার বিশ্বকাপ জিতল।

এবারও বিশ্বকাপ ক্রিকেটের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা পৃথিবীর ক্রিকেটপ্রেমী মানুষ। এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড এবং আয়োজক দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্রিকেটের এই মহাযুদ্ধে কারা জিতবে, এই দৃশ্য দেখার জন্য বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভাল স্টেডিয়ামের দিকে তাকিয়ে থাকব আমরাও।

# বিশ্বকাপ ক্রিকেটের টক, ঝাল, মিষ্টি

ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিংয়ের বাইরেও ক্রিকেটের মহাযুদ্ধে ঘটে নানা মজাদার ঘটনা। বিশ্বকাপ ক্রিকেট থেকে এরকমই কিছু অন্য রকম ঘটনা সংকলন করেছেন **অভিজিৎ সুকুল**

### একা ফারুক

ক্রিকেট মানেই এখন পয়সা। স্পনসরারদের আনুকূল্যে ক্রিকেটে এখন পুরস্কার-অর্থ নেহাত কম নয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দল কত পুরস্কার পেয়েছিল শুনলে অবাক হতে হয়! একটি ম্যাচে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হয়ে ফারুক ইঞ্জিনিয়ার পেয়েছিলেন ৫০ পাউন্ড অর্থমূল্যের পুরস্কার। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি যে, গোটা টুর্নামেন্টে ওটাই ছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের মোট রোজগার।

### অনিবার্য কারণে

১৯৯৬ বিশ্বকাপের ঘটনা। পটনায় জিম্বাবোয়ে-কিনিয়া ম্যাচ চলছে। হঠাৎই দেখা গেল টিভি আম্পায়ার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ফরিদ মালিক মাঠে ঢুকছেন এবং দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা পাক আম্পায়ার খিজার হায়াত। পরে জানা গেল, হায়াতের মাঠ ছাড়ার কারণ হল, পেটের গোলমাল। বিশ্বকাপের ম্যাচে 'অনিবার্য কারণে' আম্পায়ার বদলের ঘটনাও সেই প্রথম।

### ক্যাচ ফেলে ম্যাচও জেতা যায়

হার্শেল গিব্‌স যখন বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্টিভ ওয়'র ক্যাচ ফেলেছিলেন, স্টিভ তখন নাকি বলেছিলেন, "ম্যাচটাই ফেলে দিলে তুমি!"

সকলেই জানে, সত্যিই সেদিন হেরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

কিন্তু ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ম্যাচ জিততে! ৩৮ ওভারের পর ইংল্যান্ডের স্কোর তখন বিনা উইকেটে ১২৯। মিড-অনে সহজ ক্যাচ দিলেন জিওফ বয়কট। লয়েড জানতেন বয়কট আউট হলেই ক্রিজে আসবেন ইয়ান বোথামের মতো মারকুটে ব্যাটসম্যান। ইংল্যান্ডের রানের গতি আটকাতে সেদিন তাই বয়কটের ক্যাচ ফেলেই দিলেন ধুরন্ধর লয়েড। বলা বাহুল্য, চালটা কাজে দিয়েছিল। বয়কট আউট হওয়ার পর রান বাড়ানোর তাড়াহুড়োয় মাত্র ১৯৪ রানেই অল-আউট হয়ে গেল ইংল্যান্ড।

### পুলিশের আমন্ত্রণ আম্পায়ারকে

১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে বব উইলিসের একটি বল সন্দীপ পাতিল সীমানার বাইরে পাঠাতেই মাঠে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল দর্শকরা। দু' দলের স্কোর তখন সমান। অর্থাৎ খেলা শেষ হয়নি। এমন অবস্থায়, পিচ বাঁচাতে দু'টো স্টাম্প তুলে নিয়ে দর্শকদের দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন আম্পায়ার ডি ও অসলিয়ার। দর্শকরা তাঁর রণংদেহী মূর্তি দেখে দৌড়ে পালায়। এর আগে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে ঠিক এভাবেই দু' জন দর্শককে মেরে ছিলেন অসলিয়ার। সংবাদপত্রে এই ঘটনার নিন্দা হলেও খুশি হয় পুলিশ। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে পুলিশ বিভাগে যোগদানের আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল।

### ভাই-ভাই

বিশ্বকাপে এক সঙ্গে খেলেছেন এরকম ভাইদের সংখ্যা প্রচুর। প্রথম বিশ্বকাপেই যেমন অস্ট্রেলিয়া দলে ইয়ান এবং গ্রেগ চ্যাপেল। পাকিস্তান দলে ছিলেন মুস্তাক এবং সাদিক মহম্মদ। নিউজিল্যান্ড টিমে হ্যাডলি এবং জিওফ হাওয়ার্থ দুই ভাই ছাড়াও ছিলেন ব্যারি, রিচার্ড এবং ডেল, এই তিন হ্যাডলি-ভাই। গত বিশ্বকাপে আবার জিম্বাবোয়ে-নামিবিয়া খেলায় দেখা গিয়েছিল এক বিরল দৃশ্য। জিম্বাবোয়ের অ্যান্ডি ও গ্র্যান্ট ফ্লাওয়ারের মোকাবিলায় নামিবিয়া দলে ছিলেন লুই ও সরেল বার্গার, ডিয়ন এবং বিয়র্ন কোটজে, এই দু' জোড়া ভাই। ওই নামিবিয়া দলেরই রুডি ফুরেন ছিলেন প্রথম খেলোয়াড়, যাঁর ঝুলিতে রয়েছে একই সঙ্গে ক্রিকেট এবং রাগবি বিশ্বকাপে খেলার বিরল কৃতিত্ব। ১৯৯৬

সালে অস্ট্রেলিয়া-কিনিয়া ম্যাচেও মাঠে দেখা গিয়েছিল তিন জোড়া ভাইকে। স্টিভ-মার্ক ওয় ভাইদের সঙ্গে টক্করে নেমেছিলেন স্টিভ-ডেভিড টিকোলো এবং মরিস-এডওয়ার্ড ওদুম্বে দুই ভাই।

### কপিলের কপাল মন্দ

ভারতের একমাত্র বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক হলে কী হবে, বিশ্বকাপ নিয়ে কপিলদেবের জীবনে হতাশাও এসেছে বার দু'য়েক। প্রথমটি, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপে কপিলের সেই দুর্দান্ত ১৭৫ রানের ইনিংসের কোনও রেকর্ডিং নেই। বি বি সি-র ধর্মঘটের জন্যে কপিলের অসাধারণ লড়াইটি টেলিভিশনের পরদায় দেখা যায়নি। দ্বিতীয়টি, ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কপিলদেব পৌঁছতেই পারেননি বিমান বিভ্রাটের জন্যে। সিডনির বিমানের অপেক্ষায় টানা দু' দিন হংকংয়ে আটকে থাকতে হয়েছিল 'হরিয়ানা হারিকেন'কে।

### লাকি ওদুম্বে

১৯৯৬ সালে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময় তখন ব্যাট করছিলেন কিনিয়ার অধিনায়ক মরিস ওদুম্বে। গ্লেন ম্যাকগ্রার একটি বল ওদুম্বের প্যাডে লেগে গড়াতে-গড়াতে এসে উইকেটে আঘাত করল। অদ্ভুতভাবে উইকেটের

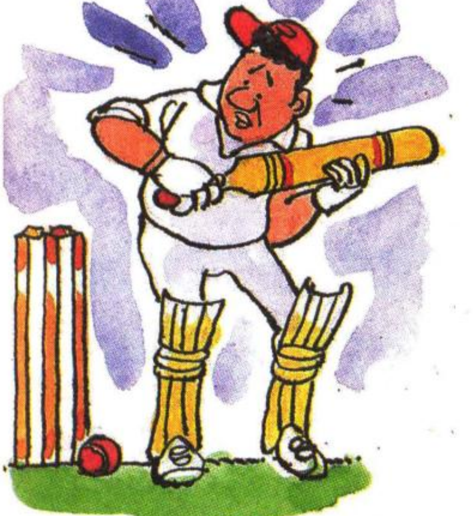

মাথা থেকে নড়েনি একটি বেলও। 'জীবন' ফিরে পেলেন ওদুম্বে। কৃতজ্ঞ কিনিয়ার অধিনায়ক দু' বার চুমু খেলেন উইকেটে। সেই ম্যাচে হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি।

## বড় পরদায় ১৯৮৩-র টিম ইন্ডিয়া

১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী টিম ইন্ডিয়াকে দেখা গিয়েছিল 'কভি আজনবি থে' নামের এক সিনেমায়। বিজয় সিংহ পটবর্ধন পরিচালিত ওই ছবির নায়ক ছিলেন সন্দীপ পাতিল, খলনায়ক সৈয়দ কিরমানি। দুই সতীর্থের ছবিতে 'গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স' দিয়েছিল গোটা ভারতীয় দল। ওই দলে ছিলেন বাঁ-হাতি পেস বোলার সুনীল ওয়ালসনও। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকলেও একটি ম্যাচেও খেলার সৌভাগ্য হয়নি যাঁর।

## পিতৃত্বের আনন্দে

পরবর্তীকালে তিন-তিনবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠলেও ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছতে পারেনি ইংল্যান্ড। দলের বাকি ক্রিকেটাররা সেই দুঃখে মনমরা থাকলেও, টনি গ্রেগ, জিওফ আর্নল্ড আর অ্যালান নটের কাছে ব্যাপারটি অতটা হতাশাজনক ছিল না। বিশ্বকাপের পর তিনজনই মেতেছিলেন নতুন পিতৃত্বের আনন্দে। বিশ্বকাপ চলাকালীন তিন ক্রিকেটারই সন্তান লাভ করেন।

## খাট-বিভ্রাট

বালারাতের অল্প চেনা মাঠ, ইস্টার্ন ওভালে খেলা পড়েছিল ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা ওই ছোট্ট শহরের হোটেলে থাকলেও ইংল্যান্ড দল বেছে নিল প্রায় একশো কিলোমিটার দূরের মেলবোর্ন শহরের হোটেলকে। না, অনর্থক নাকউঁচু মনোভাব নয়। বালারাতের হোটেলের খাটগুলো আকারে ছোট ছিল বলে দীর্ঘদেহী ইংল্যান্ড খেলোয়াড়রা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ম্যাচের দিন তাই একশো কিলোমিটার দূর থেকে খেলতে আসতে হয়েছিল তাঁদের।

## এক দিনে দু' বার

১৯৭৫ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে শ্রীলঙ্কা মাত্র ৮৬ রানে অলআউট হয়ে গেল। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই খেলাটি শেষ হয়ে যাওয়ায় মাঠে উপস্থিত হাজার পাঁচেক দর্শকের বিনোদনের জন্য একটি প্রদর্শনীম্যাচ খেলে দু' দল। বিশ্বকাপে প্রথম এবং একমাত্র এই ঘটনা।

## লয়েডের সংস্কার

কেউ বা মাঠে ঢোকার সময় একটি 'বিশেষ' পা আগে ফেলেন, কেউ বা পকেটে রাখেন লাল রুমাল। অনেক ক্রিকেটারেরই আছে এমন হাজারও সংস্কার। তাই বলে বিশ্বকাপের জন্য বিশেষ সংস্কার? ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডের ছিল সেটাই। ১৯৭৫ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে তাঁর দলের গ্রুপ ফোটো তুলেছিলেন জনৈক ব্রিটিশ ফোটোগ্রাফার কেন কেলি। বিশ্বকাপ জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চার বছর পরের বিশ্বকাপে লয়েডের অনুরোধে লর্ডসের সেই একই জায়গায় আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ফোটো তোলেন কেলি। সেবারও বিশ্বকাপ যায় দ্বীপরাষ্ট্রেই। ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপে লয়েড বহু খুঁজেও বের করতে পারেননি কেলিকে। লর্ডসের ব্যালকনিতে কাপ হাতে কপিলদেবকে সেই কারণেই কি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম?

## জোন্সের কাণ্ড

১৯৮৭ সালে রিলায়েন্স বিশ্বকাপে চেন্নাইয়ে একটি খেলা চলাকালীন সাইমন ও' ডোনেলের বলে ইয়ান বুচার্টের একটি দুর্দান্ত ক্যাচ লোফেন ডিন জোন্স। ক্যাচটি ধরেই আনন্দে এত জোরে বলটি ছুড়েছিলেন যে, স্টেডিয়ামের ছাদ টপকে সেটি সোজা এসে পড়েছিল পাশের একটি বাড়ির ব্যালকনিতে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন এক মহিলা ও তাঁর শিশুপুত্র। ঘটনাটির জন্য অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন ডিন জোন্স।

## প্রবলেম যখন প্যাড

ছেলেটির যখন ১৯ বছর বয়স, ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেটের 'বিস্ময় প্রতিভা'র জন্য যে প্যাডগুলো দেওয়া হয়েছিল, পরার সময় দেখা গেল সেগুলো সাইজে অনেক বড়। মহা সমস্যায় পড়লেন সচিন তেন্ডুলকর। তাঁর নিজের কাছে ঠিক মাপের যে প্যাডগুলো রয়েছে তার রং আকাশি নীল। অথচ ভারতীয় দল পরবে গাঢ় নীল রঙের প্যাড। সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন দলের ফিজিও ডঃ আলি ইরানি। সচিনের প্যাডে রং করতে বসে গেলেন তিনি। সে যাত্রায় প্যাড বিভ্রাট এভাবেই সামাল দিয়েছিলেন সচিন।

*ছবি: দেবাশিস দেব*


প্র কা শি ত ন তু ন ব ই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
**একশো বছরের সেরা রম্য রচনা** ১০০

**কুইজ অ্যান্ড জিকে** ৭০
**৫০০১ কুইজ** ৫০

**বিগ বি**
অমিতাভ বচ্চনের অনেক না জানা না বলা কথা।
লিখেছেন সুতপা দত্ত। দাম ৪০

**ডেল কার্নেগী সমগ্র**
অনুবাদ উত্তম ঘোষ। দাম ১২৫ টাকা।

ডেল কার্নেগীর অন্যান্য গ্রন্থ
বন্ধুলাভ ও অন্যের ওপর প্রভাববিস্তার করবে কিভাবে ৩০
উদ্বেগ থামিয়ে নতুন জীবন শুরু করবে কিভাবে ৪০
নিজের জীবন ও কাজ উপভোগ করবে কিভাবে ২৫
গণভাষণের দ্বারা আত্মবিশ্বাস উন্নয়ন ও প্রভাববিস্তার করবে কিভাবে ৩০
ফলপ্রদ বাক্যালাপের দ্রুত ও সহজ পথ ৩০

**ভোঁদর বাহাদুর** ■ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দাম ৩০
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত
**নানা রঙের রূপকথা** ৫০
**বাংলার সেরা অ্যাডভেঞ্চার গল্প** ৪০

**তিন কন্যা**
রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ গল্প। দাম ৩০ টাকা।

**সাহিত্য তীর্থ:** ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩ Phone 2241 5903

# ক্রিকেট বনাম ফুটবল

উল্লাস মল্লিক

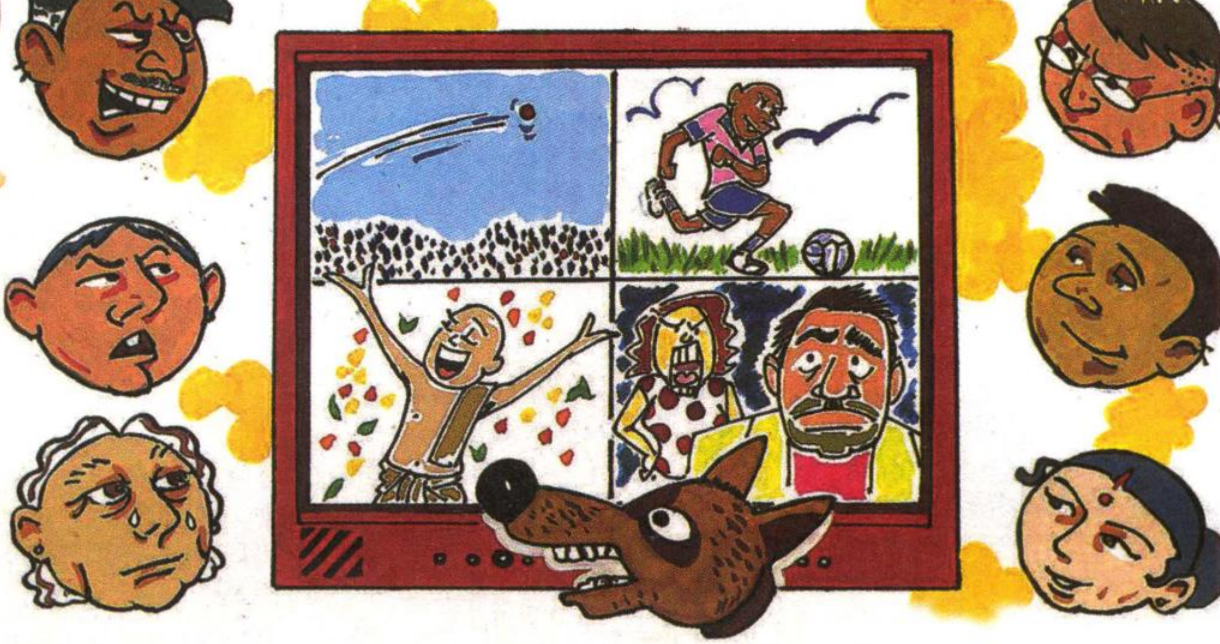

দক্ষিণাচরণবাবু বললেন, "চার হয়েছে।" বামাপদবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, সিক্স।"

দক্ষিণাচরণবাবু একটু গলা চড়ালেন, "ক্রিকেটের কী বুঝিস তুই! চার না ছয় কমেন্ট করার কোনও রাইট তোর নেই।"

বামাপদবাবু বাঁকা হাসলেন, "খেলাটা বেসিক্যালি ডাংগুলি বই তো নয়। এত বোঝাবুঝির কী আছে!"

"হোল্ড ইয়োর টাঙ। মুখ সামলে কথা বলবি।" দক্ষিণাচরণবাবু বললেন।

"শান্ত হ', কুল ডাইন। উত্তেজিত হোস না, ডোন্ট বি এক্সাইটেড। সত্যি কথাটা মেনে নিতে শেখ।"

"ক্রিকেটের মর্ম বোঝা তোর কর্ম নয়। এ হল রাজার খেলা, খেলার রাজা। এ খেলা বুঝতে গেলে ম্যাজেস্টিক মেজাজ চাই। তোর ওই গাঁইয়া খেলা তো নয়! একটা বল নিয়ে হাফ প্যান্ট পরে খুঁদোখুঁদি করছে। দক্ষিণাচরণবাবু মুখখানা থোম্বা করে ঘুরিয়ে নিলেন।

দক্ষিণাচরণ আর বামাপদ সহোদর ভাই। দক্ষিণাচরণ কালো, লম্বা, বামাপদ ফরসা, বেঁটে। দক্ষিণাচরণ তরকারিতে মিষ্টি পছন্দ করেন, আর বামাপদর ঝাল তরকারি ছাড়া মুখে রোচে না। দক্ষিণাচরণ পছন্দ মতো জিনিস আগে ব্যাগে ঢুকিয়ে তারপর দাম জিজ্ঞেস করেন, বামাপদ দামদস্তুর করে জিনিস ব্যাগে ঢোকান। উত্তেজিত হলে বড়জোর ইংরেজি বলে তারপর বাংলা তর্জমা করে দেন। ছোট ভাই বাংলাটা বলে, ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন করেন।

সবচেয়ে বড় কথা, দক্ষিণাচরণ ক্রিকেট আর বামাপদ ফুটবল।

দক্ষিণাচরণের ছেলে ফুটকা আবার ফুটবল। এদিকে বামাপদর ছেলে ব্যাটন আপাদমস্তক ক্রিকেট।

ইডেনে বিশ্বকাপের ফাটাফাটি ফাইনাল ম্যাচ চলছে। জাহির খানের একখানা বল জোর হাঁকিয়েছেন গিলক্রিস্ট। বলটা উড়ে গিয়ে পড়েছে বাউন্ডারির ধারে। কিন্তু দড়ির ভিতরে না বাইরে বোঝা যাচ্ছে না।

আজ সকাল থেকে বাড়িতে বিশ্বকাপ-বিশ্বকাপ হাওয়া। দক্ষিণাচরণ সকাল-সকাল চা খেয়ে বাজারে ছুটলেন। গিয়ে দেখলেন, আলুওলা কেজিতে পঞ্চাশ পয়সা বেশি নিচ্ছে। দক্ষিণাচরণবাবু প্রতিবাদ করলেন।

আলুওলা হেসে বলল, "দাম তো চড়বেই দাদা, বিশ্বকাপের বাজার! ইন্ডিয়া জিতলে দেখবেন আরও পঞ্চাশ পয়সা বেড়ে গিয়েছে।"

তাড়াহুড়ো করে ফিরছিলেন। মোড়ের মাথায় একটা ছেলে সাইকেল নিয়ে হুড়মুড় করে ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। ছেলেটার নড়া ধরে টেনে তুলে ধমক লাগালেন, "আস্তে চালাতে পারিস না!"

ছেলেটা হাফাতে-হাফাতে বলল, "ছেড়ে দিন কাকু, অলরেডি দেড়শো জনের লাইন পড়ে গিয়েছে শুনলাম, আর দেরি হলে ফসকে যাবে।"

"কী ফসকে যাবে?"

"ন্যাড়া হওয়া।"

"খামোকা ন্যাড়া হবি কেন!"

"ন্যাড়া মাথায় ট্রাই কালার আঁকব। ইন্ডিয়াকে জেতাতে হবে না!"

"সে তো যারা মাঠে যায় তারা করে!" দক্ষিণাচরণবাবু বেশ চিন্তিত।

এখানে টিভি চ্যানেলের রিপোর্টাররা আসবে। গত বার 'তরুণ দল' ক্লাবের ৯২ জন ন্যাড়া হয়েছিল, টিভিতে ওদের দেখিয়েছিল। এবার আমরা সেঞ্চুরি করবই। প্লিজ, ছেড়ে দিন কাকু, না হলে এবার তরুণ দল জিতে যাবে।"

হতবাক দক্ষিণাচরণের হাত ছাড়িয়ে ছেলেটা সাইকেলে চড়ে বসল। তারপর প্যাডেল মেরেই চিৎকার, "জিতেগা ভাই জিতেগা, ইন্ডিয়া জিতেগা।"

বামাপদবাবু বেরোলেন লন্ড্রি থেকে

জামাকাপড় আনতে। ফেরার পথে ঢুকলেন নান্তুর চায়ের দোকানে। ঘনঘন চায়ের তেষ্টা পায় বামাপদবাবুর। কিন্তু ব্যাটনের মা বলেই দিয়েছেন, "আজ বেশি চা হবে না। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে রান্না-খাওয়া সেরে ফেলতে হবে।"

নান্তুর দোকানে বেশ ভিড়, প্রবল গুলগাপ্পা চলছে। কেউ বলছে দাদাই আজ হিরো। কেউ বলছে, আরে না না, সচিন। আর-একজন বলল, "আমি বেট ধরছি, ধোনি। অস্ট্রেলিয়াকে ধুনে ছেড়ে দেবে।"

এক কোণে খবরের কাগজটা পড়ে ছিল। বামাপদবাবু তুলে নিলেন। কাগজটার ল্যাজা থেকে মুড়ো পর্যন্ত শুধু বিশ্বকাপ। অথচ আজ ভারতের সঙ্গে নেপালের ফুটবল ম্যাচ আছে। দ্বাদশ পাতার এক কোণে টিমটিম করছে খবরটা। ভাইচুং ভুটিয়া বেশ আশাভরসা দিয়েছেন। মন দিয়ে পড়ছিলেন, নান্তু চা-টা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর রেজাল্ট কী হবে দাদা?"

বামাপদবাবু বললেন, "ইন্ডিয়া তিন গোল দেবেই।"

নান্তুর হাত কেঁপে চা চলকে পড়ল বামাপদবাবুর পাঞ্জাবিতে। বামাপদবাবু তখন ফুটবলে বুঁদ। ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

নান্তু নিজের বাঁ কানটা বামাপদবাবুর দিকে ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, "কী বললেন দাদা?"

"ঠিকই বলছি।" বামাপদবাবু মেজাজে বললেন, "দেখবি, ভাইচুং হয়তো হ্যাটট্রিক করে ফেলল।"

সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেল নান্তু।

চা খেয়ে রাস্তায় পা দিলেন বামাপদবাবু। দোকানের ভিতর থেকে কে যেন বলল, "এঃ হেঃ! ট্রিটমেন্ট করা দরকার। এখন কাউকে কামড়েটামড়ে দিলে মুশকিল।"

আজ খাওয়াদাওয়া বেশ তাড়াতাড়ি শান্তিতে মিটে গিয়েছে। ম্যাচ শুরুর খানিকটা আগে সকলে টিভির সামনে। একটাই টিভি ওদের। ফুটকা-ব্যাটনের ঠাকুরমা হরিমতি বলেছিলেন, "সময় হলে 'নীলাচলে মহাপ্রভু'টা চালাস বাপু। "

ব্যাটন বলল, "ঠাকুরমা, আজ আর ওই 'দোলাচলে মহাপ্রভু' দেখে কাজ নেই। খেলা দ্যাখো।"

ফুটকা বলল, "সন্ধেবেলা ফুটবলের সময় ফুটবল দেখব তো?"

বামাপদ বললেন, "নিশ্চয়ই।"

দক্ষিণাচরণ চিৎকার করলেন, "ইমপসিবল! অসম্ভব! খেলা তখন পিকে উঠবে।"

বামাপদবাবু বললেন, "ফুটকা, নো চিন্তা। খেলা ততক্ষণে শেষ হয়ে যাবে। দেখবি, পন্টিং কাপ নিয়ে নাচানাচি করছে।"

রবি শাস্ত্রী টিপেটাপে, পিচের উপর বিস্তর কিল-চড়-ঘুসি মেরে পিচ রিপোর্ট দিলেন।

দক্ষিণাচরণবাবু বললেন, "বলছে ঠিক, উলটো হবে দেখবি।"

টসে জিতে ব্যাটিং নিলেন পন্টিং। শুরু থেকেই হেডেন আর গিলক্রিস্ট রে-রে করে মারতে শুরু করলেন। তারপর গিলক্রিস্টের শট নিয়ে লেগে গেল দু' ভাইয়ের মধ্যে।

আম্পায়ার থার্ড আম্পায়ারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। থার্ড আম্পায়ারও দিশেহারা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

মিষ্টু ফুটকা-ব্যাটনের পিসির মেয়ে। ক্লাস এইটে পড়ে। মামার বাড়ি এসেছে। সে বলল, "কেউ যখন ঠিক করতে পারছে না, পাঁচ রান দিয়ে দিক।"

তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আম্পায়ার কখন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন কেউ খেয়াল করেনি। ফের খেলা শুরু হতে ব্যাটসম্যানরা আর ঝামেলায় গেলেন না। বলগুলো সোজা ফেলতে লাগলেন গ্যালারিতে। আম্পায়ারদের এখন একটাই কাজ, হাত তুলছেন আর নামাছেন।

বামাপদবাবু ফুট কাটলেন, "আম্পায়ারদের ভাল ব্যায়াম হয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ খেলালে ওঁদের আর ফ্রোজেন সোলডার হবে না।"

কাঁহাতক আর বোলারদের হেনস্থা সহ্য করা যায়। দক্ষিণাচরণবাবু বাইরে যাবেন বলে খাট থেকে নামতে গিয়েছেন, অমনি গিলক্রিস্ট আউট। গ্যালারি নাচছে, জড়াজড়ি করছে ইন্ডিয়ার প্লেয়াররা, পটকার শব্দ আসছে বাইরে থেকে।

ব্যাটনের মা বললেন, "বি-টিভিটা একবার কর, এখন তো অ্যাড দিচ্ছে। 'এক বাতাসের মধ্যে' টা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফুটকার মা রিমোটটা নিয়ে বি-টিভি করে দিলেন। কিন্তু সেখানেও অ্যাড!"

ব্যাটন ছিনিয়ে নিল রিমোটটা। চ্যানেল চেঞ্জ করে দিল। পন্টিং ব্যাট ঘোরাতে-ঘোরাতে নামছেন। নেমেই হাঁকাতে শুরু করলেন পন্টিং। ফের চার-ছয়ের হরির লুট। ব্যাটন বলেই ফেলল, "গিলক্রিস্টটা তবুও রয়েসয়ে মারছিল, এ তো পারলে প্রতি বলে দু'টো ছক্কা মারে।"

হঠাৎ মিষ্টু বলল, "বড়মামা, তুমি যখন খাট থেকে অর্ধেক নেমেছ তখনই আউটটা হল। তুমি আবার অমন করে বোসো।"

ব্যাটন বলল, "হ্যাঁ জেঠু, তোমার এই পশ্চারটা ইন্ডিয়ার পক্ষে নয়।"

ফুটকা-ব্যাটনের মায়েরাও বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার বসেই দ্যাখো না।"

অগত্যা দক্ষিণাচরণবাবু অর্ধেক ঝুলে রইলেন খাট থেকে।

লাস্ট ওভার শুরু করলেন জাহির খান। হঠাৎ সদর দরজা থেকে আকুতি ভেসে এল, "দু'টো চাল-পয়সা ভিক্ষে দাও মা।"

ব্যাটনের মা বললেন, "একটু সবুর করো বাছা। ওভারটা শেষ হোক।"

কিন্তু জাহির খানের ওভার আর শেষ হয় না। নো-ওয়াইডে মিলে মোট তেরো খানা বল করে ক্ষান্ত হলেন জাহির। স্কোর বোর্ডে তখন চারশো আশি। ঝুলে থেকে পায়ে ঝিনঝিনে ধরে গিয়েছে দক্ষিণাচরণবাবুর। ব্যাটনের মা বাইরে এসে দেখলেন ভিখিরিটা চলে গিয়েছে। মনটা হায়-হায় করে উঠল।

দক্ষিণাচরণবাবু বললেন, "তোমার বোলারদের কেরামতি তো দেখাই গেল। এবার ফুটবলটা করো।"

ফুটকা রিমোট টিপে ফুটবল করল। ভারত এক গোলে পিছিয়ে। দক্ষিণাচরণবাবু বললেন, "তোর বীর যোদ্ধারা নেপালের কাছেও হারছে। কী অবস্থা রে!"

বামাপদবাবু বললেন, "হারুক জিতুক, এই হচ্ছে খেলা। শরীরের কসরত হয়, ঘাম ঝরে।"

ফুটকা বলল, "ঠিক বলেছ কাকু, বাঙালির গর্ব ফুটবল।"

"পারবি তোরা কোনওদিন বিশ্বকাপ খেলতে?" দক্ষিণাচরণবাবু প্রশ্ন ছুড়লেন।

"রেখে দাও তোমার বিশ্বকাপ। খেলে তো কুল্লে সাড়ে তেরোখানা দেশ, তার আবার বিশ্বকাপ। নামেই তালপুকুর ঘটি ডোবে না। গোষ্ঠপালের নাম শুনেছ? একডাকে হোল ওয়ার্ল্ড চেনে। খালি পায়ে এমন ট্যাক্‌ল করতেন, বুট জুতো পরা গোরাগুলো ছিটকে পড়ত সাত হাত দূরে। নামই হয়ে গেসল, 'চিনের প্রাচীর'।"

বলতে-বলতেই আর-একটা গোল খেল ভারত। ইন্ডিয়ার এক ডিফেন্ডার বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের গোলে ঢুকিয়ে দিল।

একটু বাঁকা হেসে দক্ষিণাচরণবাবু বললেন, "যাই বলিস, গোলটা কিন্তু চমৎকার করেছে। বল কতটা বাঁক নিল দেখেছিস? রোনাল্ডো, বেকহ্যামরা পারবে কি না সন্দেহ। এই প্লেয়ারটাকে নিশ্চয়ই হোল ওয়ার্ল্ড চেনে। এ কে কী নামে ডাকে রে, 'বাংলার ছিটেবেড়া'?"

বামাপদ গোমড়া মুখে বললেন, "সেমসাইড গোল পার্ট অফ দ্য গেম। তোমার ক্রিকেটে রান আউট হয় না, হিট দ্য উইকেট হয় না?"

"নে রে ব্যাটন, চ্যানেল পালটা। ঘরের ছেলেদের দৃষ্টিনন্দন গোল ফের দেখতে পাবি, বিশ্বকাপ ফাইনাল তো রোজ-রোজ হবে না।" দক্ষিণাচরণ তাড়া দিলেন।

আকাশি জার্সি পরে সচিন-সৌরভ মাঠে

নামছেন। সচিন একবার আকাশের দিকে তাকালেন। ক্যামেরা সৌরভকে ফোকাস করল। চোখ পিটপিট করছেন সৌরভ।

"সচিন বলছেন, ভগবান আমাকে বাঁচাও। আর সৌরভ চোখে সরষে ফুল দেখছেন।" বামাপদ ফুট কাটলেন।

ম্যাকগ্রার ফার্স্ট ওভারটা দেখেশুনে খেললেন সৌরভ। শেষ বলে একটা চারও মারলেন। দু' চারটে পটকা ফাটল বাইরে। ভুলি কুকুরটা এক পাশে শুয়ে ছিল। ডেকে উঠল ঘেউ-ঘেউ করে। মিষ্টু বলল, "সৌরভের সেঞ্চুরি আজ বাঁধা।"

পরের ওভারে ব্রেট-লির দু'টো বল শাঁইশাঁই করে বেরিয়ে গেল সচিনের কানের পাশ দিয়ে। তারপরই টিভির ছবিটা কাঁপতে লাগল, সঙ্গে ডুগডুগ শব্দ।

হাহাকার উঠল, "সর্বনাশ। টিভি বিগড়ে গেল!"

বামাপদবাবু বললেন, "টিভি ঠিকই আছে।"

"মানে!"

"মানে আবার কী! সচিন কাঁপছে, তাই ছবিও কাঁপছে। আর শব্দটা সৌরভের হার্ট বিটের শব্দ।"

পরক্ষণেই ছবি চলে এল পরদায়। সচিন চার মেরেছেন। পরের বলে আবার চার। গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করছেন দক্ষিণাচরণবাবু আর ব্যাটন। পরের বলটা শর্ট পিচ। সচিন হুক করলেন। ছয়! আর সামলাতে পারলেন না দক্ষিণাচরণবাবু। লাফ দিয়ে পড়লেন মেঝেয়। নাচতে গিয়ে ভুলির ল্যাজে পা তুলে দিলেন। ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে ল্যাজ গুটিয়ে ভুলি ছুটল। কাজের মাসিও বসে গিয়েছে টিভির সামনে। ব্যাটনের মা তাড়া দিলেন, "ও মাসি, আর দেরি কোরো না, বাসনগুলো মেজে দাও।"

অনিইচ্ছুক মাসি যাওয়ার সময় বলে গেল, "এই খেলাটা আমার খুব ভাল লাগে। গোল হলে কিন্তু ডেকো বাবু আমাকে।"

পরের ওভারে সচিন আউট। দক্ষিণাচরণবাবু খাটে উঠতে-উঠতে বললেন, "এঃ হেঃ, কী করলি, দেখে চালাবি তো!"

শ্রীশান্ত ব্যাট হাতে নামছেন। এখন শ্রীশান্ত! সকলে একটু বোমকে গিয়েছে। এ হল চ্যাপেলের এক্সপেরিমেন্ট। ব্যাটিং অর্ডার বলে কিছু থাকবে না, বোলিংয়েও তাই। কিছুদিন আগেই একটা ম্যাচে দ্রাবিড় বোলিং ওপেন করেছিলেন। শ্রীশান্ত এলেন আর তিন বল খেলে চলে গেলেন। তারপর হরভজন। তিনি আর-একটু লড়লেন, পাঁচ বল। তারপর স্মার্টলি মাঠে ঢুকলেন দাবিড়। টানা চার ওভার অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল স্রেফ ছেড়ে দিলেন। ছাড়তে-ছাড়তে এমন নেশা জেগে গেল যে, একটা স্টাম্পের বলও ব্যাট উঁচিয়ে ছেড়ে দিলেন। অফ স্টাম্প তিনটে ডিগবাজি খেয়ে উইকেটকিপারের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। একটা বেল দেড়তলা সমান উঁচুতে উঠে পড়ল থার্ড স্লিপের মাথায়।

বামাপদবাবু বললেন, "ট্রেনের একটা মাছওলা কী বলে জানিস? বলে, 'ইন্ডিয়া টিম আমাদের দাঁতের মতো। একটা পড়লে বাকিগুলো পর-পর পড়তেই থাকবে'।"

ব্যাটন বলল, "বুঝেছি। ভুলি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই ইন্ডিয়ার শনির দশা লেগেছে।" ব্যাটন দৌড়ে গেল ভুলিকে ধরে আনতে। কিন্তু ভুলি কিছুতেই ঘরে ঢুকবে না। এখনও তার ল্যাজ দপদপ করছে। ব্যাটন ভুলিকে চাগিয়ে ঘরে ঢুকে জাপটে ধরে বসে থাকল।

৯১ রান করে আউট হলেন সৌরভ। স্কোর ৭ উইকেটে ২৪০ রান। গ্যালারির প্রবল হাততালির মধ্যে মাঠ ছাড়লেন সৌরভ। যাক বাবা, আমাদের সৌরভ বাঘের বাচ্চার মতো বুক চিতিয়ে ফাইট দিয়েছেন। ঘরের ভিড়টা ক্রমশ হাল্‌কা হচ্ছে। পাশের রাস্তাটা এতক্ষণ শুনশান ছিল। দু'-একটা লোক চলাচল শুরু হয়েছে।

হরিমতী বসে-বসে ঢুলছিলেন। নবম উইকেট পড়তেই মিষ্টু চ্যানেল চেঞ্জ করে নীলাচলে মহাপ্রভু করে দিল। চৈতন্যদেব দু' বাহু উপর দিকে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। মিষ্টু হরিমতীকে ধাক্কা দিয়ে ডাকল, "ও দিদা, টিভি দেখবে তো?"

চটকা ভেঙে হরিমতী বললেন, "ও বাবা, এ তো মহাপ্রভু। তোরা খেলা দেখিসনি?"

বামাপদবাবু বললেন, "খেলাই তো চলছে। ওভার বাউন্ডারি দেখাচ্ছেন তোমার মহাপ্রভু।"

*ছবি: সুমিত বড়ুয়া*


মজার গল্প ★ মজার ছবি

পৃথা বলের লেখা
বাঘা-ভূতু
এ বছর বই মেলার শ্রেষ্ঠ উপহার
চণ্ডীচরণ দাস এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ



কলকাতা বইমেলায় স্টল নং. ৩৫০

অনিল ভূঁইয়া — পৃথিবীর পরিবেশ কি সংকটে? ৬০
দেবব্রত চন্দ্র — বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিকথা ৩০
কমল বিকাশ ব্যানার্জী — রহস্যে ঘেরা মহাবিশ্ব ৩০
বিনয় কৃষ্ণ পট্টনায়ক — তারায় তারায় আকাশ ভরা ২৫
ড. সমীর কুমার ঘোষ — কেন এমন হয় ৩০
দীপক কুমার দাঁ — বিজ্ঞানের মাপজোক ২৫
অজিত চৌধুরী — বিজ্ঞানের মডেল ২৫
মানস প্রতীম দাশ — তরঙ্গ ২৫
জ্যোতিভূষণ চাকী — আচার ব্যবহার ২৫
ড. রমেন মজুমদার — শোয়া বসা দাঁড়ানো ২৫
ঐ — শিশু কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী ২৫
ঐ — আহার নিদ্রা ব্যায়াম ২৫
কমল বিকাশ ব্যানার্জী — সংস্কার, কুসংস্কার ও বিশ্বাস ২৫
আবীর গুপ্ত — বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি ২৫
শ্রীজিৎ ভট্টাচার্য — শরীর নিয়ে প্রশ্ন ২৫
অরূপরতন ভট্টাচার্য—নিউটন গেলেন আইনস্টাইন এলেন ২৫
অমল কে. ভৌমিক — অঙ্ক যখন কেবল খেলা ২৫
ঐ — সংখ্যার সাজঘরে ২৫
ঐ — অঙ্কে অঙ্কে আই কিউ ২৫
গুরুদাস বাজানী — অঙ্কের খুটিনাটি ২৫

বেস্টবুক্‌স্ ১এ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ ☎ ২২৫৭ ১০৯৬



অভিধান সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন
সুভাষ ভট্টাচার্যের
বিবিধ বিদ্যার অভিধান
(দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ) মূল্য : ১২০
A Dictionary of English
PHRASES and IDIOMS
প্রতিটির অর্থ ইংরেজি ও বাংলায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
মূল্য : ১৫০
দে বুক কনসার্ন
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩



অণু-পরমাণুর অতি ক্ষুদ্র জগতের বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশের পর আর অবিশ্বাস্য ঠেকবে কি?
আজব দেশে নিকুঞ্জবিহারী
পার্থসারথি চক্রবর্তী
দাম : ৫০ টাকা
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস • ফোন: ২২৪৪-৫৯২৪, ২২২৭-২৩৩৬
পাবেন : দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড, আদি নাথ ব্রাদার্স, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, মনীষায়



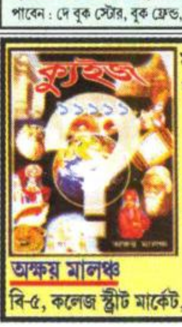


সব ধরনের প্রতিযোগিতায় একান্ত অপরিহার্য বাংলা ভাষায় একখণ্ডে বৃহত্তম ক্যুইজের বই
ক্যুইজ ১১১১১
বিভিন্ন বিষয়ে ১১১১১ টি আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তরের বিপুল সম্ভার, অজস্র রঙিন ও সাদা-কালো ছবিসহ চমৎকার বোর্ড বাঁধাই।
দাম ১৬০ টাকা
অক্ষয় মালঞ্চ
বি-৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা- ৭, ☎ ৬৫১০-৭৩৩০


KoroK

# ৫০টি মজাদার জোক্স

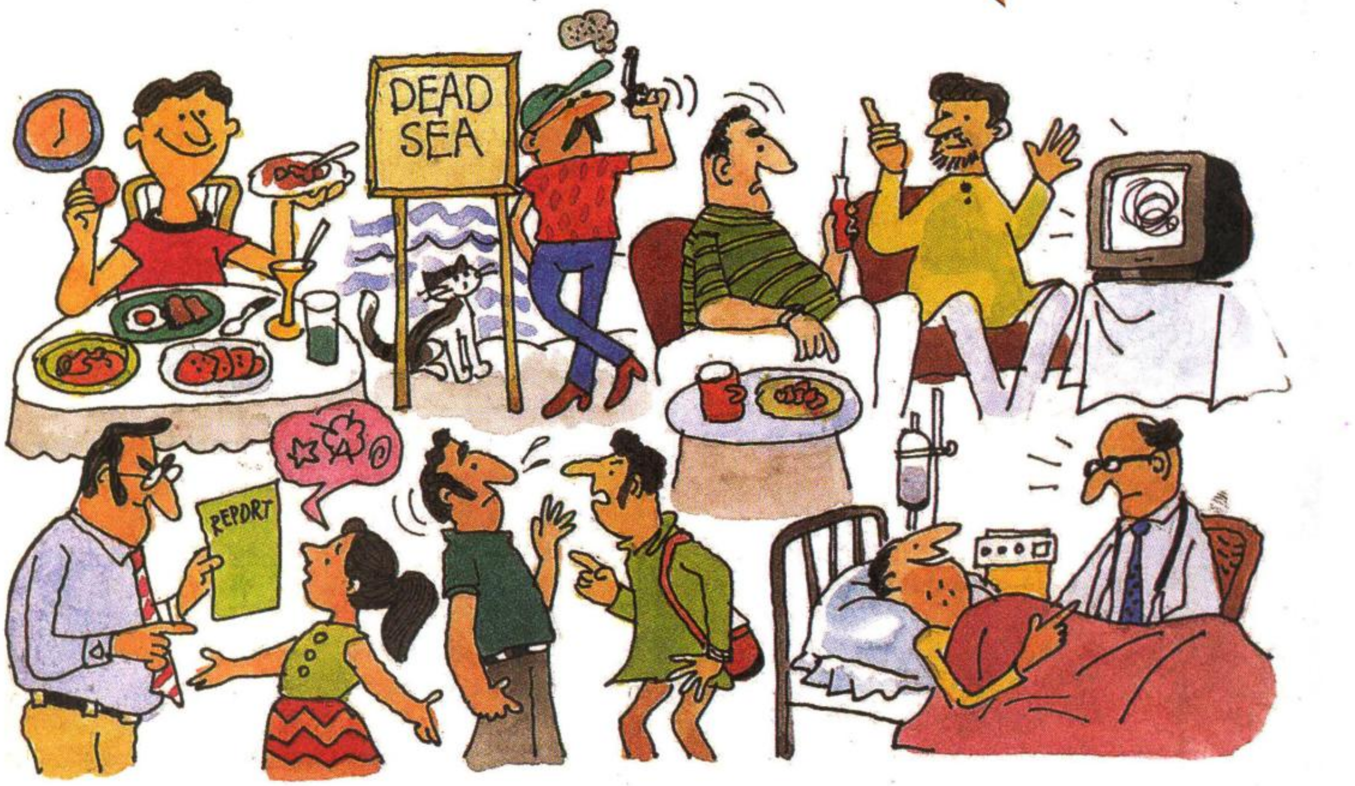


হাসতে সব্বাই ভালবাসে। জোক্সের মধ্যেই আছে বেদম হাসি আর অনাবিল আনন্দ। তাই জোক্স পড়তে ভালবাসেন আট থেকে আশি সকলেই। মজাদার এই জোক্সগুলো সংগ্রহ করেছেন **ভাস্বতী ঘোষ**

১ অমল জীবনে প্রথমবার মুম্বই গিয়েছে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু মুম্বইয়ের রাস্তাঘাট কিছুই চিনতে পারবে না বলে তার বাবা তাকে বলে দিয়েছেন, "স্টেশন থেকে নেমে সূর্য যেদিকে ওঠে সেই দিকেই হাঁটবি।"

কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে অমল যথারীতি রাস্তা হারিয়ে ফেলল। অগত্যা সে আর-একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তুমি একটু বলতে পার, সূর্য কোন দিকে ওঠে? সেই দিকের রাস্তায় আমি যাব।"

ছেলেটি বলল, "আসলে আমিও এই শহরে আজই প্রথম এসেছি। তাই তোমার মতো আমিও এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না।"

২ পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে রিয়ার বাবা ভীষণ রেগে গেলেন। রিয়া অঙ্কে বেশ কম নম্বর পেয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও কম নম্বর পেয়েছে ইতিহাসে। রিয়ার বাবা রিয়াকে বললেন, "অঙ্কে তোমার মাথা নেই বলে না হয় কম নম্বর পাও। কিন্তু ইতিহাসে কী করে কম পেলে?"

রিয়া বলল, "ইতিহাস পরীক্ষায় প্রত্যেকবারই যেসব তথ্য জানতে চাওয়া হয়, সেগুলো আমার জন্মের অনেক আগে ঘটে গিয়েছে। আমি সেগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য কী করে জানব বাবা?"

৩ রাইকে প্রথম দিন বাড়িতে পড়াতে এসেই একটা সোজা অঙ্ক করতে দিলেন গৃহশিক্ষিকা। কিন্তু রাই সেটা না পারায় তিনি রাইয়ের মাকে কমপ্লেন করলেন। এর পর রাইয়ের মা রাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি অঙ্কটা পারলে না কেন?"

রাই বলল, "ওটা আমার পক্ষে না পারাই স্বাভাবিক। ম্যাডাম বলছিলেন যে, ওটা পাঁচ বছরের বাচ্চারা পারে। কিন্তু আমার তো গত মাসেই ১০ বছর বয়স পূর্ণ হয়ে গেল!"

৪ কয়েক দিন ধরেই সঠিক ডায়েট নিয়ে পড়াশোনা করতে ব্যস্ত অঞ্জন। প্রচুর জ্ঞান অর্জন করে সে তার বন্ধুকে বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞেস করল, "এমন দু'টো জিনিসের নাম কর তো যা ব্রেকফাস্টে খাওয়া উচিত নয়!"

অঞ্জনের কথা শুনে তার বন্ধু খুব হেসে উত্তর দিল, "এক নম্বর হল লাঞ্চ। আর দু' নম্বর হল ডিনার।"

৫ ভূমিকম্প কেন হয়, এর ফলাফল কী, তা নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ক্লাস নিলেন ভূগোলের শিক্ষক কমলেশবাবু। এর পর তিনি বললেন, "কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে করতে পার।"

শিশির হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা স্যার, ভূমিকম্প মানে আর্থকোয়েকের সময় গোরুগুলো কী করে?"

কমলেশবাবু ভারী থতমত খেয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "এর উত্তর আমার জানা নেই। তোমরা কি কেউ জানো?"

দিয়া সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "ভূমিকম্প হলে গোরুর থেকে সরাসরি মিল্কশেক পাওয়া যায়!"

৬ রমেশবাবু রেডিওর দোকানে গিয়ে খুব চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। দোকানদারকে প্রতারক বলেও গালাগাল দিতে লাগলেন।

দোকানদার তাঁকে বললেন, "আপনি শান্ত হয়ে বসে আগে বলুন, আমি কীভাবে আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছি!"

রমেশবাবু বললেন, "কাল যখন আমি রেডিও কিনলাম, আপনি বলেছিলেন, এটা আমেরিকান মেড রেডিও। শুধু আমেরিকায় তৈরি শুনেই আমি এত টাকা খরচ করে রেডিও কিনলাম। কিন্তু আজ সকালে রেডিও চালাতেই শুনলাম, 'ওয়েলকাম টু অল ইন্ডিয়া রেডিও'!"

৭ একজন ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন পনেরো দিন ধরে তিনি যে রোগীর চিকিৎসা করছেন, তিনি সুস্থ হয়ে ওঠা তো দূরের কথা, বড়জোর আর দু'-তিন ঘণ্টা বাঁচবেন। তিনি তাঁর রোগীকে গিয়ে বললেন, "আপনাকে সব কিছু জানিয়ে দেওয়াই ভাল। আপনি আর বড়জোড় দু'-তিন ঘণ্টা বাঁচবেন। আপনার যদি এর মধ্যে কারও সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে থাকে আপনি আমাকে বলুন। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

ভদ্রলোক ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমি একজন ভাল ডাক্তারের সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চাই।"

৮ দু' জন সন্ত্রাসবাদী এক মন্ত্রীর গাড়িতে বোমা রাখার জন্য রওনা দিল। যাওয়ার সময় সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক নেওয়া হয়েছে কি না ভাল করে দেখে নিল। গাড়ির কাছে পৌঁছে প্রথম জন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, গাড়িতে রাখার সময় বোমাটা যদি ফেটে যায়!"

দ্বিতীয় জন বলল, "চিন্তা করিস না, আরও একটা বোমা সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

৯ বিজনবাবুকে তাঁর গিন্নি যা জিনিস আনতে দেন, তিনি সবই নিয়ে আসতে ভুলে যান। এই নিয়ে রোজই তাঁর গিন্নির সঙ্গে অশান্তি লেগে থাকে। ভদ্রমহিলার ভীষণ আংটি পরার শখ ছিল। এই নিয়ে বিজনবাবুকে বলবেন ভেবেও বলতে পারেননি। এর পর বিবাহবার্ষিকীর দিন বিজনবাবু যখন অফিসে যাচ্ছেন, তখন গিন্নি বললেন, "আজ আমাকে একটা রিং দিও, প্লিজ।"

এ কথা শুনেই বিজনবাবু ভারী নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "উফ, বাঁচলাম। আজ আর জিনিস আনতে ভুলে যাই বলে তোমার সঙ্গে ঝগড়া হবে না। তা তোমাকে কোথা থেকে রিং দেব, মোবাইল না অফিসের ল্যান্ডলাইন থেকে?"

১০ চাকরির পরীক্ষা দিতে গিয়েছে সঞ্চিতা। ইন্টারভিউয়ার তাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার জন্মদিন কবে?"

সঞ্চিতা উত্তর দিল, "২৯ মে।" এদিকে সঞ্চিতা ইন্টারভিউয়ারের হাবভাব দেখেই বুঝতে পারছিল তিনি তাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করছেন। তাই সঞ্চিতা মনে-মনে জম্পেশ জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েই ছিল।

এর পর তিনি সঞ্চিতাকে বললেন, "জানো না, জন্মদিন জিজ্ঞেস করলে বছরের কথা উল্লেখ করতে হয়? না হলে কবে জন্মেছ বুঝব কী করে?"

সঞ্চিতা জবাব দিল, "কোনও নির্দিষ্ট বছরের কথা বলি কী করে? প্রতি বছরই তো ২৯ মে আমার জন্মদিন থাকে।"

১১ বাসে চড়ে দীপকবাবু বেড়াতে যাচ্ছেন। তিনি দেখলেন তাঁর পাশের ভদ্রলোক একটা দূরবিন নিয়ে বসে রয়েছেন, কিন্তু একবারও দূরবিন দিয়ে বাইরে দেখার কোনও চেষ্টাই করছেন না। তখন দীপকবাবু ভারী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যদি দূরবিন দিয়ে বাইরে না-ই দ্যাখেন, তবে ওটা হাতে নিয়ে বসে রয়েছেন কেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "আরে মশাই, আমি দূর সম্পর্কের আত্মীয়র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাই দূরবিন নিয়ে পুরোপুরি তৈরি!"

১২ রুমনদের ক্লাসে এক দিন শিক্ষক নির্মলবাবু জলের রাসায়নিক ফর্মুলা বোর্ডে লিখতে বললেন। রুমন বোর্ডে গিয়ে লিখল HIJKLMNO। তাই দেখে রুমনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এটা কেন লিখলে? রুমন খুব অবাক হয়ে বলল, "কেন? আপনি তো কাল বললেন যে, জলের রাসায়নিক ফমুর্লা এইচ টু ও!"

১৩ তপনবাবু আর দেবকীবাবু চা খেতে-খেতে গল্প করছেন। কথা প্রসঙ্গে তপনবাবু ইংলিশ চ্যানেল নিয়ে গল্প শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বুঝতে পারলেন যে, দেবকীবাবু প্রায় চুপ করে গিয়েছেন। তিনি দেবকীবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল, আপনার বুঝি বিষয়টা পছন্দ হয়নি?"

দেবকীবাবু বললেন, "আর বলবেন না, আমাদের কেব্‌ল অপারেটর এই চ্যানেলটা দেয়নি। তাই এ বিষয়ে কিছুই জানি না যে, আপনার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেব!"

১৪ গুপি আর গুবলু দু'জনই গুলবাজ। নিজেরা কথা বলছিল। দু' জনই তাদের পরিবারের কৃতিত্ব জাহির করতে ব্যস্ত। গুপি বলল, "তুই কি সুয়েজ ক্যানেলের কথা শুনেছিস?"

গুবলু বলল, "হ্যাঁ।"

গুপি বলল, "ওটা আমার বাবা খুঁড়েছেন।"

তা শুনে গুবলু বলল, "তুই ডেড সি-র কথা শুনেছিস? ওটা কিন্তু আমার বাবাই মেরেছেন। বুঝতেই পারছিস, এর চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছুই হতে পারে না।"

১৫ ইতিহাস ক্লাসে শিক্ষক প্রমথবাবু বললেন, "বলো তো, নেপোলিয়নের যখন ৪১ বছর বয়স হল, তখন তিনি কী হয়েছিলেন?"

সারা ক্লাসের কেউই বলতে পারল না। তখন অনিকেত হঠাৎ বলল, "আমি উত্তরটা জানি স্যার। আরও এক বছরের বড় হয়েছিলেন!"

১৬ রিমলিকে ওর মা জিজ্ঞেস করলেন, "আজ পরীক্ষায় প্রশ্ন কেমন এসেছিল?"

রিমলি বলল, "একদম সোজা।"
রিমলির মা বললেন, "তা হলে তোর মন খারাপ কেন?"
রিমলি বলল, "কারণ প্রশ্নের উত্তরগুলো আমার জানা ছিল না।"

১৭ ধীরাজবাবু আর অনিমেষবাবু সৈনিকদের জীবনযাত্রা নিয়ে গভীর আলোচনা করছেন। ধীরাজবাবু বললেন, "সত্যিই ওঁদের বড্ড খাটতে হয়। বাড়ি থেকে এত দূরে থাকতে হয়। আর বিশেষ করে মার্চ মাস এলে তো ওঁদের পাগল-পাগল অবস্থা হয়।"

অনিমেষবাবু প্রচুর ভেবে বললেন, "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ মার্চ মাসে ওঁদের বিশেষ কী করতে হয়?"

ধীরাজবাবু হেসে বললেন, "আরে বিশেষ কী, ওটাই তো খাটনির সময়! 'মাষ্থ অফ দ্য মার্চ' বলে কথা!"

১৮ রমেনবাবু আর উপেনবাবু বারান্দায় বসে দাবা খেলছিলেন। এমন সময় তাঁদের দু' বন্ধু এসে হাজির। তাঁরা ভারী উৎসাহী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আরে তোমরা কী করছ? আমরা একা-একা বসে না থেকে তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে চলে এলাম।"

তা শুনে রমেনবাবু বললেন, "তোমরা বেশ মজা করে সময় কাটাতে বরং দাবা খ্যালো।"

শুনে পরে আসা ভদ্রলোক দু'জনই ভারী খুশি হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন ডাবল্‌স খেলা যাক!"

১৯ এক ভদ্রলোক একজন বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন তো গ্র্যাভিটির সেন্টারে কী রয়েছে?"

বিজ্ঞানী বিভিন্ন তত্ত্বকথা ভাবতে শুরু করলেন।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "এতে এত ভাবার কী রয়েছে। গ্র্যাভিটির সেন্টারে যে 'ভি' রয়েছে, সেটা তো দেখাই যাচ্ছে।"

২০ বিবেকবাবু নতুন গাড়ি কিনে বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন। যাওয়ার সময় ঘণ্টা চারেক সময় লাগল বলে তিনি তাঁর মাকে ফোন করে জানালেন, "মা, সন্ধের মধ্যেই ফিরে যাব, চার ঘণ্টার মতো সময় লাগবে।"

কিন্তু সন্ধে পেরিয়ে পরের দিন হয়ে গেল, বিবেকবাবুর দেখা নেই। শেষে বিবেকবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন, তাঁর মা ভারী অবাক হয়ে এত দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। বিবেকবাবু বললেন, "গাড়ির কোম্পানি গাড়িটা নিতান্তই বাজে বানানোর জন্য এই বিপত্তি। এগনোর জন্য তো গাড়িতে চারটে গিয়ার দিয়েছে, কিন্তু পিছনোর জন্য শুধু একটাই গিয়ার। তাই বড্ড দেরি হয়ে গেল।"

২১ গুবলু মাত্র এক মাস হল কলকাতায় এসেছে। এর আগে ও পঞ্জাবে থাকত। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক গুবলুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় জন্মেছ?"
গুবলু বলল, "পঞ্জাবে।"
ভদ্রলোক বললেন, "পঞ্জাবে কোন অংশ?"
গুবলু বলল, "পুরো আমি।"

২২ পরিমলবাবু বললেন, "আমার ছেলে মেডিক্যাল কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছে।"

তাই শুনে কল্যাণবাবু বললেন, "আরে এ তো দারুণ খবর। তা কী নিয়ে পড়ছে?"

পরিমলবাবু বললেন, "ও পড়ছে না, ওকে নিয়ে পড়াশোনা হচ্ছে।"

২৩ কলকাতার যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে দু' জনের মধ্যে। প্রথম জন কলকাতায় থাকেন এবং দ্বিতীয় জন এই প্রথম কলকাতায় এসেছেন। দ্বিতীয় জন জিজ্ঞেস করলেন, "তাড়াহুড়োর সময় এখানে কীসে যাতায়াত করা উচিত? আর হাতে সময় থাকলে কোন ট্রান্সপোর্ট উপযুক্ত হবে? আসলে আপনি তো অনেক দিন কলকাতায় রয়েছেন। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নিই।"

প্রথম জন হেসে বললেন, "বিলক্ষণ। যদি আপনার হাতে অনেক সময় থাকে তা হলে নিশ্চিন্তে কোনও পাবলিক বাসে বা ট্রামে উঠে পড়বেন। আর যদি কাজের খুব তাড়া থাকে, তা হলে হাঁটলেই সবচেয়ে ভাল।"

২৪ তমালবাবু হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে সারা ঘরে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। তা দেখে তাঁর বউ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সারা ঘরে কী খুঁজে বেড়াচ্ছ? আমি কি সাহায্য করব?"

তমালবাবু বললেন, "আরে আমি নিশ্চিত যে, ঘরে কেউ গোপন ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছে। আমার প্রতি পদক্ষেপের উপর কেউ কড়া নজর রাখছে।"

তমালবাবুর বউ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কী গো! তুমি কী করে বুঝলে?"

তমালবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুমি এত বোকা কেন! দেখছ না, টিভিতে বলছে, 'আপনি দেখছেন চ্যানেল এবিসি।' তা ঘরে গোপন ক্যামেরা না লাগিয়ে রাখলে ওরা কী করে জানল যে, আমি ঠিক এখনই চ্যানেল এবিসি দেখছিলাম! সেজন্যই তো বুঝলাম যে, কোনও কারণে কেউ আমার উপর নজর রাখছে।"

২৫ ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার জন্য এক পঞ্জাবি ভদ্রলোক তাঁর সমস্ত মার্কশিট জেরক্স করতে নিয়ে গেলেন। জেরক্স করার পর দোকানদার জেরক্সের জন্য টাকা চাইল।

ভদ্রলোক তখন বললেন, "দাঁড়াও, আগে আসল মার্কশিটের সঙ্গে জেরক্সটা মিলিয়ে দেখি নম্বরগুলো ঠিকঠাক রয়েছে কিনা। তারপর তো টাকা দেব!"

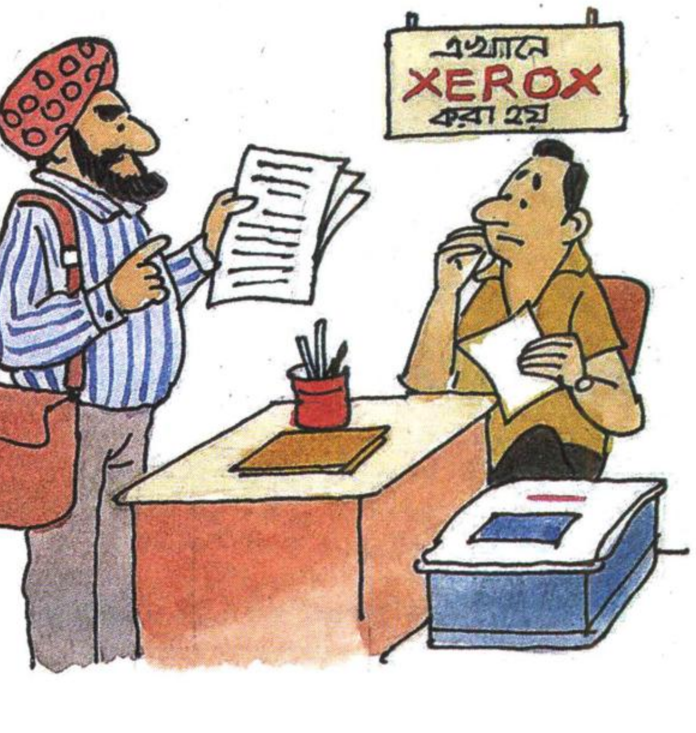

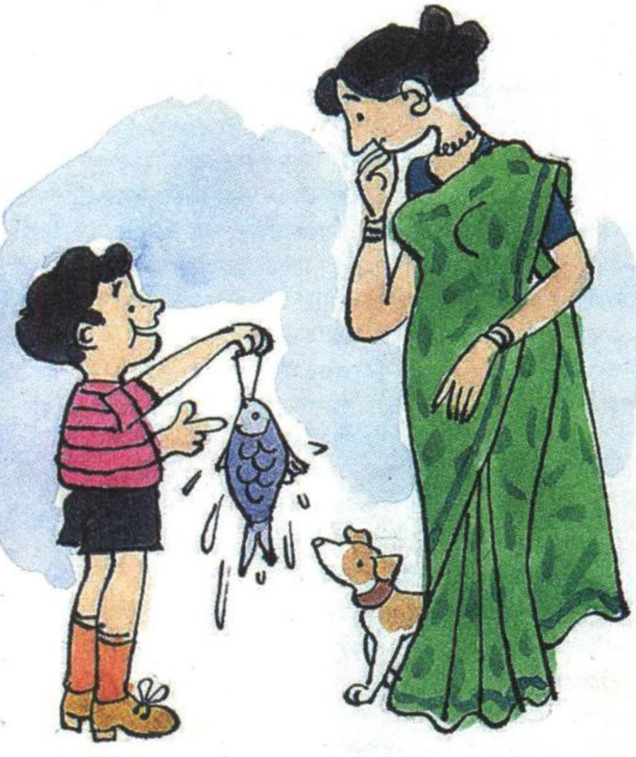

২৬ কুটুসের মা জানতে পারলেন যে, কুটুস দু' দিন স্কুলে যায়নি। পরের দিন কুটুস স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমি জানি, তুমি সারাদিন ফুটবল মাঠে ছিলে। এটা তুমি মোটেও ঠিক করোনি।"

কুটুস বলল, "না গো মা।"

তাই শুনে মা বললেন, "মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। আমি স্কুলে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তুমি স্কুলে যাওনি।"

কুটুস বলল, "সত্যি আমি ফুটবল মাঠে যাইনি মা। আমি তো মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। এই দ্যাখো, মাছ নিয়ে এসেছি!"

২৭ শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো, কেন শীতকালে পাখিরা দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়?"

পিউ বলল, "কারণ, অত দূর হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয় বলে।"

২৮ দোলা প্রথম দিন স্কুল থেকে ফেরার পর তার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "প্রথম দিন তুমি স্কুলে কী শিখলে?"

দোলা বলল, "কী করে মুখ না নাড়িয়ে কথা বলা যায়!"

২৯ রেজাল্ট বেরনোর পর দেখা গেল পার্থ দু'টো পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। পার্থর বাবা ভারী অবাক হয়ে বললেন, "তুমি তো পরীক্ষার দিন স্কুলে গিয়েছিলে। তা হলে পরীক্ষার হলে অনুপস্থিত ছিলে কেন?"

পার্থ বলল, "আমার পাশে যার বসার কথা ছিল তার জ্বর হয়েছিল, সেজন্যই তো পরীক্ষা দিতে পারলাম না।"

৩০ রেজাল্ট বেরনোর পর তুহিন দেখল, ও অঙ্কে শূন্য পেয়েছে। যদিও ও একেবারেই পড়াশোনা করেনি, তাও শিক্ষককে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি কিন্তু শূন্য পাওয়ার মতো লিখিনি স্যার।"

শিক্ষক বললেন, "আমি সেটা জানি। কিন্তু শূন্যের চেয়ে কম নম্বর তো আমাদের স্কুলে দেওয়া যায় না। তা হলে তোমাকে নিশ্চয়ই দিতাম!"

৩১ প্রিয়াঙ্কার বাড়িতে এসে পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার স্কুলে যেতে কেমন লাগে?"

প্রিয়াঙ্কা বলল, "স্কুলে যেতেও দারুণ লাগে, স্কুল থেকে ফিরতেও দারুণ লাগে। শুধু মাঝের সময়টা ভাল লাগে না।"

৩২ বাবার কাছে অঙ্কের খাতা নিয়ে গিয়ে তীর্থ বলল, "বাবা, এই লসাগুর উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছি না?"

তীর্থর বাবা বললেন, "সে কী! এখনও আবিষ্কার হয়নি! আমি তো সেই ছেলেবেলায় খুঁজেছিলাম!"

৩৩ ইন্টারভিউ বোর্ডে শুভঙ্করকে ইন্টারভিউয়ার প্রশ্ন করলেন, "ইউনাইটেড স্টেট্স-এর ২০তম রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আপনার কী মত?"

শুভঙ্কর একটু ভেবে বলল, "ঠিক বলতে পারব না। একেবারেই আলাপ নেই বলতে পারেন!"

৩৪ ইতিহাসের শিক্ষক এক দিন পড়াতে-পড়াতে বললেন, "জানো কি, জর্জ ওয়াশিংটনকে কেন মাউন্ট ভারনন-এ সমাধিস্থ করা হয়েছিল?"

তিথি বলল, "হ্যাঁ জানি। উনি মারা গিয়েছিলেন বলে।"

৩৫ তিন জন লোক নিজেদের স্মার্টনেস নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় ভাগ্যদেবী এসে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা বলো কে কী চাও?"

প্রথম জন বললেন, "আমি আরও ৪০ শতাংশ বেশি স্মার্ট হতে চাই।"

দ্বিতীয় জন বললেন, "আমি আরও ৮০ শতাংশ বেশি স্মার্ট হতে চাই।"

ভাগ্যদেবী দু' জনকেই আরও স্মার্ট করে দিলেন।

তৃতীয় জন বললেন, "আমি পুরো ১০০ শতাংশ স্মার্ট হতে চাই।"

ভাগ্যদেবী বললেন, "তা হলে কিন্তু আপনার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসবে। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?"

তৃতীয় জন রাজি হয়ে যেতেই ভাগ্যদেবী তাঁকে ১০০ শতাংশ স্মার্ট করে দিলেন।

তৃতীয় জন উৎসাহিত হয়ে নিজেকে দেখতে গিয়ে বুঝলেন, তিনি একজন মহিলা হয়ে গিয়েছেন।

৩৬ শিক্ষক অঙ্কিতাকে বললেন, "তুমি কিন্তু সত্যিই ভূগোল পড়ায় মন দিচ্ছ না। কেন বলো তো?"

অঙ্কিতা বলল, "বাবা সেদিন বলছিলেন, পৃথিবীর মানচিত্রে রোজই নিত্যনতুন পরিবর্তন ঘটছে। তাই আমি ভাবলাম, আগে পরিবর্তনগুলো হয়ে সব ঠিকঠাক হোক। তারপর একেবারে পুরোটা পড়ব।"

৩৭ বেশি কান্নাকাটি করলে শুচিকে ওর মা চকোলেট কিনে দেন। এক দিন শুচি হঠাৎ মাকে গিয়ে বলল, "কই, আমার চকোলেট দাও।"

মা বললেন, "কেন, তোমার চোখে তো আজ জল নেই!"

শুচি বলল, "আছে, চোখের ভিতরে। চকোলেট না দিলেই বেরিয়ে আসবে।"

৩৮ ইতিহাসের শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো, রাজসিংহাসন পাওয়ার পর রানি এলিজাবেথ প্রথম কী করেছিলেন?"

ক্লাসের ছাত্ররা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, "সিংহাসনেই বসে পড়েছিলেন!"

৩৯ ইন্টারভিউ রুম থেকে বেরিয়ে সায়ক দেখল কেউই একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। প্রশ্নটা ছিল, এক বছরে ক'টা সেকেন্ড?

সায়ককে যখন অন্য বন্ধুরা জিজ্ঞেস করল, সে বলল, "আমি তো বললাম ১২টা, ২ জানুয়ারি, ১২ জানুয়ারি আর ২২ জানুয়ারি...।"

৪০ ইতিহাস পড়াতে-পড়াতে শিক্ষক বললেন, "কখনও ভেবে দেখেছ কি, ইতিহাস বারবার রিপিট হয় কেন?"

পরিমল বলল, "কারণ, প্রথমবার শুনে মনে রাখতে পারি না বলে।"

৪১ এক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ প্রচুর পাখি উড়ছে দেখে একজন সর্দার পাখি গোনা শুরু করলেন। তাঁকে কিছুক্ষণ ধরে একজন লোক লক্ষ করছিল। এবার সে সর্দারকে বোকা বানানোর জন্য এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি এখানে পাখি গুনছেন। আইন অনুসারে এখানে প্রতিটা পাখি গোনার জন্য এক টাকা করে দিতে হয়। তা আপনি ক'টা পাখি গুনেছেন?"

সর্দার ২০ টাকার নোট দিয়ে বললেন, "আমি ২০টা পাখি গুনেছিলাম।"

লোকটা টাকা নিয়ে চলে যাওয়ার পর সর্দার তাঁর বউকে হেসে বলল, "দেখলে তো, লোকটা কেমন বোকা বনে গেল! আমি আসলে তখন ৫৬ টা পাখি গুনে ফেলেছিলাম। শুধু বুদ্ধির জোরে ৩৬ টাকা বেঁচে গেল।"

৪২ তিন বন্ধু একটা অঙ্ক নিয়ে বেট ফেলল। বিকেল পাঁচটার সময় কথা হল, যে ঠিক ছ'টার মধ্যে অঙ্কটা করে ফেলতে পারবে, তাকে অন্য দু' জন খাওয়াবে। প্রথম দু' জন যথারীতি ছ'টা বেজে যাওয়ার পরও অঙ্কটা করতে পারল না। তৃতীয় জন বাড়ির স্যারকে দিয়ে অঙ্কটা করিয়ে নিয়ে এসে অন্য দু' জনকে দেখাল এবং তার ঘড়িতে তখন ঠিক ছ'টা বাজে। অন্য দু' জন কিছু বলার আগেই সে বলল, "আমার ঘড়ি পাঁচটার পর এক ঘণ্টা স্লো হয়ে গিয়েছে।"

৪৩ অঙ্কের শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো, এইটের অর্ধেক কত হয়?"

বুকুন জিজ্ঞেস করল, "উপর নীচ না মাঝামাঝি স্যার?"

শিক্ষক কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বুকুন বলল, "উপর-নীচ হলে থ্রি। আর মাঝামাঝি হলে শূণ্য।"

৪৪ বিল্টু টুকাইকে বলল, "যদি রেড হাউস ডান দিকে হয়, আর ব্লু হাউস বাঁ দিকে, তা হলে হোয়াইট হাউস কোথায়?"

টুকাই বলল, "ওয়াশিংটন ডিসি।"

৪৫ বাবাই তিতিরকে বলল, "ডেভিডের বাবার তিন ছেলের দু' জনের নাম স্ন্যাপ, ক্র্যাকার। তৃতীয় জনের নাম কী?

তিতির বলল, "অবশ্যই ডেভিড।"

৪৬ এক জন পঞ্জাবি এবং এক জন বাঙালির মধ্যে দেশপ্রেম নিয়ে ঝগড়া লাগল। দু' জনে ঠিক করল, একজন করে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে এমন লোকের নাম যে করতে পারবে, সে অন্য জনের থেকে এক টাকার কয়েন পাবে। প্রথম কিছুক্ষণ দু' জনেই সমান টাকা পেল। এর পর দু' জনের কারও নাম মনে পড়ছে না। এরকম অবস্থায় বাঙালি ভদ্রলোক বানিয়ে-বানিয়ে নাম বলতে লাগলেন। ঠিক এমন সময় পঞ্জাবি ভদ্রলোক, বাঙালির কাছ থেকে সমস্ত টাকা কেড়ে নিয়ে বলল, "জালিয়ানওয়ালাবাগ।"

৪৭ 'জুরাসিক পার্ক' সিনেমা দেখতে গিয়ে এক ভদ্রলোক ডাইনোসর দেখে বেশ ভয় পেয়েছেন দেখে পাশের ভদ্রলোক বললেন, "আরে, আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন? এ তো সিনেমা।"

প্রথম জন বললেন, "জানি এটা সিনেমা। কিন্তু ডাইনোসরদের কী আর এত বুদ্ধি আছে যে, ওরা বুঝছে এটা সিনেমা। সেজন্যই সতর্ক হচ্ছি।"

৪৮ পুলকেশবাবু অত্যন্ত মন খারাপ করে বসে রয়েছেন দেখে নরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মন খারাপ কেন?"

পুলকেশবাবু বললেন, "আমি কাল ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে বাজি ধরে ৮০০ টাকা হেরে গিয়েছি।"

নরেনবাবু বললেন, "৮০০ টাকার বাজি ধরলেন কেন? কম টাকার বাজি ধরতে পারতেন। তা হলে এত টাকা লোকসান হত না।"

পুলকেশবাবু বললেন, "আমি তো ক্রিকেট ম্যাচের জন্য মাত্র ৫০০ টাকার বাজি ধরেছিলাম। কিন্তু হাইলাইটসের জন্য কি ৩০০ টাকার কম ধরা যায়? যতই হোক, নিজের দেশ খেলছিল বলে কথা!"

৪৯ বিজনবাবু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন বলে এয়ারপোর্টে পৌঁছলেন। প্রয়োজনের তুলনায় তাঁরা যে অতিরিক্ত লাগেজ নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিজনবাবু স্ত্রীকে বললেন, "তুমি আলমারিটাও নিলে পারতে।"

বিজনবাবুর স্ত্রী বললেন, "কেন শুধু-শুধু মজা করছ? আমি না হয় একটু বেশিই সাজের জিনিস নিয়েছি।"

বিজনবাবু বললেন, "মজা করব কেন? টিকিট দু'টো তো আলমারির মধ্যেই রয়েছে। তাই বলছি, আলমারিটা নিয়ে এলেই ভাল হত।"

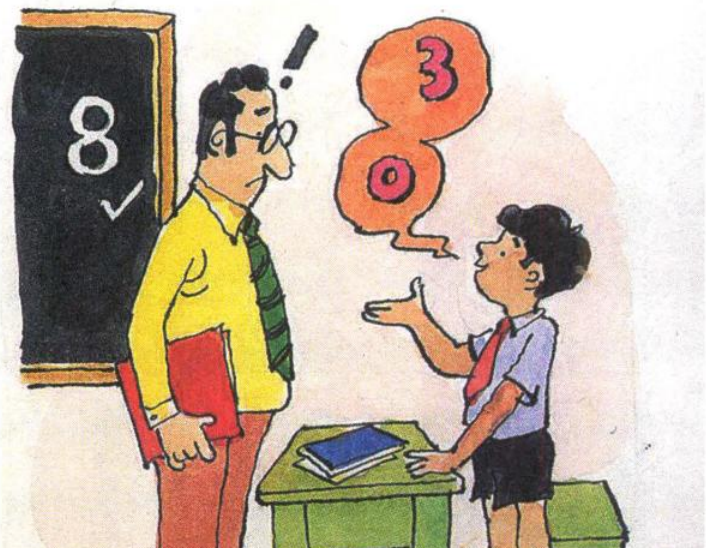


৫০ রামবাবু পাঁচ টাকা দিয়ে একটা লটারির টিকিট কিনে তা থেকে দু' লক্ষ টাকা জিতলেন। রামবাবু লটারির দোকানে গিয়ে বললেন, "আমি লটারি জিতেছি। আমার এখনই দু' লক্ষ টাকা চাই।"

দোকানের মালিক তাঁকে বললেন, "আপনি এখন এক লক্ষ টাকা পাবেন। বাকি এক লক্ষ টাকা আমরা আপনাকে আগামী ১৯ মাসের মধ্যে দিয়ে দেব।"

রামবাবু অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, "আমি ওসব জানি না। লটারি জিতেছি। এসব চালাকি চলবে না। হয় আমার পাওনা দু' লক্ষ টাকা এখনই দিন। আর তা না পারলে আমাকে টিকিটের দাম ফেরত দিন!"

*ছবি: দেবাশিস দেব*

তিন সংখ্যায় সমাপ্য মজাদার গোয়েন্দা কমিক্স ● দ্বিতীয়াংশ এসংখ্যায়

গল্প: সুদীপ্ত নাগ

# ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল

ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

আমার প্রাণটা ফেরত দিয়ে দাও ভাই। আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি?
ভোর থেকে দেখি এই লোকটা আমার ল্যাবরেটরিতে উঁকিঝুঁকি মারছে। ধরতেই বলল, আপনার বাড়িতে এসেছে। কী ব্যাপার বলুন তো?
তা তো আমিও বুঝতে পারছি না।
আমি বরং সব খুলে বলি।
আমার নাম চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
?!
আরে স্যার আপনি!
কালিচরণের মুখে শুনলাম গোবিন্দপুরের ডাকাত ধীরু গায়েন প্রোফেসরের ফরমুলা চুরি করতে আসছে। তাই আমি ছদ্মবেশে গোয়েন্দাগিরি করছিলাম।
সে কী! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! তা কালকে একটা লোক এসেছিল ঠিকই। সে আমার মারণাস্ত্রের ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছিল।

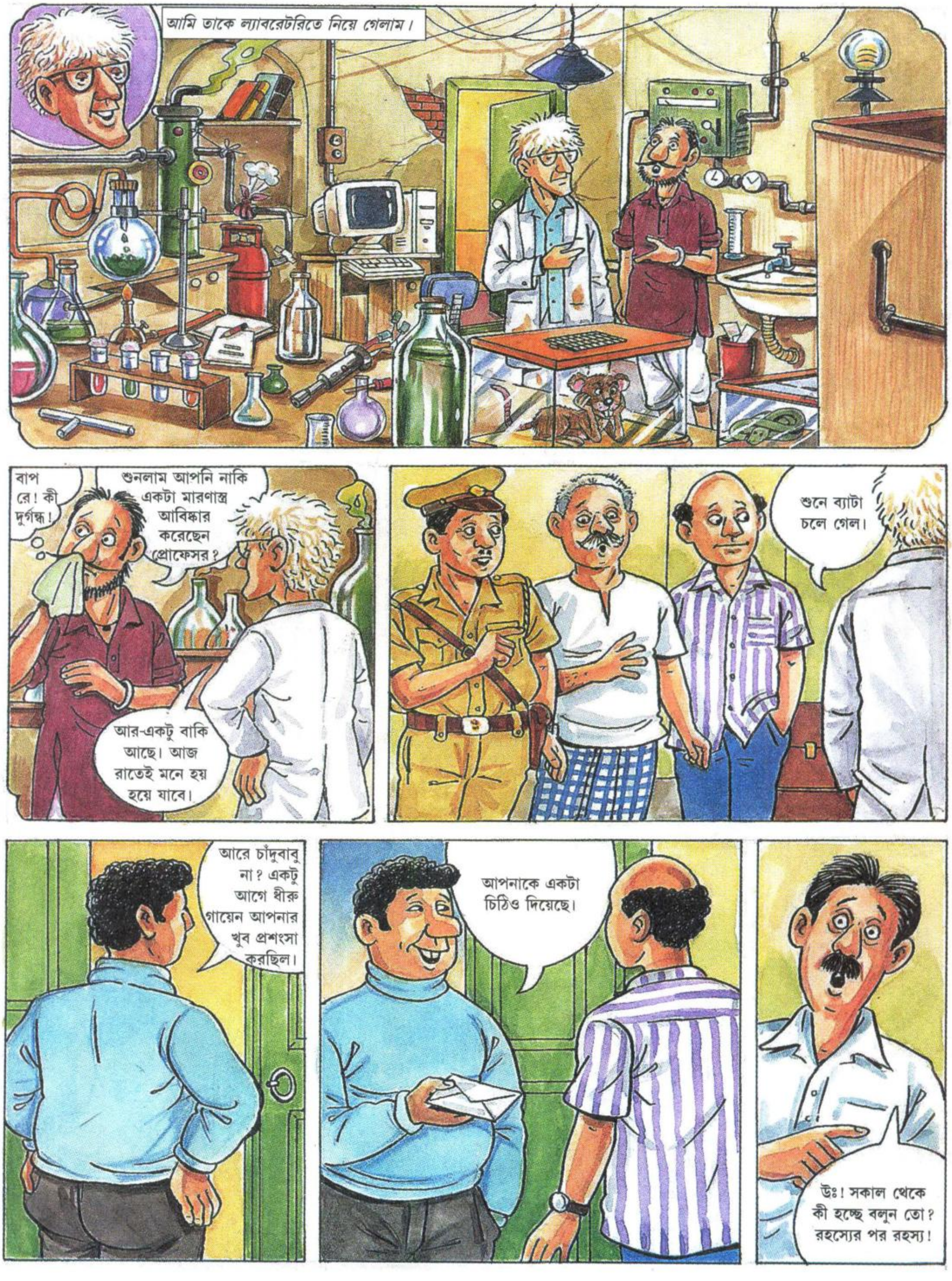
আমি তাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেলাম।
বাপ রে! কী দুর্গন্ধ!
শুনলাম আপনি নাকি একটা মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন প্রোফেসর?
আর-একটু বাকি আছে। আজ রাতেই মনে হয় হয়ে যাবে।
শুনে ব্যাটা চলে গেল।
আরে চাঁদুবাবু না? একটু আগে ধীরু গায়েন আপনার খুব প্রশংসা করছিল।
আপনাকে একটা চিঠিও দিয়েছে।
উঃ! সকাল থেকে কী হচ্ছে বলুন তো? রহস্যের পর রহস্য!

এই নিন।
প্রিয় চাঁদুদা,
আমার পিছনে লেগেছেন দেখছি। আপনার টাকে তেল দিন,
বুঝলেন?
তবেই বুদ্ধি খুলবে। ইতি
ধীরুগায়েন
?!
আচ্ছা মুশকিল তো! আমি তো এমনিতেই টাকে রোজ তেল দিই। এ নিয়ে বলার কী আছে?
হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। তবে কিনা উড়ো চিঠি বলে কথা! আসুন, একটু আলোচনায় বসা যাক।
!?
সাবধান! ধীরু গায়েনের চর কিন্তু আশপাশেই আছে। বেশি রাত করে ফিরবেন না।
আবার তুই! তোকে আর কতবার বলব...
আলোচনা শেষ হওয়ার পর...

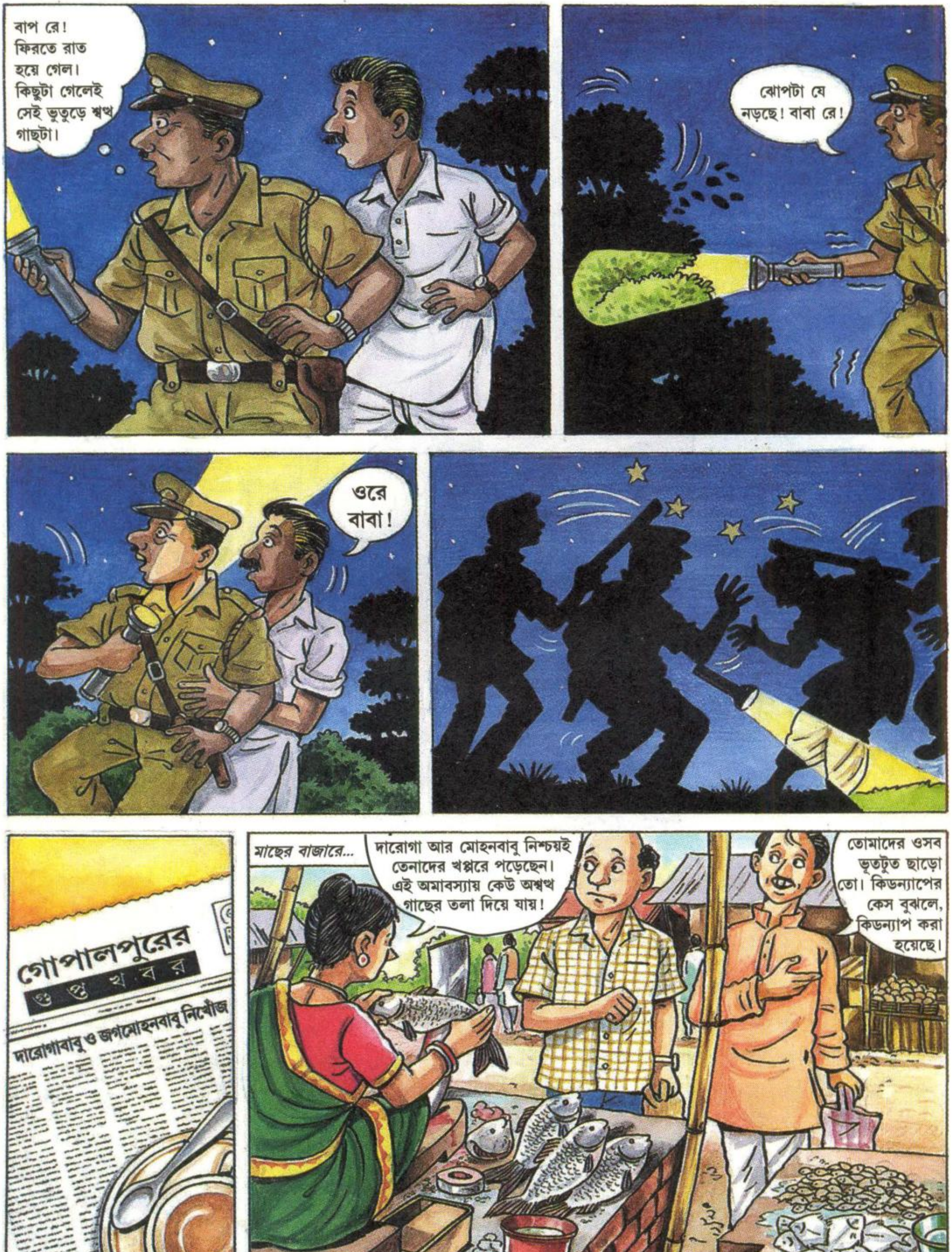
বাপ রে! ফিরতে রাত হয়ে গেল। কিছুটা গেলেই সেই ভুতুড়ে অশ্বত্থ গাছটা।
ঝোপটা যে নড়ছে! বাবা রে!
ওরে বাবা!
গোপালপুরের
গুপ্ত খবর
দারোগাবাবু ও জগমোহনবাবু নিখোঁজ
মাছের বাজারে...
দারোগা আর মোহনবাবু নিশ্চয়ই তেনাদের খপ্পরে পড়েছেন। এই অমাবস্যায় কেউ অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়ে যায়!
তোমাদের ওসব ভূতটুত ছাড়ো তো। কিডন্যাপের কেস বুঝলে, কিডন্যাপ করা হয়েছে।

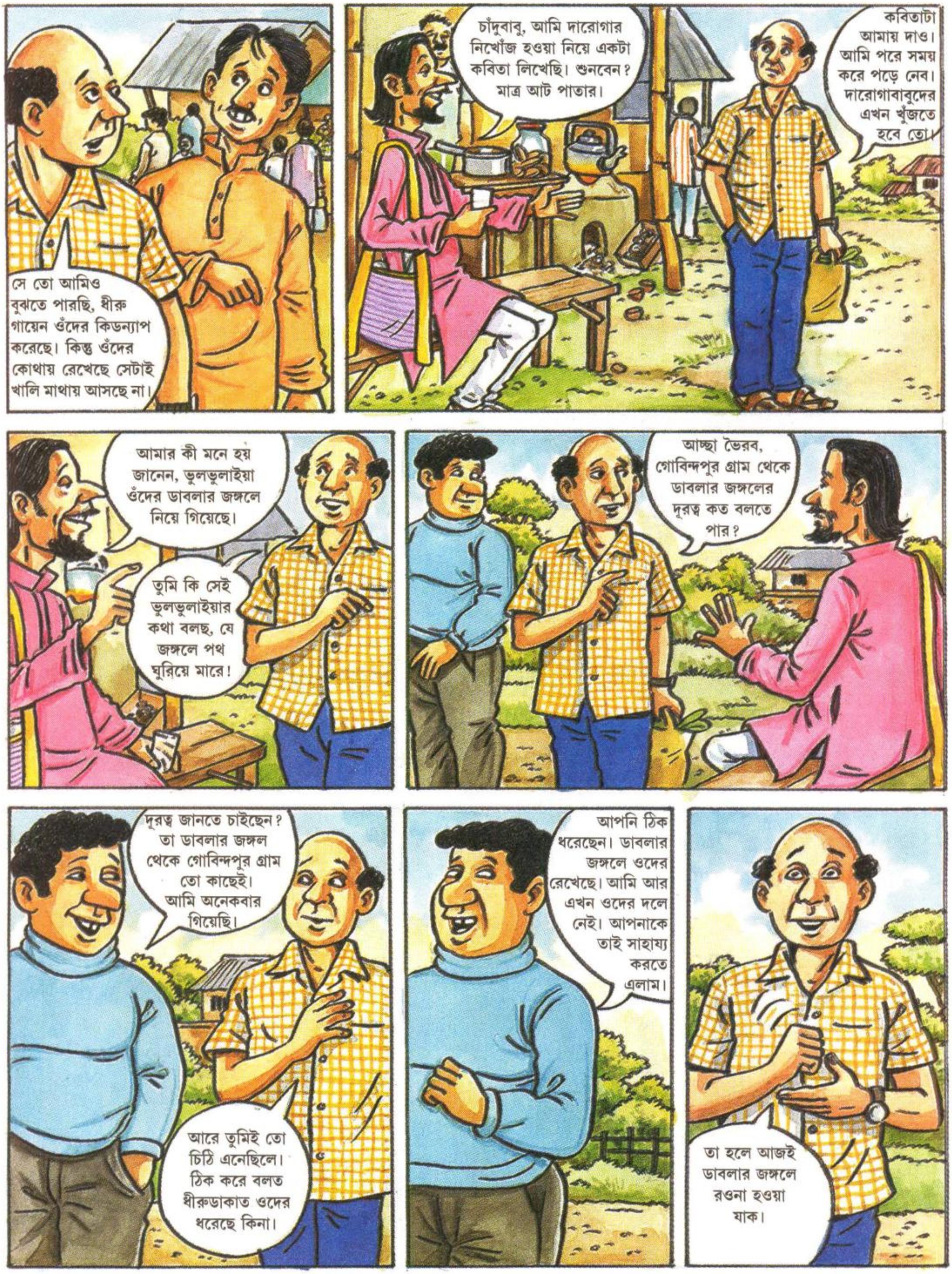
সে তো আমিও বুঝতে পারছি, ধীরু গায়েন ওঁদের কিডন্যাপ করেছে। কিন্তু ওঁদের কোথায় রেখেছে সেটাই খালি মাথায় আসছে না।
চাঁদুবাবু, আমি দারোগার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি। শুনবেন? মাত্র আট পাতার।
কবিতাটা আমায় দাও। আমি পরে সময় করে পড়ে নেব। দারোগাবাবুদের এখন খুঁজতে হবে তো।
আমার কী মনে হয় জানেন, ভুলভুলাইয়া ওঁদের ডাবলার জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছে।
তুমি কি সেই ভুলভুলাইয়ার কথা বলছ, যে জঙ্গলে পথ ঘুরিয়ে মারে!
আচ্ছা ভৈরব, গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে ডাবলার জঙ্গলের দূরত্ব কত বলতে পার?
দূরত্ব জানতে চাইছেন? তা ডাবলার জঙ্গল থেকে গোবিন্দপুর গ্রাম তো কাছেই। আমি অনেকবার গিয়েছি।
আরে তুমিই তো চিঠি এনেছিলে। ঠিক করে বলত ধীরুডাকাত ওদের ধরেছে কিনা।
আপনি ঠিক ধরেছেন। ডাবলার জঙ্গলে ওদের রেখেছে। আমি আর এখন ওদের দলে নেই। আপনাকে তাই সাহায্য করতে এলাম।
তা হলে আজই ডাবলার জঙ্গলে রওনা হওয়া যাক।

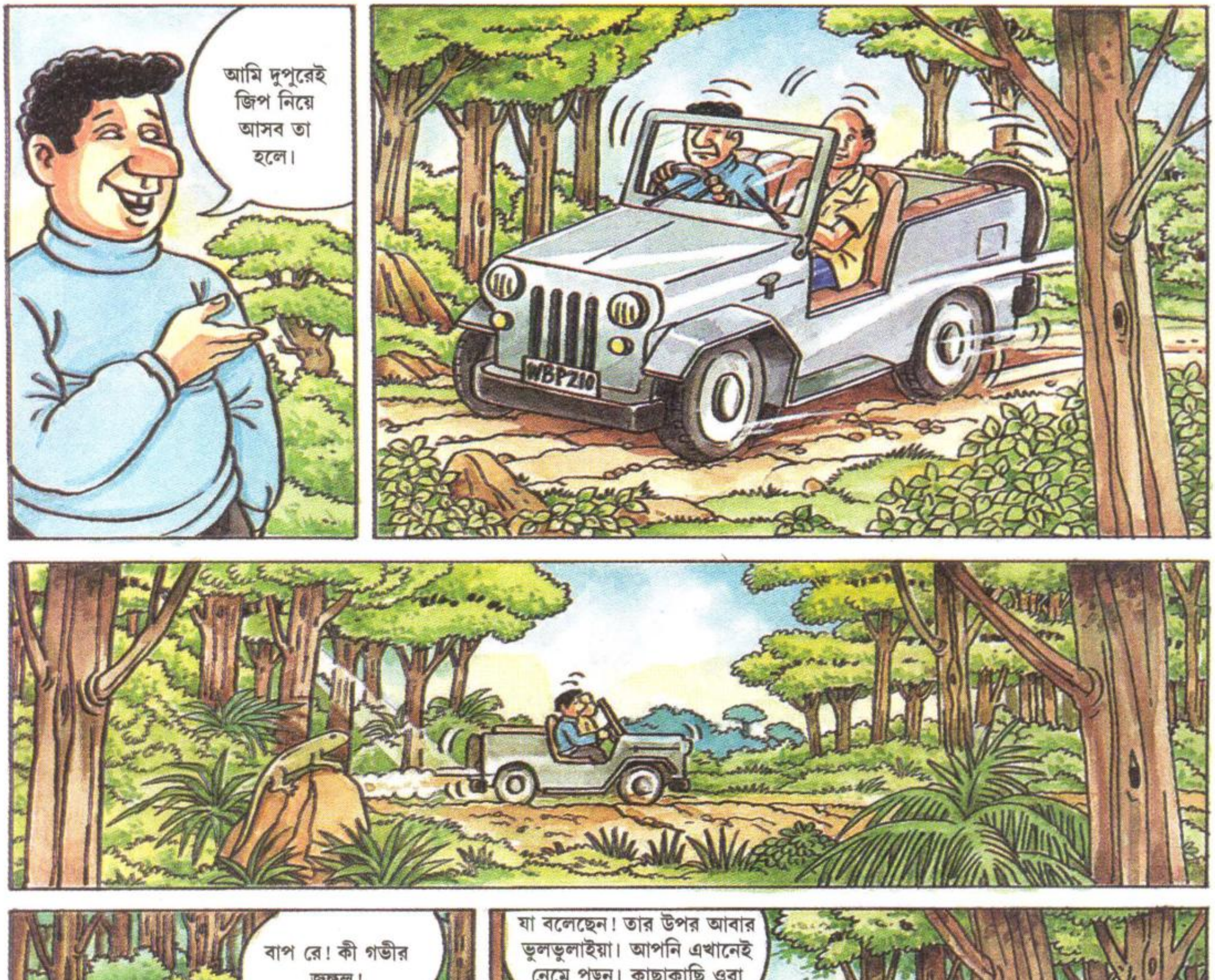
আমি দুপুরেই জিপ নিয়ে আসব তা হলে।
WBP210
বাপ রে! কী গভীর জঙ্গল!
যা বলেছেন! তার উপর আবার ভুলভুলাইয়া। আপনি এখানেই নেমে পড়ুন। কাছাকাছি ওরা আছে। আমি গেলে আবার চিনে ফেলবে।
WBP210

WBP 210

বাবা রে, সাপ!
কিছু সময় পরে...
আরে, একটা কালীমন্দির।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

# পাখি এবার বিক্রমগড়ে

প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

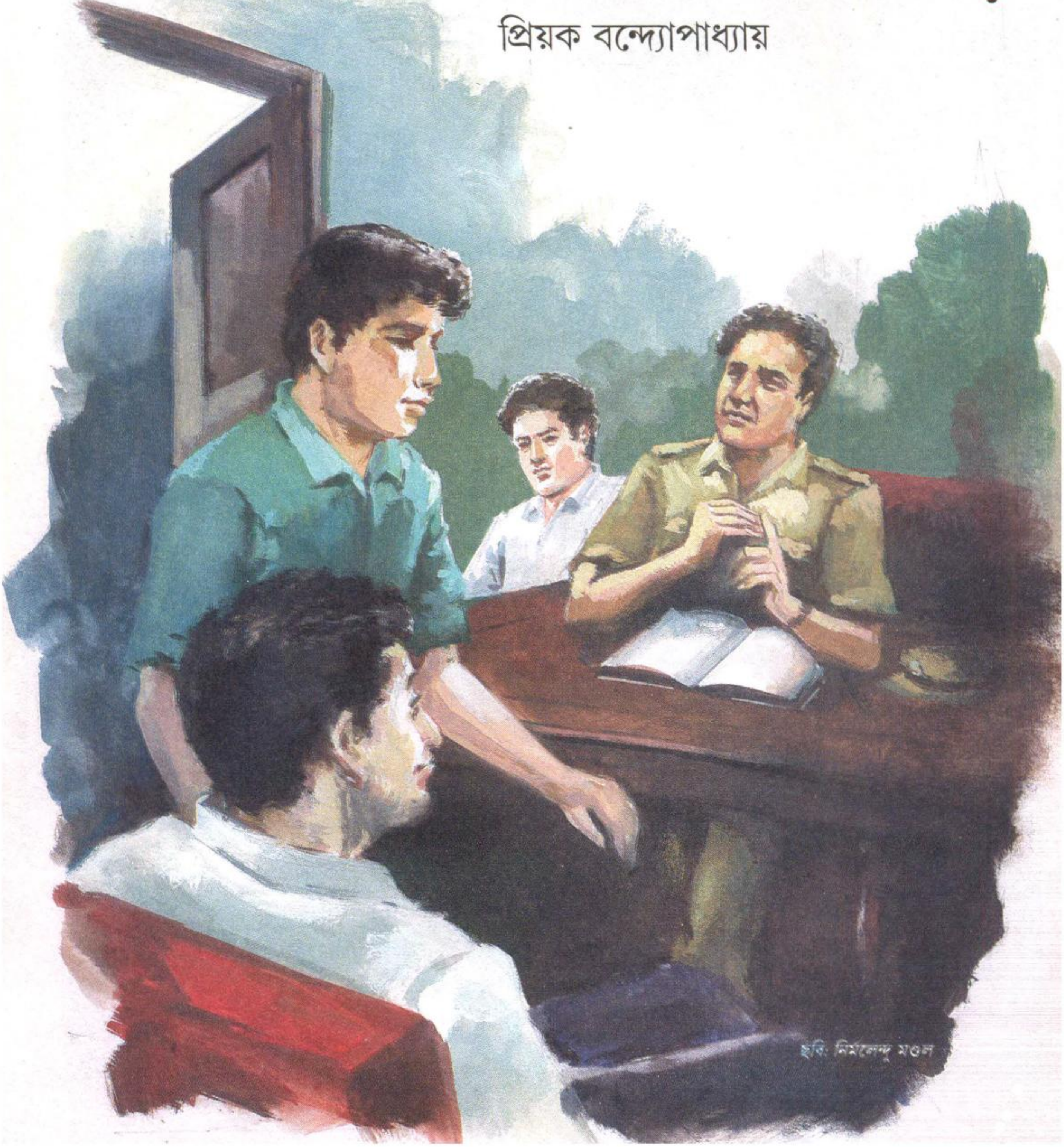

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

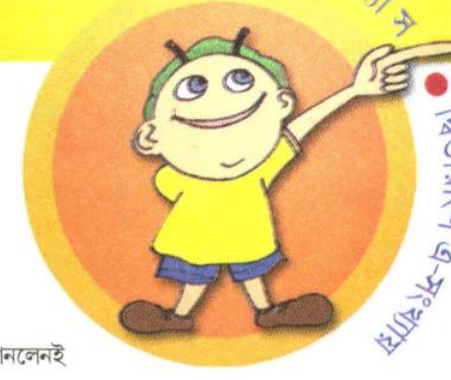

• দ্বিতীয়াংশ এ-সংখ্যায়

*আগে যা ঘটেছে: বিক্রমগড়ে জিনিয়াদের বাড়ি। হস্টেলে ভাল লাগছিল না বলে পাখি জিনিয়ার সঙ্গে তাদের বাড়িতে গেল বেড়াতে। রাজপ্রাসাদের মতো সাদা দোতলা বাড়ি। চার পাশে রংবেরঙের ফুলের বাগান। দাদু ব্রজেন দত্ত দিল্লিতে থাকতেন। সুপ্রিম কোর্টের জজ। জিনিয়ার বাবা-মা মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। তারপর দাদু বিক্রমগড়ে এসে ওঠেন। সঙ্গে মেজোকাকা মিহির দত্ত এবং তাঁর স্ত্রী আশাদেবী, ছোটকাকা সুধীর দত্ত, ম্যানেজার নিবারণকাকা আর কাজের মেয়ে তরুদি। আর আছেন প্রতিবেশী-বন্ধু রণবীর সান্যাল। ব্রজেন দত্তর আশি হাজার টাকার চেক কেউ ভাঙিয়ে নেয়। আর তারপরই খুন হলেন ব্রজেনবাবু। কী ঘটল তারপর?*

॥ ৯ ॥

সমাদ্দারদারোগা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "বেশ, আমার প্রথম প্রশ্ন, ভিকটিমের সঙ্গে আপনার পরিচয় ক' দিনের?"

"তা প্রায় পনেরো বছরের পরিচয়। ব্রজেন আর আমি পনেরো বছরের বন্ধু।"

"বটে। তা আপনারা কী কলেজের বন্ধু, নাকি একই অফিসে চাকরি করতেন?" নোটবুকের পাতায় সমাদ্দারদারোগার কলম পাখির মতো উড়ে চলল।

"না না, সেসব কিছুই নয়। বিক্রমগড়ে বাড়ি করে থাকার সুবাদে আমার সঙ্গে ব্রজেনের আলাপ-পরিচয়। ইনফ্যাক্ট, ব্রজেন বয়সে আমার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়ই ছিল। 'দাদা' বলে ডাকতে দিতে ব্রজেনেরই আপত্তি ছিল। দু' জনেরই দাবার নেশা ছিল সাংঘাতিক। ফলে নিছক প্রতিবেশী থেকে হরিহরাত্মায় পরিণত হতে খুব একটা বেশি সময় লাগেনি। তারপর কীভাবে যে ধীরে-ধীরে ব্রজেনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পাকে-পাকে জড়িয়ে গেলাম, তা টেরই পেলাম না।" বলতে-বলতে গলাটা ধরে এল আপাত কাঠখোট্টা মানুষটির।

ঘরের ভারী পরিবেশটা যেন আরও ভারী হয়ে এল। কয়েক মিনিটের জন্য সমাদ্দারদারোগাও যেন গুম মেরে গেলেন। তারপরেই অবশ্য সামলে নিয়ে পেশাদারি ভঙ্গিতে শুরু করলেন, "আচ্ছা মিঃ সান্যাল, হঠাৎ রাত একটার সময় আপনি কী করে জানতে পারলেন যে, ব্রজেনবাবু অসুস্থ! আফটার অল, সে সময় তো আপনি এ বাড়িতে ছিলেন না।"

"আসলে খবরটা আমাকে প্রথম নিবারণই দেয়। সে-ই ছুটতে-ছুটতে গিয়ে বলল, 'কত্তাবাবুর এখন-তখন অবস্থা। আপনি শিগ্‌গির চলুন।'"

"জাস্ট এ মিনিট," হাত তুলে বাধা দিলেন সমাদ্দারদারোগা, "এই নিবারণ কে জানতে পারি?"

"নিবারণ হচ্ছে ব্রজেনদের কোম্পানির ম্যানেজার কাম অ্যাকাউন্ট্যান্ট।" এটুকু বলে, মিহির দত্তর দিকে তাকিয়ে রণবীর সান্যাল বললেন, "ব্যাপারটা দারোগাবাবুকে ভাল করে এক্সপ্লেন করে বলো না হে।"

"হ্যাঁ, এই যে বলছি," শশব্যস্ত হয়ে মিহিরবাবু শুরু করলেন, "নিবারণকাকা আমাদের সানফ্লাওয়ার কোম্পানির অ্যাকাউন্টসটা হ্যান্ডেল করতেন। প্রায় আট-দশ বছরের পুরনো কর্মচারী। সাতকুলে কেউ ছিল না বলে এ বাড়িতেই থাকতেন। কখনও-সখনও দরকার হলে বাড়ির অন্যান্য কাজকর্মও করতেন। সব মিলিয়ে ওই ম্যানেজার গোছের আরকি।"

"বেশ, বেশ। কিন্তু একটা কথা বোধগম্য হচ্ছে না যে, বাড়ির কর্তা অসুস্থ সেটা নিবারণবাবু জানলেনই বা কী করে? আর যদি বা জানলেন তো সে খবরটা বাড়ির লোকেদের না দিয়ে হঠাৎ রণবীরবাবুকে জানাতে মাঝরাতে ওঁর বাড়ি ছুটলেন কেন?" কলম চিবোতে-চিবোতে আনমনে বলে উঠলেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

"এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু তো নেই। এ বাড়ির সব কাজই তো চিরকাল, হয় শ্বশুরমশাই নয় কাকাবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী চলে। শ্বশুরমশাইকে অসুস্থ দেখে স্বাভাবিকভাবেই নিবারণকাকার মাথায় কাকাবাবুর কথাটা এসেছিল।" ঘোমটার মধ্যে থেকে মৃদু স্বরে কথাগুলো বললেন মিহিরবাবুর স্ত্রী আশাদেবী।

"তর্কের খাতিরে যদি এটা মেনেও নেওয়া যায় তবু ধন্দ একটা থেকেই যাচ্ছে। সেটা হল, এই খবরটা তো টেলিফোনেও দেওয়া যেত। অথচ তা না করে একেবারে তেপান্তরের মাঠ ঠেঙিয়ে ছুটতে-ছুটতে?" খুঁতখুঁতুনিটা থেকেই গেল সমাদ্দারদারোগার কথায়।

"আসলে আমার টেলিফোনটা আবার ক' দিন ধরে খারাপ। টেলিফোনে ধরতে না পেরেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত নিবারণ..." কৈফিয়তের সুর বাজল রণবীর সান্যালের কণ্ঠে।

"আচ্ছা, এক কাজ করুন তো দেখি। চট করে একবার ডেকে নিয়ে আসুন তো আপনাদের নিবারণবাবুকে। একবার নেড়েচেড়ে দেখি তাঁকে।"

এক অখণ্ড নৈঃশব্দ্য নেমে আসে ঘরে। শেষ পর্যন্ত মিহিরবাবুই আমতা-আমতা করে বললেন, "নিবারণকাকাকে, ইয়ে মানে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"হোয়াট! পাওয়া যাচ্ছে না?" পিলে চমকানো গর্জন ছাড়লেন শিবপ্রসাদদারোগা।

"হ্যাঁ, মানে রণবীরকাকাকে খবর দেওয়ার পর উনি আর ফিরে আসেননি।" অপ্রস্তুত মুখে বললেন মিহির দত্ত।

"ডাক্তারবাবুকে নিয়ে নিবারণকাকা এসে পৌঁছলে দরজা খুলে দিতে হবে বলে আমিও অনেকক্ষণ বসে ছিলাম একতলায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই আসেননি।" এতক্ষণে মুখ খোলে পাখি।

"অথচ ব্যাটাচ্ছেলে কী না বলল, 'আপনি এগোন কাকাবাবু, ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আমি এলাম বলে!' রাতারাতি কোথায় গায়েব হয়ে গেল মানুষটা!" অকৃত্রিম বিস্ময়ে বললেন রণবীর সান্যাল।

নোটবইটা সশব্দে বন্ধ করে উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে সমাদ্দারদারোগা রসিয়ে-রসিয়ে মন্তব্য করলেন, "তা হলে খেলা ভালই জমেছে, কী বলেন? একজন মৃত, অন্যজন

অদৃশ্য, ইন্টারেস্টিং, কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত, আজকের মতো আপনাদের ছুটি। কাল থেকে ফরমাল ইন্টারোগেশন শুরু হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, আমাকে, আই মিন, পুলিশকে না জানিয়ে কেউ আপাতত বিক্রমগড় ছেড়ে যাবেন না। আশা করি আপনারা সকলে ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে আমাদের যথাযথ কোঅপারেশন করবেন।" কোঅপারেশন শব্দটির উপর যেন ইচ্ছে করেই একটু বিশেষ জোর দিলেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

॥ ১০ ॥

বেলা দশটা নাগাদ সকালের খবরের কাগজটা নেওয়ার উদ্দেশে ড্রয়িংরুমে পা রাখতে গিয়ে রীতিমতো হোঁচট খেল পাখি। নোটবই, কলম, টুপিটাপা সহ ড্রয়িংরুম আলো করে বসে আছেন সমাদ্দারদারোগা। সামনেই টেবিলে ধূমায়িত চায়ের কাপ আর লুচি-তরকারির প্লেট। অদূরেই আর-একটি সোফায় জড়সড় হয়ে মিহিরবাবু বসে। তাঁর চোখের তলায় কালি, উসকোখুসকো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত চোখ-মুখ দেখলে দু' দিন আগের বিপর্যয়ের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

খবরের কাগজের খোঁজ আপাতত শিকেয় তুলে, দারোগাবাবুর চোখ বাঁচিয়ে পাখি ড্রয়িংরুমের পিছন দিকে জানলার কোল ঘেঁষে রাখা একটি চেয়ারে সন্তর্পণে বসে পড়ল। সোফায় বসে থাকা মানুষ দু'টি তাকে তেমন লক্ষ না করলেও, পাখির উদ্‌গ্রীব চোখ সবই লক্ষ করছিল।

"তা হলে মিহিরবাবু, আপনি বলছেন যে, আপনার দাদার কার অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর ঘটনাটাই আপনার বাবার জীবনটাকে একেবারে বদলে দিয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই। বাবা তখন দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টের জজ। দাদা-বউদির মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর খবরটা পেয়ে একেবারে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু বলতেন, 'রিটায়ারমেন্টের পর এই মৃত্যুপুরীতে আর একদিনও থাকব না আমি।' সত্যি-সত্যি, রিটায়ার করার পর দিল্লি শহরের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে বাবা চলে এলেন সোজা বিক্রমগড়।" অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবার যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন মিহির দত্ত।

"বাবার কথা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি হঠাৎ সুবোধ সন্তানের মতো বাবার সঙ্গে বিক্রমগড়ে সেট্‌ল করলেন কেন? নাকি বাবার মতো আপনার দিল্লির জাঁকজমক ঠাটবাটের চেয়ে বিক্রমগড়ের এঁদো পচা পুকুর আর ভাঙা শিবমন্দির বেশি প্রাণে ধরেছিল?" এক চিলতে বাঁকা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে প্রশ্নটি করলেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

"না, তা ঠিক নয়। দিল্লি শহর যথেষ্ট ভালই লাগত। আর আমার আই এস-এর চাকরিটাও বেশ লোভনীয় ছিল। বেশ কয়েক বছর ডিপার্টমেন্ট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারের ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করার পর মনে হল, কাজটা আমি ঠিক করছি না। বৃদ্ধ বয়সে কোন গণ্ডগ্রামে বাবা গিয়ে একা-একা পড়ে আছেন, আর আমি কিনা দু'টো পয়সা আর গ্ল্যামারের লোভে...। শেষ পর্যন্ত রেজিগনেশন দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সোজা বিক্রমগড়ে চলে আসি, তা প্রায় বছর পনেরো হল।"

"এ তো দেখছি মর্ডান পিতৃভক্ত রামের জীবনচরিত। এ নিয়ে তো গাঁ-গঞ্জে একটা সলিড যাত্রাপালা নামিয়ে দেওয়া যায়।" মুচকি হেসে বললেন সমাদ্দারদারোগা।

"তা নিশ্চয়ই হয় দারোগাবাবু। জীবনের গল্প বাদ দিয়ে গান, নাটক, কবিতা, যাত্রা, কোনও কিছুই লেখা যায় না এ তো জানা কথা।" সমাদ্দারদারোগার দেওয়া খোঁচাটাকে অগ্রাহ্য করে স্বাভাবিক গলাতেই বললেন মিহির দত্ত।

উত্তরটা শুনে দু'-এক মিনিট একদম চুপ করে থেকে তারপর পরিহাস বর্জিত গলায় বললেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, "আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়োর ডিশিসন মিহিরবাবু। সত্যি, মানুষ জীবনে কী চায় আর শেষ পর্যন্ত কী যে পায়, কেউই বলতে পারে না। আমিও তো আমার বাবার অকালমৃত্যুর পর স্রেফ সংসারটাকে উপোসের হাত থেকে বাঁচাতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নটাকে বেমালুম জলে ভাসিয়ে দিয়ে পুলিশের ইউনিফর্ম গায়ে চড়িয়েছিলাম।"

মিনিট দু'য়েক স্তব্ধ থাকার পর কেজো অফিসারের সুরটা আবার ফিরে আসে সমাদ্দারদারোগার গলায়, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, চাকরি ছেড়ে বিক্রমগড়ে আসার পর জীবনধারণের জন্য কী ব্যবস্থা করেছিলেন মিহিরবাবু?"

"আমায় তেমন কিছু করতে হয়নি। যা করার বাবাই করেছিলেন। সানফ্লাওয়ার এক্সপোর্টস বাবাই তৈরি করেছিলেন।"

"সেটা কী বস্তু একটু খুলে বলবেন?"

"ফুল এক্সপোর্ট করার আইডিয়াটা প্রথম বাবার মাথাতেই এসেছিল। বিক্রমগড়ের মাটি গোলাপ চাষের জন্য একসেলেন্ট, এটা বাবাই প্রথম শখের গোলাপ বাগান তৈরি করতে গিয়ে বুঝেছিলেন। তারপর তো আরও বড় স্কেলে জমি কিনে গোলাপ, সানফ্লাওয়ার, টিউলিপ আরও নানা ফুলের এক্সপোর্ট শুরু করলেন। পরে আমাকেও কোম্পানির পার্টনার করে নিয়েছিলেন। আমাদের গোলাপ প্যারিস, হল্যান্ড, মাদ্রিদ, কোথায় না যায়? ভাবা যায়, স্রেফ একটা মানুষের ডেডিকেশনে বিক্রমগড় নামটা আজ ওয়ার্ল্ড ম্যাপে জ্বলজ্বল করছে।"

চোখ বুজে একমনে মিহিরবাবুর কথা শুনতে-শুনতে হঠাৎ চোখ খুলে মিটিমিটি করে হেসে শিবপ্রসাদদারোগা বললেন, "তা পৃথিবী জয় করার পর কোম্পানির প্রফিটের একটা রাফ আইডিয়া?"

"ওটা তো ঠিক এইভাবে আলটপকা বলা যাবে না। খাতাপত্তর দেখে রীতিমতো হিসেব করে বলতে হবে।" ব্যবসায়ী সুলভ সর্তকতা নিয়ে বললেন মিহিরবাবু।

"আহা-হা-হা এগ্‌জাক্ট হিসেব না হলেও চলবে। আন্দাজেই বলুন না, গত বছর কীরকম হয়েছিল আপনাদের সানফ্লাওয়ারের প্রফিট?"

সামান্য চুপ করে থেকে মনে-মনে কিছু হিসেবনিকেশ করে শেষ পর্যন্ত মিহিরবাবু বললেন, "তা ধরুন, সব বাদটাদ দিয়ে বছরে প্রায় চার লাখ...।"

"এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? এত বড় কোম্পানির প্রফিট মোটে চার-পাঁচ লাখ?" হো হো করে হেসে উঠলেন শিবপ্রসাদদারোগা।

আরক্ত মুখে মিহির দত্ত বললেন, "চিন্তা কী? নিবারণকাকা তো সব খাতাপত্তরই দেখাবেন আপনাকে। সত্যিমিথ্যে তখনই তো সব জানতে পারবেন মিঃ সমাদ্দার।"

"বেশ-বেশ, তাই না হয় হবে। এবার আমি একটু অন্য প্রশ্ন

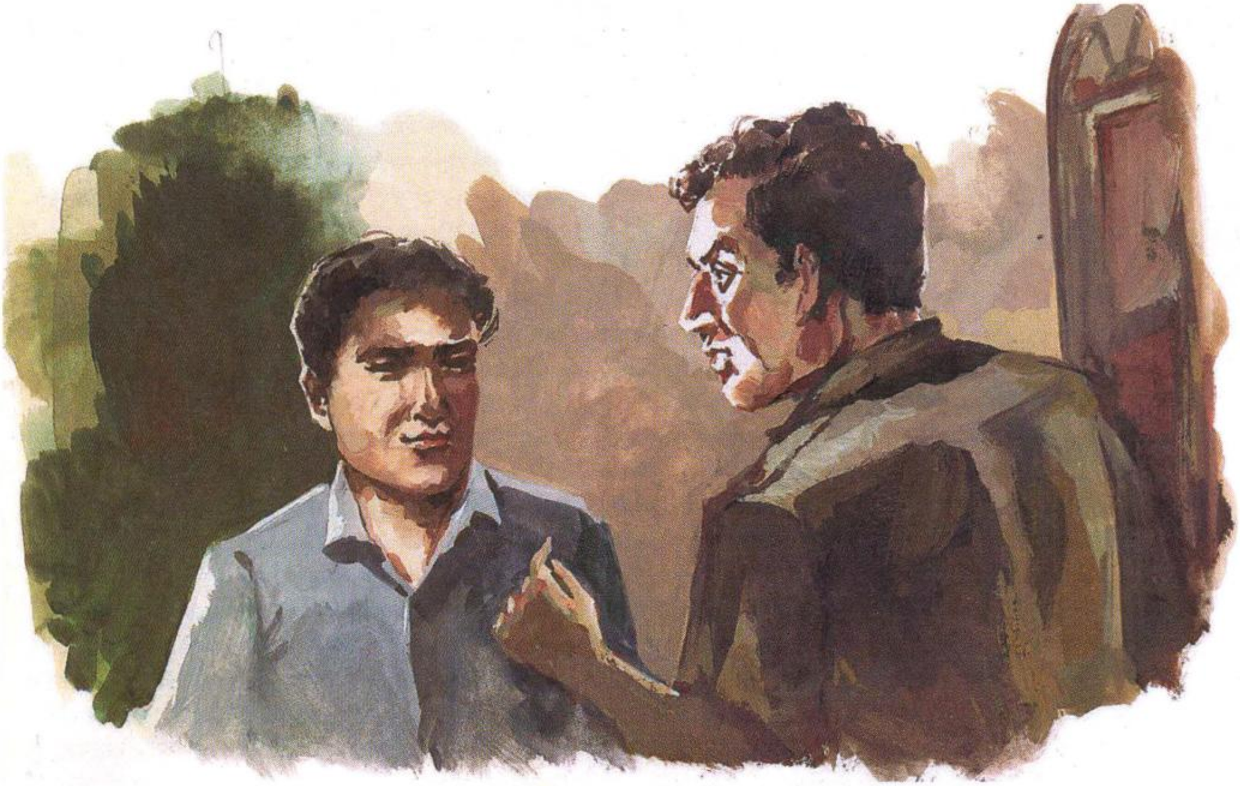

করি। প্রশ্নটা হল, আমি যত দূর জেনেছি, আপনার একজন ছোট ভাই আছেন সুধীর, সুধীর দত্ত। তা তিনি কী আপনাদের সানফ্লাওয়ারের একজন পার্টনার?"

সামান্য ইতস্তত করে বাধোবাধো গলায় মিহির দত্ত বললেন, "না, সুধীরের সঙ্গে সানফ্লাওয়ারের কোনও সম্পর্ক নেই।"

"স্ট্রেঞ্জ, আপনি জড়িত আছেন অথচ ছোট ভাই নেই, কেসটা তো ঠিক তালে মিলছে না! একটু ঝেড়ে কাসুন তো মশাই।" ভুরু নাচিয়ে সমাদ্দারদারোগা বললেন।

আবার সেই সংকোচ জড়ানো গলায় মিহিরবাবু বললেন, "সুধীর, মানে আমার ছোট ভাই বরাবরই একটু উচ্ছৃঙ্খল টাইপ। জুয়া, রেস, এসবের পিছনে জলের মতো টাকা নষ্ট করা ওর একটা বদ অভ্যেস। মাঝখানে এটা-সেটা করে বাবার অনেক টাকা নষ্ট করেছিল। এই সব কারণেই বাবা ওকে সানফ্লাওয়ারে ঢুকতে দেননি। ওর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য বাজারে সানফ্লাওয়ারের গুডউইল নষ্ট হতে পারে, এরকম একটা ভয় বোধ হয় বাবার মনে ছিল।"

"বুঝলাম, সেম ওল্ড স্টোরি। বড়লোকের উচ্ছৃঙ্খল ছেলে শুধুমাত্র বৃদ্ধ বাবার নয়, গোটা সমাজেরই জন্য, একেবারে বংশদণ্ড, ঠিক কি না?" যথেষ্ট স্থূল কথায় দার্শনিক মন্তব্যটি করলেন শিবপ্রসাদদারোগা।

অসাধারণ এই মন্তব্যে দৃশ্যতই মিহিরবাবুকে যথেষ্ট বিপন্ন দেখাল। সোফায় বসে-বসেই উসখুস করে বললেন, "অনেক কাজ পড়ে আছে মিঃ সমাদ্দার। দু'-দু'টো অর্ডার চালান দেওয়ার ব্যাপার আছে, যদি একটু অনুমতি দেন।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, যাবেন বইকি। এই তো আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করেই ছেড়ে দেব।"

"আবার আর-একটা প্রশ্ন!" হাল ছেড়ে দেওয়া গলায় বললেন মিহিরবাবু।

"হ্যাঁ, ছোট্ট একটা প্রশ্ন, নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট। কথাটা হল, ভিকটিম যেদিন খুন হন, সেদিন আপনার গতিবিধির যদি একটা হদিশ দেন।"

দু'-তিন মিনিট কী ভেবে নিয়ে মিহিরবাবু বললেন, "সেরকম তো কিছু মনে পড়ছে না, নাথিং আনইউজুয়াল। একটা অর্ডার রেডি করার ব্যাপার ছিল বলে সেদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলার সময় পাইনি। তারপর সন্ধেবেলা বাড়িতেই ছোটখাটো একটা পার্টি ছিল। সকলে মিলে সেজেগুজে সন্ধেবেলা ওটা অ্যাটেন্ড করলাম। তারপর খাওয়াদাওয়া সারতে-সারতে রাত সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা। তারপরে আমি আর দাঁড়াইনি। সারাদিন ছুটোছুটির পর এত ক্লান্ত লাগছিল যে, কোনও মতে নিজের ঘরে গিয়ে সোজা বিছানায়। ইনফ্যাক্ট, রণবীরকাকা যখন হাঁকডাক করছিলেন, প্রথমটায় আমার ঘুমই ভাঙেনি। আমার স্ত্রীই শেষ পর্যন্ত আমায় ধাক্কা মেরে জাগিয়ে খবরটা দেন।"

"ঠিক আছে, এ পর্যন্ত সবই নোট করে নিলাম। পরে দরকার হলে আবার না হয় বসা যাবে। আপাতত আপনি যেতে পারেন।" নোটবই বন্ধ করে শিবপ্রসাদ সমাদ্দার বললেন।

মিহির দত্ত ধীরে-ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে সমাদ্দারদারোগা আবার হাঁক দিলেন, "কাইন্ডলি আপনার ওয়াইফকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।"

ড্রয়িংরুম ফাঁকা হয়ে যেতেই পাখি চেয়ার ছেড়ে উঠে গুটিগুটি পায়ে শিবপ্রসাদদারোগার সামনে এসে দাঁড়াল। রিডিং গ্লাসটা নাকের মাঝখান অবধি ঠেলে নামিয়ে চোখ পিটপিট করে ছোট বিড়ালের মতো পাখিকে দেখলেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার। তারপর সামনের টেবিলে জুতো পরা পা দু'টো ছড়িয়ে দিয়ে নিস্পৃহ গলায় বললেন, "কী নাম?"

"নাম, মানে আমার?" থতমত খেল পাখি।

"তবে কী আমার? ওটা আমার জানা।"

"আমার নাম? ইয়ে, মানে পাখি।"

"কী করা হয়?"

"কিছু করি না, পড়ি। ইয়ে, মানে স্টুডেন্ট আরকি? বি ফার্মা,

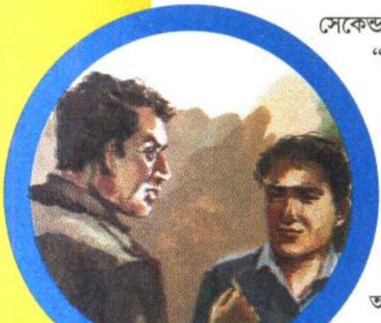

সেকেন্ড ইয়ার।"

"এখানে উদয় হলে কী করে?"

"এখানে, মানে এ বাড়ির মেয়ে জিনিয়া আমার বন্ধু। ওরই সঙ্গে ক' দিনের ছুটিতে...।"

"বটে! তা আমার কাছে কী মনে করে?"

"না, মানে বলছিলাম কী যে, আমি যদি একটু এখানে বসি তা হলে কী আপনার খুব অসুবিধে হবে?"

"সে তো তুমি অনেকক্ষণ ধরে এখানে ঘাঁটি গেড়েছ হে।" আধবোজা চোখে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন শিবপ্রসাদদারোগা। "কখন থেকেই তো দেখছি কোণের ওই চেয়ারটায় ঘাপটি মেরে বসে সব কথাবার্তা গিলছ।"

ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে পাখি বলল, "না, আসলে শুনতে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল বলে ভাবলাম আপনার পারমিশনটা নিয়েই ফেলি।"

"বলো কী! খুনখারাপির ডিটেল্স শুনতে ভাল লাগছে?" রীতিমতো চোখ কপালে উঠে গেল শিবপ্রসাদদারোগার। "আজকালকার মেয়েগুলোর হল কী? সাজগোজ, শাড়ি-গয়নার চেয়েও খুনজখম বেশি মুখরোচক লাগছে!"

"না সকলের নয়, আমারই একটু এসবে...।"

"বুঝেছি। মানে তুমি নিজেই একটু উদ্ভট প্রকৃতির। ঠিক আছে, যাও, আগেরই মতো কোণের চেয়ারটায় বসে চুপচাপ শুনে যাও সব। তবে মনে রেখো, গা-গঞ্জের মানুষ আমরা, মানে পুরনো ধারার লোক। শহুরে মেয়েদের ছেলেদের মতো চালচলন, কাজকম্মো মোটেই পছন্দ করি না। কোনও রকম ডিসটার্ব করলে বা আমার কাজে নাক গলালে সোজা ঘর থেকে বের করে দেব। আর হ্যাঁ, একটু আড়ালেই থেকো। কারণ, তোমার সামনে কথাবার্তা বলতে অন্যরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না-ও করতে পারেন।"

চেয়ার দখল করে পাখি বসতে না-বসতেই জিনিয়াকে সঙ্গে করে ঢুকলেন মিহিরবাবুর স্ত্রী আশাদেবী। আশাদেবীকে দেখে ধড়মড় করে চেয়ার থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসে শিবপ্রসাদদারোগা বললেন, "আসুন। আসুন মিসেস দত্ত।"

বিরাট ঘোমটার আড়াল থেকে ছোট একটা নমস্কার ঠুকে দারোগাবাবুর সামনে জড়সড় হয়ে বসলেন আশাদেবী। জিনিয়া পাশেই দাঁড়িয়ে থাকল।

"আচ্ছা মিসেস দত্ত, এ বাড়িতে আপনার কত দিন হল?" মার্জিত গলায় প্রশ্ন করতে শুরু করলেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

"এ বাড়িতে? তা প্রায় তেরো-চোদ্দো বছর তো বটেই।"

"শহরের আরাম-আয়েস ছেড়ে বিক্রমগড়ের মতো এরকম ঘুমন্ত জায়গায় পড়ে থাকতে কষ্ট হয় না?"

"হত, খুবই হত। বিশেষ করে দিল্লি থেকে আসার পর-পর। আস্তে-আস্তে অবশ্য সবই অভ্যেস হয়ে গেল।"

"আচ্ছা, আপনার শ্বশুরমশাই মানুষটা কেমন ছিলেন?"

"আজ্ঞে, খুবই দাপুটে মানুষ ছিলেন। বয়স যথেষ্ট হলেও রাগদাপ সবই ছিল। বাড়ির কারও সাধ্যি ছিল না ওঁর মুখের উপর একটা কথা বলে। তবে আমাকে স্নেহ করতেন খুব। কখনও অকারণে বকাঝকা করেছেন বলে মনে পড়ে না। নিজের মেয়ের শখ ছিল খুব। বলতেন, আমিই ওঁর মেয়ে।" কথা শেষ করার আগেই ঘনঘন আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন আশাদেবী।

"আচ্ছা, ব্রজেনবাবুর দেখাশোনা কে করতেন?"

"মূলত আমি আর তরুই করতাম। বাবাকে খাওয়ানো, চান করানো এসব তরুই করত। আর ওষুধ খাওয়ানো, কখনও তরু, কখনও আমিই করতাম।"

"কী কী ওষুধ খেতেন আপনার শ্বশুরমশাই?"

"হার্টের আর প্রেশারের ওষুধ তো খেতেনই, তা ছাড়া মাঝেমধ্যে ডাক্তারবাবুর কথামতো ঘুমের ওষুধ খেতেন।"

"কোন ডাক্তার দেখতেন আপনার শ্বশুরমশাইকে?"

"ডক্টর সামন্ত। ওই যে কালীতলায় বিনোদিনী স্কুলের পাশে যাঁর চেম্বার। উনিই আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।"

"এবার শেষ প্রশ্ন। ইদানীং কোনও কারণে আপনার শ্বশুরমশাইকে খুব চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হত? ভাল করে ভেবে বলুন।"

প্রশ্নটা শুনে অদ্ভুত এক অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল আশাদেবীর চোখে-মুখে। কী যেন একটা বলি-বলি করেও শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন না। বরং খানিকটা গা বাঁচানোর মতো করে উত্তর দিলেন, "চিন্তা করার মতো কিছু না-কিছু তো ছিলই। ব্যবসার ঝক্কিঝামেলা, ঠাকুরপোর জন্য চিন্তা। তবে নতুন করে আরও কিছু জুটেছিল কি না সে আমি বলতে পারব না। আমি মেয়েমানুষ, সারাদিন সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সংসারের বাইরের ঝুটঝামেলার কথা আমি কী করে জানব বলুন?"

আশাদেবীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে এক চিলতে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার। তারপরেই অবশ্য অত্যন্ত বিনীত গলায় বললেন, "আপনি যেটুকু বলেছেন, তদন্তের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। এবার আপনি আসতে পারেন।"

আশাদেবীর সঙ্গে অন্দরমহলে যাওয়ার দরজার দিকে এগোতেই জিনিয়ার চোখ পড়ে গেল কোনার চেয়ারে ঘাপটি মেরে বসে থাকা পাখির উপর। বিস্ময়ে জিনিয়ার দু' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। কয়েক পা এগিয়ে এসে পাখির মুখের কাছে মুখ নিয়ে রেগে বলল, "দিব্যি একা-একা সব কিছু অবজার্ভ করছিস। আর আমি এদিকে সারা বাড়ি তোকে খুঁজে মরছি। দাঁড়া, আমিও একটা চেয়ার নিয়ে বসছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে জিনিয়ার হাত চেপে ধরে বলল পাখি, "তা হলে দু'জনকেই এ ঘর থেকে বের করে দেবেন দারোগাবাবু। ঝামেলা না বাড়িয়ে তুই বরং এখন এখান থেকে চলে যা লক্ষ্মীটি। আমি কথা দিচ্ছি, যা দেখছি, যা শুনছি, সব তোকে অক্ষরে-অক্ষরে বলব।"

কয়েক সেকেন্ড মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকল জিনিয়া। তারপর পাখির দিকে তর্জনী তুলে, "মনে থাকে যেন," বলে দুমদাম পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ১১ ॥

বিরক্তিভরা চোখে সামনে বসা বছর পঁয়ত্রিশের যুবকটিকে নিরীক্ষণ করছিলেন শিবপ্রসাদদারোগা। বলিউড মার্কা চুল, হাতে মোটা স্টিলের বালা, গলায় বাঘনখ সহ চেন, চোখের নীচে কালি, আজকালকার এই ছেলেদের দেখলেই রাগ হয় শিবপ্রসাদের। আপাতত সেই ইচ্ছে দমন করে দারোগাসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, "আপনিই তো সুধীর দত্ত, তাই না?"

"সেটা তো আপনারই ভাল জানার কথা।" মাথার পিছনে দু'

হাত দিয়ে উর্ধ্বমুখে ঘরের সিলিং দেখতে-দেখতে হেলাফেলায় উত্তর দিলেন সুধীর দত্ত।

শীতল চোখে সুধীরকে জরিপ করে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন শিবপ্রসাদদারোগা, "যা জানতে চাইব ঠিকঠাক উত্তর দেবেন। পুলিশের সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করলে পস্তাবেন।"

"বেশ তো, বলুন না কী জানতে চান?" তৎক্ষণাৎ সংযত ভদ্র উত্তর এল।

যাক, এক ডোজেই কাজ হয়েছে। মনে-মনে হাসলেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

"ওয়েল, আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি কী করেন?"

"করি বলতে আমার ছোটখাটো একটা পোলট্রি ফার্ম আছে।"

"পোলট্রি ফার্ম! বলেন কী? সুপ্রিম কোর্টের জজের ছেলে হয়ে পোলট্রি ফার্ম! এর চেয়ে ভদ্র-সভ্য কিছু জুটল না?"

"ভদ্র-সভ্য। হুঁ, ভদ্র-সভ্য!" হঠাৎই ফুঁসে উঠলেন সুধীর দত্ত, "একটা ভদ্র-সভ্য বিজনেসের জন্য কত ক্যাপিটাল লাগে জানেন? তাও চেষ্টা করিনি ভাবছেন? রেডিমেড গারমেন্টস, শেয়ার মার্কেটের ব্রোকারি, পাবলিশিং হাউস, কী না করেছি! কিন্তু ওই যে বললাম, টাকার জন্য প্রতিবারই গণেশ উলটে গেল। সবই আমার কপাল, বুঝলেন? বাবা যদি আর-একটু টাকা জোগান দিতেন, তা হলে কী আর ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে মুরগি নিয়ে ঘাঁটতাম?" হিসহিস করে উঠলেন সুধীর দত্ত।

"বাঃ বাঃ, মজা মন্দ নয়। আপনি রেস, জুয়া, নয়তো ব্যবসা-ব্যবসা খেলে টাকা ওড়াবেন, আর আপনার বাবা পরিশ্রম করে সেই টাকা জোগাবেন, এই না হলে সুসন্তান!" নাটকীয় ভঙ্গিতে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন শিবপ্রসাদদারোগা।

"বেশ করি আমি জুয়া খেলি, তাতে কার কী? আসল খেলাটা তো খেলছে আমার মেজদা। আমার নামে সারাক্ষণ বাবার কাছে লাগিয়ে-লাগিয়ে বাবাকে পুরো অ্যান্টি করে দিল। না হলে সানফ্লাওয়ারে তো আজ আমারও পার্টনার হওয়ার কথা।"

"কেন খামোকা বাজে কথা বলছেন নিজের দাদার সম্বন্ধে। আপনার সম্বন্ধে লাগিয়ে ওঁর লাভ?" মৃদু ধমক দিলেন সমাদ্দারদারোগা।

"যা বোঝেন না তা নিয়ে অযথা ফুট কাটবেন না তো মশাই। এই বুদ্ধি নিয়ে দারোগাগিরি করেন কী করে?" পালটা দাবড়ানি দিলেন সুধীর দত্ত, "এটা বোঝেন না যে, সানফ্লাওয়ার এক্সপোর্টের টাকা, বাড়ি, জমি সকলকে না দিয়ে একলা হজম করতে হলে ছোট ভাইয়ের নামে লাগিয়ে বাবার মন বিষিয়ে না দিলে চলবে কী করে?"

"নিছক সন্দেহের বশে মিথ্যে অপবাদ দেবেন না দাদার নামে। যতটুকু কথাবার্তা হয়েছে মিহিরবাবুর সঙ্গে, তাতে বেশ বুঝতে পেরেছি, মানুষটি নেহাতই ভদ্রলোক।"

"তা হলে আপনিও ঘোল খেয়ে গিয়েছেন বলুন।" খ্যাঁকখ্যাঁক করে হায়েনার মতো হেসে উঠলেন সুধীর দত্ত, "আরে বাবা, অ্যাকটিংটা তো হাজার হলেও আমার দাদা ভালই করে। নিপাট ভাল মানুষের মতো মুখ আর মিষ্টি-মিষ্টি কথার আড়ালে ও যে আসলে কী চিজ! আরে বাবা, অতই যদি সাধুপুরুষ, তো বাবার লাখ টাকার চেকটা হাপিস হল কী করে, উত্তর দিক দেখি?"

"লাখ টাকার চেক? সেটা কী ব্যাপার?" কৌতূহলে নড়েচড়ে বসলেন সমাদ্দারদারোগা।

"সেসব আমি কী জানি?" দারোগার কৌতূহলে এক ঘটি জল


শ্রী দেবাশীষ মৌলিক
সম্পাদিত
(by a Group of 20 paper setters)

মাধ্যমিকের সেরা
সহায়ক বই

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
Madhyamik English Sahayika
মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
মাধ্যমিক ভৌত-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক মৎস্যচাষ সহায়িকা
রায়-হালদার-সাঁতরা প্রণীত কর্মশিক্ষা ও শরীরশিক্ষা পরিচয়

গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই
মাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেতে
হলে এই বইগুলির সাহায্য চাই-ই চাই

PRASA-02

প্রান্তিক
স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী

১৮, ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন ঃ ২৩৫০-৯৩৫১, ২৩৫২-৬৭১২,
টেলিফ্যাকস্ ঃ ২৩৫০-৯৩৫১

ঢেলে দিয়ে উদাস মুখে বললেন সুধীর দত্ত, "আফটার অল আমি হলাম এ বাড়ির ব্ল্যাক শিপ। আমার কথার কীইবা দাম? আপনি তো একজন জবরদস্ত দারোগা। হিম্মত থাকলে এ গরিবকে না রগড়ে খুঁজে বের করুন না আসল সত্যিটা।" মুচকি হেসে শিবপ্রসাদদারোগার চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন সুধীর দত্ত।

॥ ১২ ॥

মাটির দিকে চোখ নিচু করে বসে ছিল চব্বিশ বছরের সুকল্যাণ দত্ত। কৈশোরের সারল্য পুরো বিদায় নেয়নি মুখ-চোখ থেকে। যুবকটিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণভাবে দেখে নিয়ে ধীরে-ধীরে শুরু করলেন শিবপ্রসাদদারোগা, "আচ্ছা, নিহত ব্রজেন দত্ত তোমার কে হতেন?"

কঠিন দু'টো চোখ দারোগার মুখের উপর এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল। তারপর শীতল গলায় সুকল্যাণ দত্ত বলল, "'তুমি' নয়, 'আপনি' বলুন।"

মনে-মনে সামান্য চমকালেও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না সমাদ্দারদারোগা। এ ধরনের যুবক যে তাঁর দীর্ঘ পুলিশজীবনে দেখেননি তা নয়। তাই মৃদু হেসে নতুন করে শুরু করলেন, "বেশ, নিহত ব্রজেন দত্ত আপনার কে হন?"

"দাদু।"

"দাদুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"ভাল নয়।" কাটা-কাটা সংক্ষিপ্ত উত্তর এল।

"ভাল নয় কেন?"

"দাদু আমার মেডিক্যাল পড়া ছাড়িয়ে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিলেন।"

"কথাটা বোধ হয় পুরো ঠিক নয় সুকল্যাণবাবু। বেঙ্গালুরুতে মেডিক্যাল না পড়ালেও আসানসোলের কলেজে কিন্তু উনি আপনাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।" বাধা দিয়ে বলে উঠলেন সমাদ্দারদারোগা।

"কিন্তু আমি মেডিক্যালই পড়তে চেয়েছিলাম।"

"তা হঠাৎ করে দাদু আপনার মেডিক্যাল পড়া ছাড়িয়েই বা দিলেন কেন সুকল্যাণবাবু?"

"কারণটা পুরোপুরি ব্যক্তিগত। এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।" অনমনীয় উত্তর এল।

"তা খুব ব্যক্তিগত মনে করলে না হয় বলবেন না।" থতমত খেয়ে বললেন শিবপ্রসাদদারোগা, "তার চেয়ে আপনি বরং অন্য একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।"

"কী প্রশ্ন?"

"প্রশ্নটা হল, আপনি কি জানতেন যে মৃত্যুর ক' দিন আগে আপনার দাদুর একটা মোটা টাকার চেক খোয়া গিয়েছে এবং তা নিয়ে আপনার দাদু যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন?"

"না, আমি জানি না, জানতে চাইও না। এ বাড়ির কোনও ব্যাপারে, দাদুর কোনও ব্যাপারে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।" নিস্পৃহ উত্তর এল।

"আচ্ছা, একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। আপনাদের কর্মচারী নিবারণবাবুকে আপনার কেমন লাগত?"

"কোনও দিন আলাদা করে ভেবে দেখিনি। তবে দু'-একবার মনে হয়েছে একটু বেশি মাত্রায় অনুগত, যেটা হয়তো খুব স্বাভাবিক নয়।"

"বাঃ, আপনার অবজার্ভেশন তো বেশ শার্প।" তারিফ না করে পারলেন না সমাদ্দারদারোগা, "আর-একটা কথা সুকল্যাণবাবু। আপনি তো জানেন, আপনার দাদুর মৃত্যু কীভাবে হয়েছে। ঘাড় আর মাথার মাঝখানে একটি বিশেষ পয়েন্টে সজোরে ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়ায় প্রায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে। মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে খুব ভাল জ্ঞান না থাকলে যে-কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা করা একটু কঠিন, তাই না সুকল্যাণবাবু?"

"আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন দারোগাবাবু।"

"আমি কিছুই বলতে চাইছি না সুকল্যাণবাবু। শুধু একজন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার মতামতটা যদি..."

"এ বিষয়ে আমার কোনও মতামত নেই। আমি কী এবার যেতে পারি দারোগাবাবু?" নিষ্কম্প দৃষ্টিতে সমাদ্দারদারোগার দিকে তাকিয়ে বলল সুকল্যাণ।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

ঘরের দরজা দিয়ে প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিল সুকল্যাণ। পিছন থেকে সমাদ্দারদারোগা হেঁকে বললেন, "পড়াশোনাটা একেবারে ছেড়ে দেবেন না সুকল্যাণবাবু।"

"আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।" পিছনে না তাকিয়েই সুকল্যাণ বলল।

নিজের মনেই মুচকি হাসলেন সমাদ্দারদারোগা। সুকল্যাণ শিবপ্রসাদদারোগার পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

॥ ১৩ ॥

কড়ির মতো সাদা রক্তহীন মুখে জড়সড় হয়ে জিনিয়া বসে ছিল শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের সামনে। ছোট মেয়েটির ভয় পাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মায়াই হয় সমাদ্দারদারোগার। 'পুলিশ' শব্দটি কী ভয়ংকর ত্রাসের সঞ্চার করে সাধারণ মানুষের মনে, এই ছোট মেয়েটি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। গলার স্বর যথাসম্ভব চিকন করে জিনিয়াকে বললেন শিবপ্রসাদদারোগা, "অকারণে ভয় পেও না মা। তোমার ইচ্ছে না হলে কোনও কথা যদি না-ও বলো, আমি কিছুই মনে করব না, কেমন!"

"না, না, আমি ভয় পাইনি। আপনি শুরু করুন।" জোর করে নার্ভাস ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল জিনিয়া।

"আচ্ছা দাঁড়াও, তোমার বন্ধুকেও ডেকে নিই, কেমন! দু' জনে একসঙ্গে থাকলে দেখবে আর ভয় করছে না। কই গো মেয়ে, উঠে এসো তোমার বন্ধুর পাশে। তোমাদের দু' জনকে একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করে নিই।"

পাখিকে কাছে পেয়ে জিনিয়া একটু ধাতস্থ হলে সমাদ্দারদারোগা শুরু করলেন, "দাদুর সঙ্গে ভাব কেমন ছিল?"

"খুব ভাল ছিল। দাদু আমার জীবনের সব কিছু ছিলেন।"

"তবে যে শুনলাম, দাদু খুব রাগী মানুষ ছিলেন। তাই বাড়ির সকলে তাঁকে ভয় করে চলত।"

"বাজে কথা। একটুও রাগী ছিলেন না দাদু। অন্তত আমি কখনও দেখিনি।" তীব্র প্রতিবাদ করল জিনিয়া।

"ছেলেবেলা থেকেই দাদু একাধারে আমার মা, বাবা, সব কিছু ছিলেন। আমার সব কথা, তা যত গোপনই হোক, একমাত্র

দাদুকেই সব বলতাম আমি। এমন একটা দিনও যায়নি, যেদিন হস্টেল থেকে দাদুকে ফোন করিনি। দাদুর সঙ্গে কথা না হলে মনে হত পুরো দিনটাই যেন অর্থহীন। কে যে দাদুকে ওইরকম নিষ্ঠুরভাবে ছুরি মেরে..." বলতে-বলতে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জিনিয়া।

সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির এই রকম মর্মান্তিক মৃত্যু কৈশোরের নরম মনটাকে এক লহমায় একেবারে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। কাঁদুক-কাঁদুক, কেঁদে-কেঁদে হাল্কা হোক মেয়েটা। তাই মুখে কিছু না বলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করলেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার।

শেষ পর্যন্ত কান্না থামিয়ে চোখ-মুখ মুছে জিনিয়া একটু ধাতস্থ হওয়ার পর, সমাদ্দারদারোগা বললেন, "আচ্ছা, দাদু তোমার দাদাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না, তাই না? সেই জন্যই বোধ হয় জোর করে পড়া ছাড়িয়ে দাদাকে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলেন?"

"বাজে কথা।" তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করল জিনিয়া, "দাদা তো পড়াশোনা জলাঞ্জলি দিয়ে আমাদের বর্ণের বাইরের একটি মেয়ের সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা আরম্ভ করল। দাদু জানতে পেরে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে এসব অনাচার চলবে না।' তাই দাদাকে পড়াশোনা ছাড়িয়ে...।"

"আর ছোটকাকা? ছোটকাকার সঙ্গেও তো দাদুর বনিবনা হত না।"

"বনিবনা হবে কী করে? কী ভীষণ টাকা নষ্ট করত ছোটকা। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, এই নিয়ে দাদু কত বকাবকি করেছেন কিন্তু ছোটকার স্বভাব পালটায়নি।"

"আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে, তোমার মেজোকাকাই ছোটকাকার বিরুদ্ধে লাগিয়ে-লাগিয়ে তোমার দাদুর মনটা বিষিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকে বলে, তোমার দাদুর বিশাল সম্পত্তির একচেটিয়া মালিকানা পাওয়ার জন্যই নাকি অনেক ভেবেচিন্তে তোমার মেজোকাকা এই কাজ করেছিলেন।"

"না, কখনও নয়। আমার মেজোকাকা সেরকম মানুষই নন।" তপ্ত চোখে-মুখে উত্তর দিল জিনিয়া, "আমি নিজে কতবার দেখেছি, মেজোকাকা কতবার বোঝাচ্ছেন দাদুকে, ছোটকাকে সানফ্লাওয়ারে নেওয়ার জন্য। কিন্তু দাদুর সেই এক কথা, 'সুধীরকে যদি সানফ্লাওয়ারে নেওয়া হয়, তবে আমি বেরিয়ে যাব। আমার সাজানো বাগান আমারই চোখের সামনে ছারখার হবে, এ আমি বেঁচে থাকতে সহ্য করতে পারব না।' "

"বুঝলাম। একটা কথা বলো তো জিনিয়া, ইদানীং তোমার দাদুকে কী কোনও কারণে খুব চিন্তামগ্ন বা বিষণ্ণ লাগত? ভাল করে ভেবেচিন্তে বলো।"

কপালে ভাঁজ ফেলে দু' চোখ বুজে খানিক চিন্তা করে শেষে জিনিয়া বলল, "ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে দাদুর মৃত্যুর দিন সকালে দাদু যখন স্টাডিতে বসে কাজ করছিলেন, তখন দাদুকে কেমন গম্ভীর, চিন্তামগ্ন লাগছিল।"

"তুমি দাদুর স্টাডিতে কী করছিলে?"

"বা রে! তরুদি আমার হাত দিয়ে দাদুর হার্টের আর প্রেশারের ওষুধ পাঠাল, তাই তো আমি...।"

"বেশ-বেশ, তার মানে তুমি একটা বিশেষ কাজে দাদুর স্টাডিতে গিয়েছিলে। আচ্ছা জিনিয়া, তুমি কি জানো, সম্প্রতি তোমার দাদুর একটা চেক হারিয়ে গিয়েছে?"

প্রশ্নটা শুনেই রাগত মুখে জিনিয়া পাখির দিকে তাকাল।

"তুমি ভুল করছ জিনিয়া। তোমার বন্ধু আমায় কিছুই বলেনি। আমি সম্পূর্ণ অন্য সূত্র থেকে খবরটা জেনে তোমায় জিজ্ঞেস করছি।" তীক্ষ্ণ চোখে জিনিয়াকে দেখতে-দেখতে সমাদ্দারদারোগা বললেন।

কিছুটা দোনামোনা করে শেষ পর্যন্ত জিনিয়া মুখ খোলে, "ব্যাপারটা আমি নিজে কিছুই জানতাম না। লাইব্রেরিতে বই পড়তে-পড়তে পাখি আড়াল থেকে শুনে ফেলেছিল যে, চেক হারাবার জন্য দাদু মেজোকাকা, ছোটকা আর নিবারণকাকাকে বকাঝকা করছেন।"

"তোমার কী মনে হয় ওই চেকটা তোমার মেজোকাকা কোনওভাবে...!"

"না, কখনও নয়। আমার মেজোকাকা মাটির মানুষ। কোনও হীন কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।" উত্তেজিত গলায় বলল জিনিয়া।

"ঠিক আছে জিনিয়া, আমার যা জানার ছিল তা জানা হয়ে গিয়েছে। তুমি বরং এক কাজ করো।" সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সমাদ্দারদারোগা বললেন, "তোমার দাদুর স্টাডিতে একবার নিয়ে চলো আমায়।"

জিনিয়া কিছু বলার আগেই পাখি বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন, নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। এই তো ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে একটু এগোলেই দাদুর স্টাডিরুম।"

চাবি দিয়ে তালাবন্ধ দরজাটা খুলতেই কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগল। পাখি এগিয়ে গিয়ে ঘরের জানলাগুলো খুলে দিল দ্রুত হাতে। টাটকা হাওয়া ঘরে ঢুকলে তবে যদি গন্ধটা যায়!

শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের অবশ্য কোনও কিছুতেই হেলদোল নেই। গন্ধটন্ধের কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে দিব্যি ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন ঘরের এদিক-ওদিক। বিশাল জানলার কোল ঘেঁষে রাখা চওড়া রাইটিং টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। অনেক কাগজপত্র ছড়িয়েছিটিয়ে রাখা। বিভিন্ন ধরনের বই সাজানো টেবিলের এক প্রান্তে। কাগজপত্রগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়তে বেশ কিছুটা সময় গেল। তারপর হাত বাড়িয়ে একটা মোটাসোটা বই খানিক উলটেপালটে দেখে জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মহাভারত পড়তে ভালবাসতেন দাদু?"

মাথা হেলিয়ে জিনিয়া বলল, "খুব ভালবাসতেন। বলতেন, 'পৃথিবীর সব মানুষের জীবনযাপনের আয়না হচ্ছে মহাভারত।' প্রতিদিন কিছুটা করে পড়ে তবে শুতে যেতেন।"

"দু'-তিন রকমের ডিক্‌শনারিও তো আছে দেখছি?"

"হ্যাঁ, ওটাও দাদুর একটা হবি ছিল। নানা রকমের ডিক্‌শনারি জোগাড় করা।"

"হুম, বেশ বোঝা যাচ্ছে তোমার দাদু মানুষটি বেশ ইন্টারেস্টিং ছিলেন।" বলতে-বলতে শিবপ্রসাদদারোগা বইয়ের সারির মধ্যে খয়েরি রঙের চামড়া-বাঁধাই করা একটা ডায়েরি বের করে পাতা ওলটাতে শুরু করলেন, "এ যে দেখছি মাসিক খরচাপাতির হিসেবের খাতা। সত্যিই বেশ গোছানো ছিলেন মানুষটি।"

ডায়েরিটি বগলদাবা করে সমাদ্দারদারোগা বললেন, "চলো মেয়েরা, এবার নীচে যাওয়া যাক। শুধু-শুধু ধুলো ঘেঁটে আমার ডাস্ট অ্যালার্জিটা আর বাড়াব না।"

*(এরপর আগামী সংখ্যায়)*

# অমিল খোঁজো তফাত বোঝো

উপরের এই ছবি দু'টি দেখতে একই রকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

## হাসছি দ্যাখো

পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা সভা বসেছে। আস্তে-আস্তে আলোচনা এসে পড়েছে 'পৃথিবীতে বসবাসকারী সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী কী' সেই বিষয়। হল্যান্ডের একজন বিজ্ঞানী বললেন, "পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়।" সকলে তাঁর কথায় সম্মতি জানালেন।

কিন্তু একজন বাঙালি বিজ্ঞানী বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।" সকলে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। সেই বিজ্ঞানী রেগে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "তা হলে আপনার মতে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী কী? আপনি মানুষের চেয়েও কোনও বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন নাকি?"

বাঙালি বিজ্ঞানীটি হেসে উত্তর দিলেন, "কেন? ডলফিন।"

হলভর্তি বড়-বড় বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকালেন। অনেকে মনে-মনে ভাবলেন নিশ্চয়ই ভদ্রলোক পাগল হয়ে গিয়েছেন নয়তো আবোল-তাবোল বলে সকলের নজরে কাড়তে চান।

সকলের অবাক হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বাঙালি বিজ্ঞানীটি বললেন, "একটা ডলফিনকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে মানুষের প্রায় তিন মাস বা তারও বেশি সময় লেগে যায়। আর সেখানে একটি ডলফিন মাত্র তিন ঘণ্টায় একজন মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেয়, কীভাবে জলের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে মাছ খাওয়াতে হবে। তা হলে আপনারাই ঠিক করুন, কে বেশি বুদ্ধিমান।"

পিঙ্কি ছ'মাস হল 'প্রথম ধাপ' নামক একটি মন্তেসরি স্কুলে যেতে শুরু করেছে। বড়-বড় স্কুলে ভর্তির পরীক্ষায় এই স্কুলের ছেলেমেয়েরা ভাল ফল করে বলে স্কুলটির বেশ নামডাক আছে। প্রথম ক'মাস নানান জিনিস শেখানোর পর স্কুলে একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়, যাতে দেখা হয় শিশুরা বিভিন্ন স্কুলের ভর্তির পরীক্ষায় যাওয়ার জন্য তৈরি কি না।

তা পিঙ্কিরও সেরকম পরীক্ষা চলছে। স্কুল থেকে ফেরার পর তার মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী মনে হচ্ছে, পরীক্ষায় ভাল ফল করার মতো বুদ্ধি তোমার আছে?" পিঙ্কি বিজ্ঞের মতো বলল, "ক্লাসের শিক্ষিকার চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি। উনি তো 'ক্যাট' বানানই জানেন না। আমাকে জিজ্ঞেস করায় আমি বলে দিলাম।"

বিদেশ থেকে একদল পর্যটক এসেছেন ভারত দেখতে। প্রায় তিন মাস তাঁরা বড়-বড় শহরগুলোতে ঘুরে বেড়াবার পর ঠিক করলেন এবার ভারতের গ্রামগুলো দেখতে যাবেন। কারণ তাঁরা শুনে এসেছেন ভারতের আসল চেহারা গ্রামগুলোতে গেলেই দেখা যাবে এবং ভারতের নামী মানুষদের ৮০ শতাংশই জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোনও না-কোনও গ্রামে। প্রথম গ্রামে গিয়ে সব কিছু ঘুরে দেখার পর গ্রামের প্রধানকে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের গ্রামে কি কোনও নামী মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন?"

লোকটি উত্তর দিল, "না, আমাদের গ্রামে শুধু মাত্র ছোট শিশুই জন্মায়।"

# অর্থ শেখো

এ কটু ভাবলেই বুঝতে পারবে যে, প্রতি শব্দেরই বাক্যে বসবার একটা জায়গা আছে। সেই জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় শব্দটি বেমানান। শব্দের অর্থ জানলে পরে কোথায় তাকে ব্যবহার করতে হবে সে জায়গাটাও চিনতে পারা যায়। নীচের শব্দগুলোর পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটা ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে, তারপর উত্তরের সঙ্গে মেলাবে।

**ঋজুস্বভাব:** (১) শান্ত স্বভাব, (২) মন্দ স্বভাব, (৩) সরল স্বভাব, (৪) চঞ্চল স্বভাব।

**পতিতপাবন:** (১) করুণানিধান, (২) বিপদভঞ্জন, (৩) দুঃখত্রাতা, (৪) পাপীদের উদ্ধারকর্তা।

**মুষ্টিযোগ:** (১) মুষ্ট্যাঘাত অর্থাৎ কিলঘুসি, (২) টাটকা ওষুধ, (৩) টোটকা ওষুধ, (৪) মুষ্টিভিক্ষা।

**হেঁজিপেঁজি:** (১) মহা পাজি, (২) বদমেজাজি, (৩) অগ্রগণ্য, (৪) আজেবাজে।

**পর্জন্যদেব:** (১) মহাদেব, (২) সূর্যদেব, (৩) ইন্দ্রদেব, (৪) অগ্নিদেব।

## গত সংখ্যার উত্তর

**লাজাঞ্জলি:** (২) মুঠো-ভরতি খই। 'লাজ' অর্থ খই যা হিন্দুদের পুণ্য অনুষ্ঠানে বা সম্বর্ধনাসূচক কাজে খই ছিটনো হয়। যেমন, 'গ্রাম-পথ-পথে সজিনার ফুলে দিয়েছে লাজাঞ্জলি।' (মোহিতলাল মজুমদার)।

**হাওলাত:** (৩) ঋণ। যেমন, 'আপাতত এই একশো টাকা হাওলাত নাও।' (পরশুরাম)। শব্দটি আরবি, বাংলায় প্রচলিত হয়ে গিয়েছে।

**শফরি:** (৪) পুঁটিমাছ। যেমন, 'স্বচ্ছ অগভীর জলে ছোট্ট-ছোট্ট শফরিরা খেলা করিতেছে।' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)। শব্দটি সংস্কৃত, 'গণ্ডূষ জলমাত্রেণ শফরি ফরফরায়তে'। বিখ্যাত প্রবাদ।

**অহরহ:** (৩) প্রতিদিন। যেমন, 'নারী কহে, রয়েছেন প্রভু অহরহ আমারি অন্তরে।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

**পেলব:** (৪) কোমল। যেমন, 'অতি পেলব, অতি মৃদু।' (বনফুল)।

স্কন্দগুপ্ত

## অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) রোগা ছেলেটির চুলের স্টাইল আলাদা। (২) পিছনের একটি রেলিং নেই। (৩) মোটা ছেলেটির জলের বোতলের ঢাকনা নেই। (৪) মোটা ছেলেটির প্যান্টের ডিজাইন পালটে গিয়েছে। (৫) রাস্তায় কলার খোসাটার জায়গা পরিবর্তন হয়েছে। (৬) রোগা ছেলেটির বাঁ পায়ের মোজা নেই। (৭) রোগা ছেলেটির ডান হাতের অংশটা দেখা যাচ্ছে না। (৮) মোটা ছেলেটি বাঁ হাতের জামার হাতাটা ছোট।

# শব্দসন্ধান

## সংকেত: পাশাপাশি

(১) ইন্দ্র। (৩) মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই দু'টি পোষা ভূত। (৬) বিরাট, বৃহৎ। (৮) যাকে ডাকা হয়নি, অনিমন্ত্রিত। (৯) খরগোশ, অতি দ্রুতগামী জীব হয়েও কচ্ছপের সঙ্গে দৌড়ের বাজিতে হেরে গিয়েছিল। (১১) দেবতার মন্দির। (১৩) মনের জোর। (১৪) ঝগড়া, বিবাদ। (১৬) এই লোভের ফলে তাঁতি নষ্ট। (১৭) পালকি, ডুলি। (১৮) সূর্যালোকের প্রচণ্ড উত্তাপ। (১৯) নিঃশব্দতা, নিস্তব্ধতা।

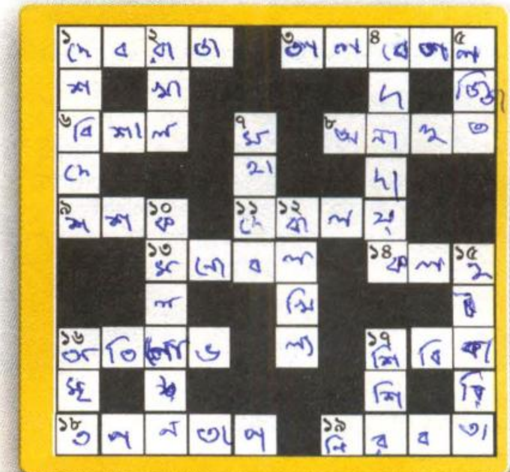

## সংকেত: উপর-নীচ

(১) স্বদেশ ও অন্য দেশ। (২) শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে এদের রাজা সাজতেন। (৪) যা কষ্ট দেয়। (৫) লজ্জা পেয়েছে এমন। (৭) শিব। (১০) যার পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দর চোখ। (১২) পুরাণে বর্ণিত আঙুলের মতো ছোট ঋষি। (১৫) ভাবনাচিন্তা না করেই কাজ করা। (১৬) যা খেলে মরণ হয় না। (১৭) হেমন্ত ও শীতে সকাল সন্ধ্যায় যা ফোঁটায়-ফোঁটায় ঘাস-ফুল-পাতার উপর জমে।

দেবসেনাপতি

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স | ম | র | স | জ্জা | | পা | ল | তো | লা |
| | ধু | | ং | | | হা | | | ভ |
| | সূ | | বা | ট | পা | ড় | | | ক্ষ |
| | দ | র | দ | | গ | | প | ড় | তি |
| ট | ন | ক | | | ল | হ | রি | | |
| | | মা | লি | ক | | | চ | প | ল |
| মু | রা | রি | | পো | | শি | য় | র | |
| শ | | | স | তী | দা | হ | | মে | |
| কি | | | বু | | | র | | শ্ব | |
| ল | স্বো | দ | র | | অ | ন | ব | র | ত |

# নানা রঙের রামধনু

## স্কুল-মেলা

**কবে:** ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭
**কোথায়:** আইস স্কেটিং রিঙ্ক, কলকাতা

শুরু হচ্ছে তৃতীয় ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল প্রিমিয়ার স্কুলস এগ্‌জিবিশন অ্যান্ড কনফারেন্স। প্রাইমারি, মিডল এবং সেকেন্ডারি লেভেলের ছাত্রছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকরা সোজাসুজি কথা বলতে পারবেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্কুলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। প্লে-স্কুল, রেসিডেন্সিয়াল এবং ডে বোর্ডিং স্কুল, ইন্টারন্যাশনাল এবং পাবলিক স্কুল, সব রকম খোঁজই পাওয়া যাবে এই মেলায়।

## রেঞ্জারদের দখলে

পাওয়ার রেঞ্জাররা এবার কলকাতায়। ২৪ ও ২৬ জানুয়ারি এই দু'দিন জেটেক্স আয়োজিত অনুষ্ঠানে পাওয়ার রেঞ্জাররা প্রায় ২০,০০০ ছেলেমেয়ে আর তাদের আভিবাবকদের সামনে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করল, দেখাল কীভাবে তারা শত্রুর মোকাবিলা করে। আর ছোটদের শেখাল নিজেদের কয়েকটি বিশেষ 'সুপার কুল' মারপ্যাঁচ।

## পরীক্ষা দাও আনন্দে

**কবে:** ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭
**কখন:** দুপুর দু'টো থেকে বিকেল পাঁচটা
**কোথায়:** মোক্ষ, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১৬

পরীক্ষার সময় ছোটদের সঙ্গে বাবা-মায়েদেরও পরীক্ষা চলে। খেলা, কার্টুন চ্যানেল, গল্পের বই, সব বন্ধ। প্রতিবার পরীক্ষার হলে গিয়ে জানা সব জিনিস ভুল করে আসার টেনশন, নয়তো প্রতিবারই পরীক্ষার সময় জ্বরের হাঙ্গামা। এই সব কথা মনে রেখেই 'সানন্দা' আর 'হরলিক্স' এক সঙ্গে আয়োজন করেছে তিনটি ওয়ার্কশপের। ২০ জানুয়ারি এবং ২৭ জানুয়ারি, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭। পরীক্ষার ভয় কাটানোর কয়েকটি উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই ওয়ার্কশপে। পরীক্ষার্থীদের শান্ত জায়গায় পড়তে বসতে হবে, জানলা বা দরজার দিকে মুখ করে না বসে উলটো দিকে মুখ করে বসা উচিত। এমনভাবে রুটিন তৈরি করতে হবে যাতে মাঝে ছোট-ছোট বিরতি থাকে। একটানা অনেকক্ষণ একই বিষয় না পড়ে বিভিন্ন বিষয় ঘুরিয়েফিরিয়ে পড়া ভাল। বেশি করে লেখা অভ্যাস করতে হবে, যা পড়া হচ্ছে সেটা মনে-মনে ভাবার চেষ্টা করতে হবে। পড়ার সময় ইমোশন দিয়ে পড়লে বেশি মনে থাকে। এই সময় হাল্কা ব্যালান্স ডায়েট খাওয়া উচিত। প্রচুর জল খাওয়া এবং পর্যাপ্ত ঘুমও দরকার। বাবা-মায়েদের মনে রাখতে হবে, তাঁরাই ছেলেমেয়েদের মানসিক জোর তৈরি করে দিতে পারেন। অন্য ছোটদের সঙ্গে নিজের শিশুর তুলনা বন্ধ করতে হবে। এরকম নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এই ওয়ার্কশপগুলোতে।

'সানন্দা' আর 'হরলিক্স' আয়োজিত ওয়ার্কশপে বাবা-মায়েদের সঙ্গে ছোটরা

## বই

### ভূতের বোঝা

রামচন্দ্র পাল
*প্রিয়ম প্রকাশন*, বেলপুকুর, নদিয়া
দাম: ৪০ টাকা

"বুঝলে বোঝা, নইলে সোজা/ভূতের বোঝা কী..." একেবারে সত্যি কথাটি লিখেছেন ছড়াকার নিজেই। সব ছড়াই পড়তে মজা লাগে। তবে ছড়াগুলো শুধুমাত্র ছড়া নয়। ছড়ার মাধ্যমে ছোটদের কাছে অনেক কথা পৌঁছতে চেয়েছেন তিনি। বইটির অলঙ্করণ বেশ স্মার্ট।

### বেস্টবুকসের পাঁচ রকম

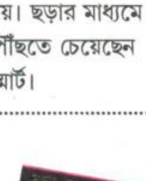

*বেস্টবুকস*, ১এ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

**শরীর নিয়ে প্রশ্ন,**
*শ্রীজিৎ ভট্টাচার্য*
আমাদের শরীর কী দিয়ে তৈরি? আমরা কী করে দেখতে পাই? শীতে আমরা কাঁপি কেন? ছোটদের এরকম নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন লেখক।

**সংস্কার, কুসংস্কার ও বিশ্বাস,**
*কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়*
১৩-র আতঙ্ক, নজর লাগা, ডাইনিবিদ্যা, হাতের রেখা, বেড়ালের রাস্তা ডিঙনো, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন কুসংস্কার কেন ভিত্তিহীন তাই জানিয়েছেন লেখক।

**শোবদাঁ, আনিব্যা, শিকিয়ু,**
*রমেন মজুমদার*
ছোটরা কোন কাজ শুয়ে করতে পারে, কোনটা বসে, কোনটাই বা দাঁড়িয়ে করবে তাই নিয়েই লেখা শোবদাঁ। আহার, নিদ্রা আর সঠিক ব্যায়ামই সুস্থভাবে বাঁচতে শেখায়। এই নিয়েই বই আনিব্যা। শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী মানুষের জীবনের প্রথম তিনটি অধ্যায়। এই সময় নিজেকে গড়ে তোলার সময়। কীভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে জানিয়েছেন লেখক।

### ছোটদের জমজমাট গল্প

প্রশান্ত রায় বর্মন
*আধুনিক পুস্তক প্রকাশন*
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

হাসির গল্প, শিকারের গল্প, রূপকথার গল্প, জীবজন্তুর গল্প, অলৌকিক গল্প, অ্যাডভেঞ্চার গল্প, ইতিহাসের গল্প এবং কল্পবিজ্ঞানের গল্প বইটির দু' মলাটের মধ্যে ছোটদের মনের সব খোরাকই মজুত।

## ক্যাসেট

### বীরপুরুষ

*ভাবনা, দাম: ৪০ টাকা*
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বীরপুরুষের নাট্যরূপ দিয়েছেন অমিতাভ চৌধুরী, নাট্য পরিচালনায় সন্তু মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত ভি বালসারার। বিখ্যাত কবিতাটির নাট্যরূপ শুনতে বেশ ভাল লাগে।

### দাদা ভাই চাল ভাজা খাই

*ভাবনা, দাম: ৩৫ টাকা*
আয় ঘুম আয়, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা শাঁটুল, নোটন-নোটন পায়রাগুলি -র মতো মজার মজার ছড়া-গান শুনতে পাওয়া যাবে এই ক্যাসেটে।

### প্রজাপতি-প্রজাপতি

*ভাবনা, দাম ৪০ টাকা*
মোমের পুতুল, শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের, পরি জাফরানি, তোরা দেখে যা, শুকনো পাতার, শ্যামাতন্বী আমি প্রভৃতি নজরুলগীতি শোনা যাবে এই ক্যাসেটে। গান গেয়েছে রূপসা, সুরঙ্গনা, অভ্রকান্তি, ঈপ্সিতা, কোয়েল ও পারমিতা।

NEW
Tulsi
O2 fresh
For a healthy germ-free kitchen environment.
Tulsi O2 fresh is the No.1 selling model in West Bengal.
Pest Repellent
Air Sense Ionizer
Electric Chimney
Pro-ion technology for a healthier kitchen.
The advanced version of the world's first & only Kitchen Environment Processor is the complete health appliance equipped with
• Air Sense Ionizer • Pest Repellent • Electric Chimney
TULSI O2 FRESH IS AVAILABLE IN BAFFLE FILTER AT NO EXTRA COST.
ULTRAFRESH
KITCHEN APPLIANCES & ACCESSORIES
UTAIL
ULTRAPURE TECHNOLOGY & APPLIANCES INDIA LTD.
GC - 23, 1st Floor, Salt Lake - III, Kolkata, Ph.: 033 - 32956369, 9831223447.
E-mail: info@ultrafreshindia.net, Website: www.ultrafreshindia.net.
SALT LAKE - 9831481335 / 23593260, ENTALLY - 9830466964 / 32987977, CHETLA - 9831082598 / 24487653, SHYAMBAZAR - 9830084497/ 033-329299030, HOWRAH - 9433056003/26427961, GARIA - 9831711473 /32965418, SONARPUR - 9830546003 / 9830796753, DUMDUM - 9830998442 / 25292625, MADHYAMGRAM - 9830014592 / 25269515, MUKUNDAPUR - 9831951511 / 64507083, BARRACKPORE - 9830019729 /25947835, CHANDAN NAGAR - 9831310725 / 2685 4208, BARASAT - 9831616158 / 9830389940, BEHALA - 9830490454, KRISHNAGAR - 9434371098, BURDWAN - 9332127072 / 0342-2551133, ASANSOL - 9832133888 / 0341-3291445, PURULIA - 9932730756 / 03252-227299, BANKURA - 9434480918 / 03242-243265, HALDIA - 9832123529, BAGNAN - 9434569343, MIDNAPORE - 9830466964, RAIGANJ - 9933402326 / 9474312693, MALDA - 9832477928 / 03512-320004, COOCHBIHAR - 9832345662, SILIGURI - Mechanical Stores - 9434319149, 0353-3204927, SODEPORE - Classic Associates - 9830722565 / 9231437341, GUWAHATI - Paltan Bazar - 9954038320 / 9954480935, Atahgon - 9435102306, DIBRUGARH - 0373-2320535 / 2322496, SILCHAR - 9435171449, 03842-232520, JALPAIGURI - 9434217114, BHUBANESHWAR - Ganga Nagar - 9437010654, Bapuji Nagar - 9437100042, SAMBALPORE - 9437158819, ROURKELA - 9437085163, BALASORE - 9437112139.
For Direct Sales Franchise enquiries please contact: West Bengal/ Bangladesh - Mr. S.K Dey (GM) - 09339872687, Sikkim/ North East/ Orissa - Mr. Ariandam Ghosh - 09831478479, Bihar / Jharkhand - Mr. Saurabh Gupta - 09433056003, Rest of India - Mr. Diveya Shah - 09810465796

ANANDAMELA FEBRUARY 2007 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06 INR 10.00


Dabur

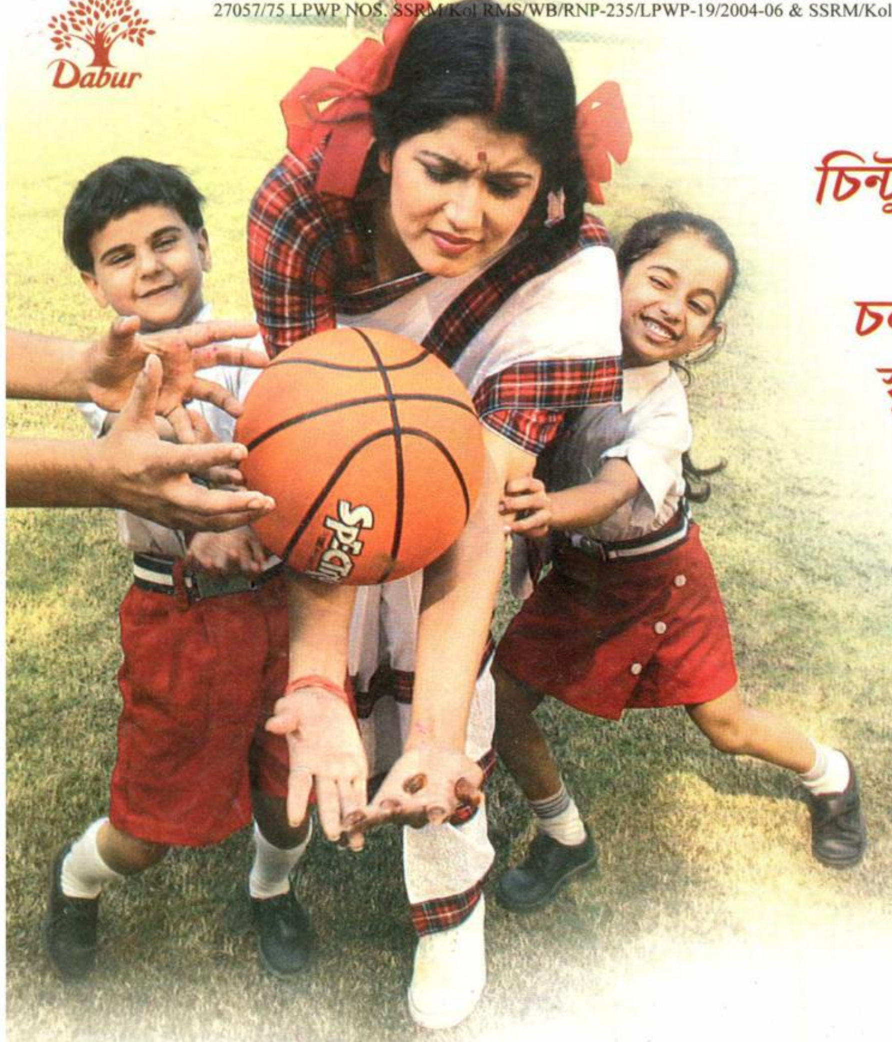

## চিন্টুর ডাবর চ্যবন প্রাশের কি দরকার!
## চলুন না আজ মা-কেই স্কুলে পাঠানো যাক।

একদিন ওদের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজে মিশে যান। টাইমে স্কুলে পৌঁছনো, পি.টি-ক্লাশ, একের পর এক ক্লাশ, আব প্রচুর হোমওর্য়কও বটে।

তাইতো প্রয়োজন ডাবর চ্যবনপ্রাশের। আয়ুর্বেদ-এর বিশুদ্ধ পরম্পরা, যা ভিতরকার শক্তি বাড়ায় এবং তার সাথেই দেয় ভরপূর শক্তি ও স্ট্যামিনা।

এতে আছেঃ-

**আমলাঃ** ভিটামিন সি-এর ভরপূর উৎস। যা আমাদের শরীরকে দৈনন্দিন অসুখ-বিসুখের হাত থেকে বাঁচায়। **কৃকটশৃঙ্গীঃ** এটি বার-বার হওয়া সর্দি-কাশি-র জন্য উপকারী।

এ ছাড়া এটি অনেক স্বাস্থবর্ধক উপাদানের অভিনব সংমিশ্রণ। সেজন্য বাচ্চাই হোক বা বড়, ডাবর চ্যবনপ্রাশ প্রত্যেকের জন্যেই খুবই উপকারী। এবার তো নিশ্চয়ই বোঝাগেল যে আপনার চিন্টুর ডাবর চ্যবনপ্রাশ কেন প্রয়োজন।

**এবারে ডাবর চ্যবনপ্রাশের নতুন 100 গ্রাম ট্রায়ল প্যাক মাত্র 25 টাকায়।**

তাই আপনিও ট্রাই করুন এবং স্কুল না গিয়েই জেনে নিন ডাবর চ্যবনপ্রাশের আপনার কি দরকার।

McCann/DCP/212/07

Dabur Chyawanprash AWALEHA (SPECIAL)

দরকার আছে!

বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞকে androonishakti@dabur.com তে ই-মেইল করুন, লগ-অন করুন www.dabur.com/chyawanprash অথবা ডাবর চ্যবনপ্রাশ পো.অ.বক্স 3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ-201010 কে লিখুন।